# কর্ম্মযোগ

৺অশ্বিনীকুমার দত্ত
প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ
১৩৩২।

সরস্বতী লাইব্রেরী
৯ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

মূল্য ১৶০ আনা।

প্রকাশক
শ্রীঅক্ষয়কুমার গুপ্ত
সরস্বতী লাইব্রেরী
৯, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট

প্রিণ্টার—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত
শ্রীসরস্বতী প্রেস
১ নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

# ভূমিকা।

৺অশ্বিনী কুমার দত্ত প্রণীত "কর্ম্মযোগ" প্রকাশিত হইল। সঙ্কল্পিত ধারানুসারে গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ হইলে বৃহদায়তন হইত, কিন্তু গ্রন্থকারের রোগজীর্ণ দেহ হইতে সে সঙ্কল্প সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই দেখিয়া অগত্যা কর্ম্ম যোগের আদর্শ সম্বন্ধে স্থূল স্থূল বক্তব্য বিষয়গুলি লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। ১৩২৩-২৪ সনে "মানসী ও মর্ম্মবাণী" পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছিল। তজ্জন্য উক্ত পত্রিকার পরিচালকগণের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ আছি।

সুদূর অতীতে কুরুক্ষেত্রের সমরাঙ্গনে একদিন যে বিশ্ববিশ্রুত শঙ্খধ্বনি উঠিয়াছিল, এ পুস্তকখানি তাহারই একটি প্রতিধ্বনি মাত্র। প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি প্রধানতঃ শ্রীমদ্ভগবদগীতা অবলম্বনে লিখিত হইলেও ইহা বিভিন্ন জাতির সূক্ত, দৃষ্টান্ত ও উপদেশে সমুজ্জল হইয়াছে। গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন এই কর্ম্মযুগে নিষ্কাম কর্ম্মযোগ ভিন্ন উদ্ধারের অন্য পন্থা নাই; জাতীয় উত্থান পতন কর্ম্ম নিরপেক্ষ হইতে পারেনা; এক দিকে কর্ম্মকুণ্ঠ অকাল সন্ন্যাসী, অন্যদিকে কর্ম্মাসক্ত ঘোর বিষয়ী—উভয়েই সমাজদ্রোহী। কর্ম্মদ্বারা সসীম অনু অসীম ভূমা হইতে পারে; হৃদয়ে হৃদয়ে সচ্চিদানন্দকে প্রতিষ্ঠিত না করিতে পারিলে কর্ম্মযোগ মাত্র কর্ম্মভোগেই পর্য্যবসিত হয়। এই নিষ্কাম কর্ম্মযোগ শ্রীবিষ্ণু প্রীত্যর্থ ও লোক সংগ্রহার্থ, এই এই প্রকারে অনুষ্ঠিত

হইতে পারে ; বন্ধু-প্রীতি, ধর্ম্ম-প্রীতি, দেশ-প্রীতি, স্বাধীনতা-প্রীতি, বিশ্বমানব-প্রীতি, জীব-প্রীতি ও সর্ব্বব্যাপী শ্রীবিষ্ণুপ্রীতি হইতে উভয়বিধ কর্ম্মযোগের প্রণোদনা আসিতে পারে। যে সনাতন সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বজ্ঞ সদানন্দ বিরাট পুরুষ এই জগদযন্ত্রের সর্ব্ববিধ ব্যাপার নিয়মিত ও শৃঙ্খলিত করিতেছেন, তাঁহার সহিত ঐকাত্ম্য সম্পাদন করিতে হইলে তাঁহারই জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য নিজ নিজ জীবনে কর্ম্মযোগ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। সিকাগো ধর্ম্ম-মহামণ্ডলী, হেগ আন্তর্জ্জাতিক ধর্ম্মাধিকরণ, আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যতরীগুলি এই বিশ্বব্যাপী প্রেমের পরিবার সংস্থাপনে উদ্যোগ করিতেছে মাত্র। বিংশ শতাব্দীর ভীষণতর কুরুক্ষেত্রের পরিণামে যে সুফল ফলিবে বলিয়া গ্রন্থকার আশা করিয়াছিলেন, তাহা ফলে নাই বটে, কিন্তু তিনি মনে করেন যে পৃথিবীর গতি তদভিমুখীন হইয়াছে এবং শ্রীভগবানের পদাঘাতে অচিরে শুভ পরিণতির সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। পুণ্যশ্লোক শ্রীমদ্বিবেকানন্দের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া গ্রন্থকার ভারতবাসীকে কর্ম্মমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন। আমরাও বলি "নিয়তং কুরুকর্ম্মত্বং" এই "কুরু কুরু" মন্ত্র আবার এই পুণ্যক্ষেত্রকে ধর্ম্মক্ষেত্রে পরিণত করুক।

বরিশাল,
জ্যৈষ্ঠ ৮, ১৩৩২

শ্রীজগদীশ মুখোপাধ্যায়।

# সূচীপত্র।

# কর্ম্মযোগ

## আদর্শ কর্ম্মভূমি।

সংসার কর্ম্মভূমি। ভৃগু, ভরদ্বাজকে এই পৃথিবী দেখাইয়া কহিলেন, "কর্ম্মভূমিরিয়ম্"। বিশ্ব কর্ম্মময়। কর্ম্ম সৃষ্টির ভিত্তি। উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল অম্বুরাশি (Chaos) সুশৃঙ্খল সুযন্ত্রিত বিশ্বে (Kosmos) পরিণত হইল কর্ম্মে। সৃষ্টি বিধৃত কর্ম্মে। স্বয়ং ভগবান্ মহাকর্ম্মী। কর্ম্মে সৃষ্টি, কর্ম্মে পালন, কর্ম্মে সংহার। বিধাতা এই ব্রহ্মাণ্ডগৃহের মহাগৃহস্থ; স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্বব্যাপী এই মহাপরিবারের যাহার যাহা প্রয়োজনীয়, যথাযথরূপে নিত্যকাল যোগাইতেছেন:—"যথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যাদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ।" (ঈশোপনিষৎ, ৮)

গীতায় ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন:—

> ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
> নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি॥
>
> ভগবদ্গীতা ৩, ২২।

—'হে পার্থ, আমার কর্ত্তব্য কিছু নাই, এই তিন লোকে আমার অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্যও কিছু নাই; তথাপি আমি কর্ম্মে প্রবৃত্ত রহিয়াছি।'

কর্ম্মণামী ভান্তি দেবাঃ পরত্র
কর্ম্মণৈবেহ প্লবতে মাতরিশ্বা
অহোরাত্রে বিদধৎ কর্ম্মণৈবা-
তন্দ্রিতো শশ্বদুদেতি সূর্য্যঃ ॥

মহাভারত, উদ্যোগপর্ব্ব, ২৮, ৯।

—'পরলোকে দেবগণ কর্ম্মবলে দীপ্যমান, কর্ম্মবলে বায়ু প্রবহমান, কর্ম্মবলে অহোরাত্র বিধান করিয়া অতন্দ্রিতভাবে সূর্য্য উদিত হইতেছেন।'

মাসার্দ্ধ মাসানথ নক্ষত্রযোগানতন্দ্রিতশ্চন্দ্রমাশ্চাভ্যুপৈতি।
অতন্দ্রিতো দহতে জাতবেদাঃ সমিদ্ধ্যমানঃ
কর্ম্ম কুর্ব্বন্ প্রজাভ্যঃ ॥

ঐ, ঐ, ১০।

—'চন্দ্রমা অতন্দ্রিতভাবে পক্ষ, মাস নক্ষত্রযোগ প্রাপ্ত হইতেছেন; অগ্নি সমিদ্ধ্যমান হইয়া অতন্দ্রিত ভাবে প্রজাগণের কর্ম্মসাধন করিতে প্রজ্বলিত হইতেছেন।

অতন্দ্রিতা ভারমিমং মহান্তং
বিভর্ত্তি দেবী পৃথিবী বলেন।
অতন্দ্রিতাঃ শীঘ্রমপো বহন্তি
সন্তর্পয়ন্ত্যঃ সর্ব্বভূতানি নদ্যঃ॥

ঐ, ঐ, ১১।

—'দেবী পৃথিবী বলের দ্বারা অতন্দ্রিতভাবে এই মহাভার বহন

করিতেছেন ; যাবতীয় ভূতগণকে সন্তুষ্ট করিতে নদীগণ অতন্দ্রিতভাবে দ্রুত জল বহন করিতেছেন।'

অতন্দ্রিতো বর্ষতি ভূরিতেজাঃ
সন্নাদয়নন্তরীক্ষং দিশশ্চ।
অতন্দ্রিতো ব্রহ্মচর্য্যং চচার
শ্রেষ্ঠত্বমিচ্ছন্ বলভিদ্দেবতানাং॥

ঐ, ঐ, ১২।

—'আকাশ ও দিক্ সকল নিনাদিত করিয়া মেঘ অতন্দ্রিতভাবে বারি বর্ষণ করিতেছেন ; দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব ইচ্ছা করিয়া ইন্দ্র অতন্দ্রিতভাবে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়াছেন।'

সকলেই অতন্দ্রিতভাবে কর্ম্মে নিযুক্ত। মহাত্মা কার্লাইল এই বিশ্বের অতন্দ্রিত কর্ম্মানুষ্ঠান দর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন :—

"What is this universe but an infinite conjugation of the verb 'to do' ?"—এই বিশ্ব কি ? ইহা কৃ ধাতুর অনন্তরূপ।'

কর্ম্ম ভিন্ন এ জগতে কাহারও তিষ্ঠিবার সাধ্য নাই। গীতায় ভগবান অর্জ্জুনকে বলিতেছেন :—

নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥

ভগবদ্গীতা ৩, ৫।

শরীর যাত্রাপি চ তে ন প্রসিদ্ধ্যেদকর্ম্মণঃ।

ভগবদ্গীতা ৩, ৮

—'কর্ম্ম না করিয়া কেহ ক্ষণমাত্রও তিষ্ঠিতে পারেনা, সকলেরই প্রাকৃতিক গুণের দ্বারা চালিত হইয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও কার্য্য করিতে হইতেছে।' 'কর্ম্ম না করিলে তোমার শরীর-যাত্রাও নির্ব্বাহ হইতে পারে না।

তোমার জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য যে সামান্য কতিপয় তণ্ডুল-কণা-সংগ্রহ প্রয়োজনীয়, তাহাও কর্ম্মসাপেক্ষ। অন্য প্রয়োজন না থাকিলেও, মাত্র আত্মরক্ষার জন্যও প্রত্যেক ব্যক্তির কর্ম্ম করিতেই হইবে।

আত্মরক্ষা ও জগত রক্ষার জন্য সকলেই কর্ম্মচক্রে ঘূর্ণায়মান। যে গৃহে বাস করি, যে আসনে উপবেশন করি, যে শয্যায় শয়ন করি, যে বস্ত্র পরিধান করি, যে ভক্ষ্য আহার করি, সমস্তই কর্ম্মোদ্ভব।

আমার জন্য কেবল আমিই কর্ম্ম করিতেছি, তাহা নহে; এই মাত্র শুনিলাম সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, বরুণ কি ভাবে নিরন্তর আমার সেবা করিতেছেন। কত কোটি কোটি প্রাণী আমার জন্য অবিশ্রান্ত খাটিতেছে। 'আমার বাড়ী, আমার বাড়ী' বলিয়া যে স্থান নির্দ্দেশ করিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হই একবার চিন্তা করুন, সেই স্থানটি আবাসযোগ্য করিতে কত কত লোক তাঁহাদিগের শারীরিক ও মানসিক কত শক্তি ব্যয় করিয়াছেন। বাতাতপ হইতে আমাকে রক্ষা করিতে যে গৃহখানি নির্ম্মিত হইয়াছে, ইহার প্রত্যেক উপকরণ আবিষ্কার ও সংগ্রহ করিতে কত লক্ষ লক্ষ লোক অবিশ্রান্ত পরিশ্রম

করিয়াছে তাহা ভাবিতে গেলে মন স্তম্ভিত হয়। যে অন্ন ব্যঞ্জনাদি দ্বারা প্রত্যহ ক্ষুধানল প্রশমিত করি, কিম্বা যে বস্ত্রখণ্ড দ্বারা লজ্জা নিবারণ করিয়া থাকি, ইহার প্রত্যেক বস্তু যে যে পদার্থের সংযোজনায় প্রস্তুত হইয়া থাকে, সেই পদার্থগুলি আবিষ্কার ও যে প্রণালীতে সংযুক্ত করা প্রয়োজন, তাহা উদ্ভাবন করিতে কত যুগে কত লোক গলদঘর্ম্ম হইয়াছে, চিন্তা করিলে অবাক্ হইতে হয়। ক্ষুদ্র অপোগণ্ড শিশু ছিলাম, সামান্য মশকাদি দূর করিবার ক্ষমতা ছিল না, কত লোকের কতবিধ কর্ম্মের ফলে এত বড় হইয়াছি—ভাবিতে প্রাণ কৃতজ্ঞতারসে আপ্লুত হয়। বাহিরের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য কত লোকের নিকটে ঋণী; আবার অন্তরের বল, বুদ্ধি জ্ঞান, সদ্ভাব প্রভৃতির জন্য জীবিত, মৃত, কত অগণ্য লোকের নিকটে ঋণী আছি। আবার, আমার তোমার এ জীবনে যে তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, তাহা যাঁহাদিগের দ্বারা রক্ষিত ও সম্বর্দ্ধিত হইবে, সেই ভবিষ্যদ্বংশধরগণের নিকটেও ত ঋণী! কেবল কি মনুষ্যের নিকটেই ঋণী! কত ইতর পশু আমাদিগের জন্য শরীরের রক্ত জল করিতেছে এবং কত কষ্ট সহ্য করিতেছে, ইহা কি আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি না? উদ্ভিদ্ জগৎ আমাদের প্রাণ রক্ষা ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য কত উপায়ন লইয়া উপস্থিত! জীবসমাজ দ্বারা পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইয়া যদি সেই সমাজ রক্ষা ও উন্নতিকল্পে কর্ম্ম করিতে প্রস্তুত না হই, তবে আমরা নিতান্তই কৃতঘ্ন।

বিশেষ, আত্মোন্নতিও কর্ম্ম ভিন্ন সম্ভবপর নহে। স্বকল্যাণ সাধন জন্যও সকলেরই কর্ম্মের প্রয়োজন। সংসারদোলায় আন্দো-

লিপ্ত না হইয়া কেহই পরম পুরুষার্থোপযোগী গুণগ্রামের অধিকারী হইতে পারেন না। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিতেছেন :—

> ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
> ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি॥
>
> ভগবদ্গীতা ৩, ৪।

—'কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিয়া কেহ জ্ঞানলাভ করিতে পারে না; কর্ম্মত্যাগ করিলেই সিদ্ধিলাভ হয় না'।

মহর্ষি বশিষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্রকে বলিতেছেন :—

> রাম রাম মহাবাহো মহাপুরুষ চিন্ময়।
> নায়ং বিশ্রান্তিকালো হি লোকানন্দকরোভব॥
> যবালোকপরামর্শো নিরূঢ়ো নাস্তি যোগিনঃ।
> তাবদ্রূঢ়সমাধিত্বং ন ভবত্যেব নির্ম্মলম্॥
> তস্মাদ্রাজ্যাদিবিষয়ান্ পর্য্যালোক্য বিনশ্বরান্।
> দেবকার্য্যাদিভারাংশ্চ ভজ পুত্র সুখী ভব॥
>
> যোগবাশিষ্ঠ। নির্ব্বাণ। পূর্ব্ব ১২৮, ১৬—১৮।

—'হে মহাবাহু, চিন্ময় মহাপুরুষ রাম, এখন তোমার বিশ্রামের সময় নহে, লোকানন্দকর হও। যোগীর যদবধি লোকযাত্রা-কর্ম্ম সম্পন্ন না হয় তদবধি নির্ম্মল সমাধিত্ব ঘটে না। অতএব নশ্বর রাজ্যাদি বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেবকার্য্যাদিতায় ভজনা দ্বারা পুত্র, সুখী হ ।'

ছত্রপতি-শিবাজী-গুরু শ্রীরামদাস স্বামী বলিয়াছেন :—

আধীঁ প্রপঞ্চ করাবা নেটকা।
মগ ঘ্যাবেঁ পরমার্থবিবেকা॥

দাসবোধ ১২, ১, ১।

—'প্রথমে সুন্দররূপে প্রপঞ্চের কার্য্য করিবে, পরে পরমার্থ বিবেক গ্রহণ করিবে'।

কি ভাবে প্রপঞ্চের কার্য্য করিতে হইবে, তাহাও বলিয়াছেন :—

প্রপঞ্চ করাবা নেমক।
পাহারা পরমার্থবিবেক।
জেনেঁ করিতাঁ উভয়ে লোক।
সন্তুষ্ট হোতী॥

দাসবোধ ১১, ৩, ২।

—'সংযতভাবে প্রপঞ্চ করিবে ও পরমার্থবিবেক বুঝিতে থাকিবে ইহাদ্বারা উভয় লোক সন্তুষ্ট হইয়া থাকে।

সংযত প্রপঞ্চসেবা ভিন্ন কেহই মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা প্রভৃতি আয়ত্ত করিতে পারে না; গুরুধর্ম্মাধিকারী হন না। কাহার প্রতি করুণা করা হইবে? সংসারসম্বন্ধ না থাকিলে কাহার সহিত মৈত্রী করা হইবে? কাহার আনন্দে মুদিতা প্রকাশ পাইবে ও কাহার দ্বেষ ও ঘৃণা উপেক্ষা করিবে? সংসারকর্ম্ম ভিন্ন আত্মজ্ঞানলাভের সোপান নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক, ইহামূত্রার্থ-ফল-ভোগবিরাগ, শমদমাদি ষট্‌কসম্পত্তি ও মুমুক্ষুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে কি প্রকারে? অনিত্যের সংস্পর্শে আসিলে তবে ত নিত্যের

সহিত তাহার পার্থক্য বুঝিব ! ইহলোক ও পরলোকে কি ফল লাভ করা যায় জানিলে এবং তাহার অনিত্যত্ব হৃদয়ঙ্গম হইলে তবে ত সম্ভোগে বিরাগ জন্মিবে। বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয়ের নানা প্রকার বিপত্তির বিষয় উপস্থিত হইলে তবে ত শমদমাদি সাধনের চেষ্টা হইবে। কষ্টে না পড়িলে তিতিক্ষা আসিবে কোথা হইতে ? বিষয়ানুভবের দোষ লক্ষিত হইলে তবে ত উপরতি ? উপরতি হইলে তৎপরে সমাধান এবং গুরু ও বেদান্তবাক্যে শ্রদ্ধার উদয়। বন্ধনবোধ হইলে তবে ত মুমুক্ষুত্ব আসিবে। আমাদিগের সংসারের ভিতর দিয়া চলিতে চলিতে পথ পরিষ্কার হইবে ; অনেক ভ্রম হইবে, অনেকবার পদস্খলন হইবে সত্য ; কিন্তু তাহাই ফলপ্রদ হইবে, তাহা হইতেই ভ্রম নিরাশ হইবে, সত্যপন্থা ফুটিয়া উঠিবে, প্রেম-পবিত্রতায় মণ্ডিত হইবার অনুষ্ঠান চলিতে থাকিবে ! ইহা ঘটে দেখিয়াই রবীন্দ্রনাথ ভগবানকে বলিয়াছেন :—

"শত ছিদ্র করে' জীবন
বাঁশী বাজাও হে।"

পরমার্থাভিমুখ অর্থাৎ আত্মমোক্ষ ও জগন্মোক্ষাভিমুখ কর্ম্ম করিতে গিয়া যে ভ্রমে পতিত হই, সদিচ্ছাবলে তাহা দূর হইয়া যায় এবং আনন্দ ও সত্যের পথ খুলিয়া যায়। কর্ত্তা শত ছিদ্রের ভিতর দিয়া অপূর্ব্ব বংশীধ্বনি করিতে থাকেন !

এইরূপ কর্ম্মের দ্বারাই জগৎ উন্নত হইতেছে। এইরূপ কর্ম্ম করিবার জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছি। যে ব্যক্তি এইরূপ কর্ম্ম, জীবনের ব্রত করিয়া লন, তিনিই প্রকৃত মনুষ্য এবং যে জাতি

এইরূপ কর্ম্মসাধন জন্ম সর্ব্বদা সচেষ্ট, সেই জাতিই উন্নতির পদবীতে আরোহন করেন। যে সম্প্রদায় সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টরূপে এইরূপ কর্ম্ম সম্পন্ন করেন, সেই সম্প্রদায়ই জগতের শীর্ষস্থানীয়। ইতিহাসের পংক্তিতে পংক্তিতে এই তথ্য প্রমাণিত হইতেছে। পৃথিবীর মহাজনগণ এইরূপ করিয়াছেন বলিয়াই মহাজন।

এইদিকে যে দেশ ও যে জাতি যতদূর অগ্রসর হইয়াছেন, সেই দেশ, সেই জাতি জগতে ততদূর শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন। প্রাচীন রোম যতদিন এই ভাবে অনুপ্রাণিত ছিলেন, ততদিন সমস্ত জগতের পূজার্হ ছিলেন; যাই এই ভাবটি ত্যাগ করিলেন, অমনি, তাঁহার পদপ্রান্তে স্থান পাইবার যোগ্য নহে যাহারা, তাহাদিগের পদলুণ্ঠিত হইতে হইল। ভারত যতদিন কর্ম্ম করিতে সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রসর ছিলেন ততদিন পৃথিবীর শিরোরত্ন ছিলেন, চতুর্দ্দিকে তাঁহার নামে জয়ধ্বনি পড়িত; যাই এই ভাব হইতে বিচ্যুত হইলেন অমনি কলঙ্কের পসরা মস্তকে উঠিল।

এই ভারতবর্ষে যখন আর্য্যগণ কর্ম্মদ্বারা গৌরবের উচ্চতম শিখরে আরোহন করিলেন এবং দেখিলেন যে এই 'সুজলা সুফলা' ভূমিতে এরূপ পর্য্যাপ্ত অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা রহিয়াছে যে তাঁহাদিগের জীবিকানির্ব্বাহের জন্ম কর্ম্মের বিশেষ প্রয়োজন নাই, তখন কর্ম্মের প্রতি সহজে তাচ্ছিল্য উপস্থিত হইল। শরীরযাত্রা এই দেশে অনায়াসসাধ্য বলিয়া তাহা অনাদরের বিষয় হইল; এবং শরীরযাত্রা নির্ব্বাহের সহিত নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি কিরূপ সংশ্লিষ্ট তাহা দৃষ্টির বহির্ভূত হইল। জীবিকাবিধায়ী বহির্ম্মুখ কর্ম্ম নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতীয়মান হইল,

কিন্তু তাহাই অন্তর্মুখ করিয়া লইলে বাহিরের মঙ্গল যেরূপ সংসাধিত হয়, অন্তরের মঙ্গলও তেমনি সাধিত হইয়া থাকে—ইহা ধারণার বিষয় রহিল না। সুতরাং অগ্রে কর্ম্মকে অবহেলা করিয়া, মাত্র জ্ঞান ও ভক্তিকে জীবনের পরম সাধ্য নির্দ্ধারণ করিলেন, এবং নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তিগণ কর্ম্মদ্বারা নিয়মিত না হওয়ায় উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িল। ইহাই ভারতের পতনের সূত্র। যাঁহারা সংসার ত্যাগ করিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন, তাঁহারা সাধু, মহাপুরুষ বলিয়া পরিচিত হইলেন; এবং যাঁহারা সংসারী রহিলেন, জগতের মঙ্গলের সহিত তাঁহাদিগের স্বকীয় মঙ্গল কিরূপ ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধ, তাহা ভুলিয়া, ঘোর বিষয়ী ও স্বার্থপর হইয়া দাঁড়াইলেন। দুই দলই মানবসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেন। যাঁহারা তপস্যাপর, তাঁহারাও স্ববিমুক্তিকাম হইয়া পরার্থনিষ্ঠা ত্যাগ করিলেন, ইন্দ্রিয়ার্থবিমূঢ় জীবদিগের জন্য কোন চিন্তাই রহিল না। প্রহ্লাদ যে ভাবে উদ্দীপ্ত হইয়া ভগবান্‌কে বলিয়াছিলেন :—

> নৈবোদ্বিজে পরদুরত্যয়বৈতরণ্যা-
> স্ত্বদ্বীর্য্যগায়নমহামৃতমগ্নচিত্তঃ।
> শোচে ততো বিমুখচেতস ইন্দ্রিয়ার্থ-
> মায়াসুখায় ভরমুদ্বহতো বিমূঢ়ান্‌।
> প্রায়েণ দেবমুনয়ঃ স্ববিমুক্তিকামা
> মৌনং চরন্তি বিজনে ন পরার্থনিষ্ঠাঃ।

নৈতান্ বিহায় কৃপণান্ বিমুমুক্ষ একো
নান্যং ত্বদন্যশরণং ভ্রমতোঽনুপশ্যে।

ভাগবত ৭,৯,৪৩-৪৪।

—'হে ভগবান, তোমার গুণগান-মহামৃত-মগ্নচিত্ত আমি, দুস্পার বৈতরণী মনে করিয়া উদ্বিগ্ন নই, সেই গুণগান-বিমুখ ইন্দ্রিয়ার্থ-মায়া সুখের জন্য ভারবহনকারী মূর্খদিগের জন্যই উদ্বিগ্ন। প্রায়ই দেবতা ও মুনিগণ স্বমুক্তিকাম হইয়া বিজনে মৌনাবলম্বন করিয়া তপস্যা করিয়া থাকেন, পরার্থনিষ্ঠ নহেন, পরের দিকে দৃষ্টি করেন না; এতগুলি কৃপাপাত্র মায়ামুক্ত ব্যক্তিদিগকে ত্যাগ করিয়া আমি একক মোক্ষ পাইতে ইচ্ছুক নহি। এই যে মনুষ্য মোহচক্রে ভ্রমণ করিতেছে ইহার ত তুমি ভিন্ন গতি দেখি না।'

প্রহ্লাদের সেই ভাবটী, তপস্বী ও সংসারী উভয়ের প্রাণ হইতেই তিরোহিত হইল। উভয়েই জগৎ ভুলিয়া স্বার্থনিষ্ঠ হইলেন।

ইহার ফল যাহা হইবার তাহা হইল। ভারতবাসী ক্রমে নির্জীব, শক্তিহীন ও মলিনচিত্ত হইতে লাগিলেন। যাঁহারা মানব-সমাজ ত্যাগ করিয়া সাধনা আরম্ভ করিলেন তাঁহাদিগের প্রায় সকলেই কর্ম্মজনিত হৃদয়-বলের অভাবে অকর্ম্মা ভিক্ষুক সম্প্রদায়ে পরিণত হইলেন। আর যাঁহারা সংসারে রহিলেন, তাঁহাদিগের প্রায় সকলেই উচ্ছৃঙ্খল হৃদয় লইয়া দ্বেষ, হিংসা, কাম, লোভাদি কুপ্রবৃত্তিগুলির দাসত্ব অবলম্বন করিলেন। এই পন্থা অনুসরণ করিতে করিতে যখন ভারতবাসিগণ যৎপরোনাস্তি নির্বীর্য্য হইয়া পড়িলেন, তখন তাঁহাদিগকে পর-পদানত হইতে

হইল। কর্ম্মের প্রতি অনাস্থা হইলে কি ফল হয়, কর্ত্তা তাহাই প্রত্যক্ষ ভাবে দেখাইয়া দিলেন। অকর্ম্মাগণ কর্ম্মানুসেবিগণের ক্রীড়াপুতুল হইয়া থাকিবে তাহাদিগের অঙ্গুলি হেলনে উঠিবে, বসিবে, চলিবে, ইহাই ভগবানের বিধি। জগন্ময় নিত্য এই তত্ত্ব প্রচারিত হইতেছে। যতদিন পুনরায় কর্ম্মের জন্য প্রস্তুত না হইব, ততদিন কোন শ্রেষ্ঠজাতির সমকক্ষ হইবার আশা নাই।

কি ব্যক্তিগত, কি জাতিগত, কি বিশ্বগত জীবন সর্ব্বত্রই একবিধ। সর্ব্বার্থসিদ্ধির একমাত্র উপায়—প্রকৃত কর্ম্মপন্থাবলম্বন এবং সর্ব্বার্থবিনাশের একমাত্র হেতু—প্রকৃত কর্ম্মপন্থা অবলম্বন করিলেই আমাদিগের জীবনের লক্ষ্য আয়ত্ত হইবে; এবং তাহা হইতে বিমুখ হইলেই লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইবে। প্রকৃত কর্ম্মপন্থা কি, তাহার আভাস পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে।

## মোক্ষসেতু।

জীবনের একমাত্র লক্ষ্য—বিশ্বময় সর্ব্বত্র সচ্চিদানন্দোপলব্ধি, সচ্চিদানন্দাবলম্বন এবং সচ্চিদানন্দ-প্রতিষ্ঠা। ইহাই মোক্ষ-সেতু। সগুণমণ্ডলে জীবের ইহাই একমাত্র আলোচ্য ও কর্ত্তব্য। নির্ব্বাণান্তে কি, তাহা কে বলিবে? টেনিসন এই সচ্চিদানন্দ-প্রতিষ্ঠাকেই **"that far-off divine event"**—'সেই চরম দৈব অনুষ্ঠান' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ভগবান সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। তিনি সংস্বরূপে তাঁহার সন্ধিনী শক্তি প্রয়োগ করিয়া জগতের সৃষ্টি করেন এবং সেই শক্তিতেই জগৎ বিধৃত রহিয়াছে; চিৎ অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপে সম্বিৎশক্তিদ্বারা

জ্ঞান প্রকাশ ও বিস্তার করেন, আনন্দস্বরূপে হ্লাদিনী শক্তিদ্বারা বিশ্বময় আনন্দ বিধান করেন। সেই সন্ধিনী শক্তিই আমাদিগের কার্য্যকরী বৃত্তি, সম্বিৎশক্তি জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তি, এবং হ্লাদিনী শক্তি চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি। দার্শনিকগণের বিভিন্ন মতানুসারে আমরা স্বয়ং সচ্চিদানন্দ বা সচ্চিদানন্দাংশু অথবা সচ্চিদানন্দকণা কিংবা সচ্চিদানন্দবিম্ব, যাহাই হই, আমাদিগের জীবন ব্যাপিয়া যে সচ্চিদানন্দলীলা চলিতেছে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কি ব্যক্তিগত জীবন, কি মানব সমাজ, কি ভূত-সমাজ সবই যে এক সচ্চিদানন্দ বিহার-ভূমি তাহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিব। ব্যক্তিগত জীবন যতই বিকাশ প্রাপ্ত হয়, ততই সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী শক্তির ক্রিয়া বাড়িতে থাকে। মানুষ বয়োবৃদ্ধি সহকারে ও শিক্ষার উন্নতির প্রভাবে কতই করে, কতই জানে, কতই সম্ভোগ করে ; এবং সমগ্র মানবসমাজ কি এই জগৎ ব্যাপিয়া যে আংশিক ভাবে ক্রমেই স্ফুটতররূপে সচ্চিদানন্দ প্রতিষ্ঠা হইতেছে, বোধ হয়, কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না ; এবং অতীত ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে মনে হয়, আমরা ইহার পূর্ণত্ব প্রাপ্তির দিকে অগ্রসর হইতেছি। নানা দেশে ও নানা অবস্থায়, উন্নতি ও অবনতির তরঙ্গে তরঙ্গে উচ্চে নীচে উঠিয়া নামিয়া প্রাচীন জ্ঞান প্রেম ও ক্রিয়াতত্ত্ব মজ্জাগত করিতে করিতে ও জগন্ময় তাহার বিস্তার সাধন করিতে করিতে অর্ব্বাচীন জ্ঞান, প্রেম ও ক্রিয়া-শক্তিবলে আমরা সচ্চিদানন্দপ্রতিষ্ঠার দিকে ধাবমান। ইহারই নিদর্শন :—সিকাগোর সর্ব্বসাম্প্রদায়িক ধর্ম্মমহাসমিতি, হেগের

আন্তর্জ্জাতিক বিবাদমীমাংসক মধ্যস্থধর্ম্মাধিকরণ এবং নবপ্রতিষ্ঠিত সার্ব্বভৌমিক জাতি-মহাসমিতি। পুরাকালে যাহারা বিজাতীয় দ্বেষবশবর্ত্তী হইয়া একে অপরকে কত অত্যাচার কত উৎপীড়ন করিয়াছে, আজ তাহারা বিশ্বপ্রেমবন্ধনে সম্বদ্ধ হইয়া সিকাগোর মহামিলনমঞ্চে এক আসনে অধিষ্ঠিত। বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণ কেমন আদরে পরস্পরের সম্বর্দ্ধনা করিলেন। শত বৎসর পূর্ব্বে এই অপূর্ব্ব সম্মিলন কেহ স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই।

যদিও হেগ মধ্যস্থধর্ম্মাধিকরণ গণ্ডীনিবদ্ধ ও এখনও আন্তর্জ্জাতিক বিসম্বাদের উল্লেখযোগ্য কিছুই উপশম করিতে পারেন নাই, যদিও আজিও রণদাবানলে নানা দেশ ভস্মীভূত হইতেছে, কিন্তু এই জাতীয় ধর্ম্মাধিকরণ যে একদিন শান্তিবারি বর্ষণ করিয়া অন্ততঃ অনেক পরিমাণে এই দাবানল নির্ব্বাপিত করিবে, ইহা নিঃসন্দেহ। পৃথিবীর গতি তদভিমুখিনী হইয়াছে বলিয়াই এই ধর্ম্মাধিকরণের সৃষ্টি হইয়াছে। যে রাষ্ট্র সম্মিলনীতে ইহার পত্তন হয়, রুসিয়াধিপতি তাহাতে বলিয়াছিলেন—"যে রাষ্ট্রসমূহ বাদবিসম্বাদের উপরে জগন্ময় শান্তির জয়জয়কার স্থাপনপ্রয়াসী তাঁহাদিগের উদ্যম এই শক্তিমৎকেন্দ্রে কেন্দ্রীভূত হইবে।" বাস্তবিকও তাহা হইবেই। কবি যে ভুবনমিলন Federation of the World কল্পনার দিব্যচক্ষে দেখিয়াছেন, তাহা একদিন, যে অন্তত বিশিষ্টপ্রমাণে সংঘটিত হইবে, হেগ-ধর্ম্মাধিকরণ তাহারই পূর্ব্বাভাস দেখাইতেছেন।

সার্ব্বভৌমিক জাতিমহাসমিতিও তাহারই সূচনা করিতেছে।

মানি, গৌরকৃষ্ণ বর্ণবিভেদ আজিও ভীষণ উৎপাত ঘটাইতেছে। মানি, সাম্যমৈত্রীধ্বজী সভ্যতাভিমানী কোন কোন জাতি বর্ণগত বিদ্বেষাগ্নিতে বহু-আয়াসার্জ্জিত গুণসমূহ আহুতি দিতেছেন। এই দারুণাবেষ্টন সত্ত্বেও যে এই সমিতির অধিবেশন হইয়াছে, ইহাই ভবিষ্যমিলনের সূত্রপাত। সাম্যমৈত্র্যাধিপতি ভাঙ্গিয়া গড়িয়া কর্ম্মানুযায়ী ফল দেখাইয়া মহামিলনের হাট বসাইবেন।

আজ জগতের সীমান্ত—পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ—তাড়িৎ বার্ত্তাবহ,বাষ্পীয়-যান এবং চিন্তা, ভাব ও ক্রিয়ার বিনিময় দ্বারা আধ্যাত্মিক, বৈজ্ঞানিক, নৈতিক, ব্যবহারিক, বাণিজ্যিক নানাবিষয়ে পরস্পর সম্বদ্ধ। মাত্র খাদ্যের জন্যও অনেক জাতির পরস্পর সম্মিলিত হইতে হইতেছে। ব্রিটন যদি অপরদেশ হইতে খাদ্য সংগ্রহ করিতে না পারেন, তাহা হইলে তাঁহার অন্নসংস্থানের উপায় থাকে না। জর্ম্মণি এক বৎসরে শত কোটি টাকার ঊর্দ্ধ, ফরাসী অশীতি কোটির ঊর্দ্ধ, আমেরিকাও শত কোটির ঊর্দ্ধ মূল্যের খাদ্য অপর দেশ হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। মহাত্মা কার্ণেগী ইহা দেখাইয়া এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন—"Nations feed each other. A Noble ideal present itself for the future of man —no nation labouring solely for itself, but all for each other, thus becoming a brotherhood under the reign of peace."—বিভিন্ন জাতি পরস্পরের আহার যোগাইতেছেন। ইহা দ্বারা মনুষ্যের ভবিষ্যত সম্বন্ধে এক মহান্ আদর্শ উপস্থিত হইতেছে—অর্থাৎ কোন জাতির মাত্র নিজের

জন্যই পরিশ্রম না করিয়া, সকলেরই পরস্পরের জন্য পরিশ্রম করিতে করিতে শান্তির আশ্রয়ে এক ভ্রাতৃসম্মিলনীতে পরিণত হইতেছেন।' পূর্ব্বোক্ত বিবিধ সম্বন্ধবলে নানা বাদবিসম্বাদ বিরোধ সত্ত্বেও ভুবনব্যাপী জ্ঞান, প্রীতি ও সামর্থ্যের যে ক্রমোন্নতি-বিধান হইতেছে, তাহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন।

শতাব্দীর পর শতাব্দী যত চলিয়া যাইতেছে, ততই পৃথিবী নূতন করিতে, নূতন জানিতে, নূতন ভুঞ্জিতে অগ্রসর হইতেছে। এই ব্যাপারে আমরা ব্যক্তিগত ও জাতিগত জীবনে পরস্পর সহায়।

## আত্মার বৈঠক।

সকলের মধ্যে এক শক্তি ক্রিয়া করিতেছে বলিয়াই আমরা পরস্পরের ক্রিয়া, জ্ঞান ও আনন্দ বুঝি এবং তাহার সহায় হই। এই তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়াই ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্বদর্শী এক মহাপণ্ডিত বলিয়াছেন :—

"I am owner of the sphere,
Of the seven stars and the solar year,
Of the Cæsar's hand and Plato's brain
Of Lord Christ's heart and Shakespeare's strain.

"আমি লোকাধিপতি, সপ্তনক্ষত্রলোক সৌরবর্ষাধিপতি আমি, সীজারের হস্ত, প্লেটোর মস্তিষ্ক, প্রভু খ্রীষ্টের হৃদয়, সেক্ষপিয়রের সঙ্গীত—সকলই আমার।'

সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব ও আমার অন্তর্নিহিত তত্ত্ব এক না হইলে ব্রহ্মাণ্ড-রহস্য ভেদ করিতে কখনই অগ্রসর হইতে পারিতাম না। আমার ভিতরে দক্ষতার আভাস না থাকিলে তখনই কর্ম্মবীর সীজারের দক্ষতা ধারণ করিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইতাম না। আজ যে নেপোলিয়নের বীরত্ব কাহিনী পাঠ করিতে করিতে বারংবার জয়ধ্বনি করিয়া উঠি, তাহার এক মাত্র হেতু এই যে, আমার ভিতরেও নেপোলিয়নের সন্ধিনী-তত্ত্ব লুক্কায়িত রহিয়াছে। প্লেটোর সম্বিৎশক্তি আমার ভিতরেও ক্রিয়া করিতেছে বলিয়া আমি তাঁহার দার্শনিক গভীর চিন্তা আয়ত্ত করিতে সক্ষম হই। খৃষ্টের হৃদয়ের ছায়া আমাতেও আছে, তাই আমি তাঁহার মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। আমার প্রাণের ভিতরে সেক্ষপিয়রের কাব্যসঙ্গীতের সুর না বাজিলে কিছুতেই তাঁহার কাব্যমাধুরী আস্বাদন করিতে সক্ষম হইতাম না। নক্ষত্রলোক এবং সৌরজগৎ ও বর্গের অধিকারী যে আমি, তাহা একটু নির্জ্জনে প্রাণের ভিতরে প্রবেশ করিলেই বুঝিতে পারিব। কেবল নক্ষত্রলোক ও সৌরজগৎ বলি কেন? যাহা প্রকৃত 'আমি' তাহা দেশ ও কালের অতীত। এমার্সন বলিয়াছেন :—"Before the great revelations of the Soul Time, Space and Nature shrink away."—'আত্মার মহাপ্রকাশ যেখানে, দেশ, কাল, প্রকৃতি তিরোহিত সেখানে।' তাহা না হইলে ঔপনিষদিক ঋষি, প্লেটো, সেক্ষপিয়র, কৃষ্ণ, অর্জ্জুন—ইঁহাদিগের সঙ্গলাভ করি কি করিয়া? যখন ইঁহাদিগকে লইয়া বসি, তখন দেশ ও কালের বিভেদ কি

মনে থাকে ? আত্মার নৈঠকে দেশ ও কাল উড়িয়া যায়।

ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে হেরম্বচন্দ্র চক্রবর্ত্তী নামে একটি অতি মনোহর-চরিত্র ছাত্র ছিলেন। তাঁহার দৈনন্দিন লিপিতে একদিন দেখিলাম, তিনি বরিশালের নদীতীরের শোভা বর্ণনা করিতে করিতে লিখিয়াছেন :—"যাইতে যাইতে পুলের উপরে যাইয়া বসিলাম, বসিয়া বসিয়া বিশ্বপতির অপূর্ব্ব শোভা-ময় সৃষ্টি দেখিতে লাগিলাম। কত কি ভাব মনে আসিল, তন্মধ্যে বিস্তারের ভাবটিই নূতন। তারাগুলির দিকে চাহিয়া চাহিয়া কোন কোন মুহূর্ত্তে মনে হইতেছিল, আমি যেন পৃথিবী ছাড়িয়া আকাশে যাইয়া এত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছি যে, এক সময়ে অনেকগুলি নক্ষত্রে উপস্থিত থাকিতে পারি। ঐ বিশা-লত্বের সহিত আমার তুলনা করিতে গিয়া আমি আমার অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাই না।" এই যুবকটি প্রকৃত "আমি" কি তাহা কথঞ্চিৎ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। কীট্‌স্ এই তত্ত্ব অনুভব করিয়া বলিয়াছিলেন :—"I feel more and more every day, as my imagination strengthens, that I do not live in this world alone, but in a thousand worlds" —'আমার কল্পনার শক্তি যতই বাড়িতেছে, ততই দিন দিন হৃদয়ে এই ভাবের বৃদ্ধি হইতেছে যে আমি কেবল এই জগতের জীব নহি, আরও সহস্র সহস্র জগতে বসতি করিতেছি।' প্রকৃত 'আমি' সত্যই বিশ্বজোড়া। একটি কথা আছে, "যা আছে ব্রহ্মাণ্ডে, তা আছে ভাণ্ডে" এই প্রবচনটি 'আমার' বিস্তৃতি পরিচায়ক।

আমরা যে সামান্য গণ্ডীবদ্ধ জীব নহি, তাহা আমাদিগের জ্ঞান, প্রেম, সামর্থ্যের আটকবোধেই প্রমাণিত হইতেছে। যতটুকু জানিয়াছি, কিছুতেই তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারি না, যত জানি তত জানি না, আরও জানিবার জন্য পাগল হই, যত চিন্তা করি ততই চিন্তার উৎস খুলিয়া যায়, ভাবিতে ভাবিতে কত কত নূতন বিষয় হঠাৎ মস্তিষ্কে উদয় হয়, কথা কহিতে কহিতে হঠাৎ অজ্ঞাতপূর্ব্ব কত তত্ত্ব আপনা হইতে অন্তরে প্রকটিত হয়। রবার্ট ব্রাউনিং এই রহস্যের ভিতরে প্রবেশ করিতে করিতে লিখিয়াছেন :—

"Truth is within ourselves ; it takes no rise
From outward things, whate'er you may believe :
There is an inmost centre in us all,
Where Truth abides in fullness ; and around
Wall upon wall, the gross flesh hems it in,
This perfect, clear conception—which is Truth ;
A baffling and perverting carnal mesh
Blinds it and makes all error and 'to know'
Rather consists in opening out a way
Whence the imprison'd splendour may escape,
Than in effecting entry for a light
Supposed to be without. Watch narrowly
The demonstration of a truth, its birth,
And you trace back the effluence to its spring

And source within us where broods radiance vast
To be elicited ray by ray, as chance shall favour."

'সত্য আমাদিগের ভিতরে; তুমি যাহাই মনে করনা কেন, বাহিরের কোন পদার্থ হইতে ইহা উদ্ভূত হয় না; আমাদিগের প্রত্যেকের অন্তস্থলে সত্য পূর্ণভাবে বিরাজমান; এই পূর্ণ পরিষ্কার জ্ঞান, যাহা সত্য নামে অভিহিত, প্রাচীরের পর প্রাচীরের ন্যায় স্থূল রক্তমাংস ইহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। এই বুদ্ধিনাশক দৈহিক মায়াজাল জ্ঞানকে আবৃত করিয়া সমস্ত ভ্রম উৎপাদন করে। জ্ঞানার্জ্জনের উপায়—বাহির হইতে ভিতরে আলোক প্রবেশ করান নহে, দেহব্যূহ ভেদ করিয়া ভিতরের অপ্রকট জ্যোতিঃ প্রকাশের পন্থা উদ্ভাবনাই তাহার উপায়। কোন সত্যনির্দ্ধারণ, কি তাহার উদ্ভব বিশেষভাবে পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাইবে যে, আমাদিগের অন্তরে প্রভূত জ্যোতির আধার যে উৎস রহিয়াছে, তাহা হইতেই ইহা নিশ্চ্যুত হইতেছে, তাহা হইতেই দৈবাৎ এক একটি রশ্মি প্রকটিত হয়।

পঞ্চকোষ আত্মাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে, তাহা হইতেই অনর্থের উৎপত্তি; তাহা ভেদ করিলেই আত্মার জ্যোতিঃ প্রকাশ পায়। এমার্সন বলিতেছেন :—

"With each divine impulse the mind rends the thin rinds of the visible and finite and comes out into infinity."—'প্রত্যেক দিব্যভাবের প্রবর্ত্তনায় মন

দৃষ্টির বিষয়ীভূত সসীমের কোষ ভেদ করিয়া অসীমে উপস্থিত হয়।'

আমাদিগের অন্তরে যেমন জ্ঞানের অনন্ত প্রস্রবণ, তেমনি প্রেমেরও অনন্ত নির্ঝর। যত বালবাসি ততই যেন ভালবাসিতে উন্মত্ত হই; কেহ বলিতে পারিল না 'আমি ভালবাসার পরাকাষ্ঠা কাহাকে বলে বুঝিয়াছি,' ভালবাসার যেন এক অসীম সাগর আমাদিগের ভিতরে প্রসারিত, তাহার কূল কিনারা পাই না। ভালবাসা যত বিলাও ততই তাহার বৃদ্ধি, অনন্তত্বের ত ইহাই লক্ষণ। শেলী বলিতেছেন :—

"If you divide suffering or dross, you may Diminish till it is consumed away;

If you divide pleasure and love and thought, each part exceeds the whole."

—'যদি তুমি দুঃখ, আবর্জ্জনা ভাগ কর, হ্রাস করিতে করিতে তাহা একেবারে নাশ করিতে পারিবে; কিন্তু আনন্দ প্রেম এবং চিন্তা ভাগ করিতে গেলে দেখিবে—প্রত্যেক ভাগ সমষ্টি হইতে বড় হইয়াছে!'

প্রথমে কিঞ্চিৎ প্রেম লইয়া ভালবাসিতে আরম্ভ করিলে দেখিবে, যত অধিক জীবে অধিক পরিমাণে ভালবাসা গড়াইবে তত তোমার প্রেমের মূলধন বৃদ্ধি হইতে থাকিবে; যত বিলাইবে ততই বাড়িবে। জ্ঞান সম্বন্ধেও তাহাই। ইহা দ্বারা ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের জীবনবেদের গণিত প্রমাণিত হয়:—তিন হইতে সাত গেলে দশ থাকে বাকী।

সামর্থ্য সম্বন্ধেও দেখিতে পাই, যত করি ততই মনে হয় আরও যেন কত নূতন ক্রিয়া করিতে পারি। পৃথিবী এত প্রাচীনা হইয়াছে তবু যেন ক্রিয়াকাণ্ডের আরম্ভ বই নয়। টেনিসন গাহিতেছেন :—

"We are Ancients of the earth
And in the morning of the times"

—'আমরা এই পৃথিবীতে প্রাচীন বটে, অনেক কাল আসিয়াছি, কিন্তু যুগযুগান্তের মাত্র এই যেন প্রভাত দেখিতেছি।'

বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়ার যতই উন্নতি হইতেছে ততই প্রতীতি হইতেছে, আরও কত ভাণ্ডারে সঞ্চিত রহিয়াছে, যত তুলিবে তত পাইবে। সাঁতো ডুমোঁ, মারকোনি, এডিসন, জগদীশ চন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র জাতীয় ব্যক্তিগণ এই ক্রিয়া-সাগরে যত ডুবিতেছেন ততই রত্ন তুলিতেছেন। কত দেখিলাম, তবু মনে হয় আরম্ভ বই নয়।

আবার এদিকে দেখিতে পাই, এই চক্ষু কত দেখে তবুও তৃপ্ত হয় না, আর যাহা দেখি তাহার পক্ষেই কি দুটি চক্ষু যথেষ্ট? আকাশের অসংখ্য তারকাবলী বসুন্ধরার নানা স্থানের বিচিত্র শোভা দেখিতে দেখিতে মনে হয় না কি—সহস্রাক্ষ হইতাম, অসংখ্যাক্ষ হইতাম, তবে বুঝি সাধ মিটিত? ঐ যে সম্মুখে আকাশটা নামিয়া দৃষ্টির অবরোধ করিতেছে, ক্রমাগত ইচ্ছা হয় না কি—ওটাকে তুলিয়া ফেলি, ওর অপর দিকে কি আছে দেখিয়া লই? জ্ঞানচর্চ্চা করিতে করিতে মনে হয় নাকি —একটা মাথায় কুলোয় কই? সহস্রশীর্ষা, অনন্তশীর্ষা হইতাম!

আমরা যে সেই 'সহস্রশীর্ষা, সহস্রাক্ষ, সহস্রপাৎ পুরুষের' সন্তান। আমাদিগের মানসিক বৃত্তিগুলি ও ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলি কেবলই এই পৃথিবীতে আটকবোধ করে। আমরা যেন এখানে আমাদিগের বৃত্তিগুলির অবারিত প্রসার পাইতেছি না। মনে হয় সাগরের জীব কূপে আবদ্ধ হইয়া আছি। দেশ সম্বন্ধে দূর দূরান্তর অসীমের প্রার্থী, কাল সম্বন্ধেও তাহাই। অতীতে তুমি কতদূর যাইবে যাও, সহস্র সহস্র শতাব্দী পার হইয়া যাও, দেখিবে তোমার দৃষ্টি আরও যেন কোথায় যাইতে চায়; ভবিষ্যতেও সেইরূপ, সহস্র সহস্র শতাব্দী ভবিষ্য দৃষ্টিতে দেখিয়া কি তুমি তৃপ্ত হইতে পার? পশ্চাদ্দিকেও অনন্ত অতৃপ্তি, সম্মুখেও অনন্ত অতৃপ্তি। তাই দিগন্তবিস্তৃত মহাসাগর দেখিয়া আমাদিগের প্রাণ উথলিয়া উঠে। সাগরসখা কবি চিত্তরঞ্জন এই অতৃপ্তি অনুভব করিয়াই সমুদ্রসম্বোধনে বলিতেছেন :—

"এ পার ও পার করি, পারি না ত আর!
আজ মোরে লয়ে যাও অপারে তোমার।
পরাণ ভাসিয়া গেছে কূল নাহি পাই,
তোমার অকূল বিনা কোথা তার ঠাঁই।"

আমরা এপারও চাই না, ওপারও চাই না, অপার চাই, অকূল চাই। অতীত ও ভবিষ্যৎ দুই দিকেই দেশ ও কালের অনন্তসার ভিন্ন আমরা কিছুতেই সন্তুষ্ট হইতে পারি না। কার্লাইল ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াই বলিয়াছিলেন :—"Man is a visible mystery walking between two eternities and two infinitudes," 'মানুষ দুই অনন্ত কাল ও দুই অনন্ত দেশের

মধ্যস্থলে একটী ভ্রমণশীল দৃশ্যমান রহস্য।' 'ভ্রমণশীল, অর্থাৎ জন্ম হইতে মৃত্যু অবধি চলিতেছে। সকলেই দেখি কিন্তু তত্ত্ব কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারি না, তাই দৃশ্যমান রহস্য।

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।

অব্যক্তনিধনান্যেব—"

ভগবদ্গীতা ২, ২৮।

'—আদি জানিতে পাই না, শেষও জানিতে পাই না।'

এ জগতে যেন এই অনন্ত প্রসারের মধ্যে কেবলই কে আটক উপস্থিত করিতেছে। যখন এই আটকবোধ হইতে মুক্ত হই, তখনই আপনস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হই। দেহেতে আত্মবুদ্ধির বিরাম যখন, আটকবোধ শেষ তখন।

যদি দেহং পৃথককৃত্য চিদি বিশ্রাম্য তিষ্ঠসি।

অধুনৈব সুখী শান্তো বন্ধমুক্তো ভবিষ্যসি॥

অষ্টাবক্রসংহিতা।

—'যদি দেহ পৃথক করিয়া চিতে বিশ্রাম করিতে পার, এখনই, এই মুহূর্ত্তেই সুখী, শান্ত ও বন্ধমুক্ত হইবে।'

চিত্তের মূলধর্ম্মই অসীমত্ব। দার্শনিক পুঙ্গব হেগেল বলিতেছেন :—

**It is speaking rightly, the very essence of thought to be infinite. The nominal explanation of calling a thing finite is that it has an end, that it exists up to a certain point only, where it comes into contact with and is limited by its other.**

The finite therefore subsists in reference to its other, which is its negation and presents itself as its limit. Now, thought is always in its own sphere, its-relations are with itself and it is its own object, in having a thought for object, I am at home with myself. The thinking power, the 'I' is therefore infinite, because when it thinks, it is in relation to an object which is itself. Generally speaking, an object means a something else, a negative confronting me. But in the case where thought thinks itself, it has an object which is at the same time no object, in other words, its objectivity is suppressed and transformed into an idea. Thought, as thought, therefore in its unmixed nature involves no limits; it is finite only when it keeps to limited categories which it belives to be ultimate."

সত্য বলিতে গেলে চিতের মূলধর্ম্মই অসীমত্ব। কোন পদার্থ সসীম বলিলে বুঝায়, তাহার শেষ আছে, যে স্থলে তদিতর বস্তুর সহিত সংস্পৃষ্ট হইয়া প্রতিবদ্ধ হয়, সেইখানেই তাহার অন্ত। সসীম পদার্থ তদিতর পদার্থের সহিত সম্বন্ধ এবং তদ্দারা নিরাকৃত ও সীমাগত হয়। চিৎ স্বলোকে অবস্থিত, তাহার সম্বন্ধ নিজের সঙ্গে; আপনিই আপনার চিন্তার বিষয়; যখন চিৎই

বিষয়ী ও চিৎই বিষয়; তখন আমি আমাতে অবস্থিত। চিৎ যখন চিতেরই বিষয় তখন চিচ্ছক্তি অর্থাৎ 'আমি' অসীম, কাহারও দ্বারা নিরাকৃত ও সীমাবদ্ধ নহে। চিন্তার বিষয় বলিতে সাধারণত অনাত্ম কিছু বুঝায়, যাহা 'আমি' নহি, যাহা আত্মা নহে। সসীম অনাত্মচিন্তায় চিৎ সসীম বলিয়া প্রতিভাত হয়, কিন্তু অনাত্ম সম্বন্ধমুক্ত চিৎ স্বপ্রকৃতি বলে অসীম।'

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার সহধর্ম্মিণী ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ীকে এই আত্মতত্ত্বের উপদেশ দিয়াছিলেন :—

"যত্র হি দ্বৈতমিতি ভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি তদিতর ইতরং জিঘ্রতি তদিতর ইতরং রসয়তে তদিতর ইতরমভিবদতি তদিতর ইতরং শৃণোতি তদিতর ইতরং মনুতে তদিতর ইতরং স্পৃশতি তদিতর ইতরং বিজানাতি। যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূত্তৎ কেন কং পশ্যেত্তৎ কেন কং জিঘ্রেত্তৎ কেন কং রসয়েত্তৎ কেন কমভিবদেত্তৎ কেন কং শৃণুয়াত্তৎ কেন কং মন্বীত তৎ কেন কং স্পৃশেত্তৎ কেন কং বিজানীয়াদ্‌যেনেদং সর্ব্বং বিজানাতি তং কেন বিজানীয়াৎ ?"

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ৪, ৫,১৫।

—'যে স্থলে দ্বৈতভাব থাকে তথায় একে অপরকে দর্শন করে, একে অপরের ঘ্রাণ লয়, একে অপরকে আস্বাদন করে, একে অপরের সহিত কথা কহে, একে অপরের বাক্য শ্রবণ করে, একে অপরকে মনন করে, একে অপরকে স্পর্শ করে, একে অপরকে জানে। আর যে স্থলে সমস্তই আত্মা হইয়া গিয়াছে, আত্মা ভিন্ন কিছুই নাই, সেস্থলে কে কাহাকে দর্শন করে,

কে কাহার ঘ্রাণ লয়, কে কাহাকে আস্বাদন করে, কে কাহার সহিত কথা কহে, কে কাহার বাক্য শ্রবণ করে, কে কাহাকে জানে? যাঁহা দ্বারা এই সমস্ত জ্ঞাত হওয়া যায়, তাঁহাকে কিরূপে জানিবে?'

যিনি নির্জ্জনে একটু স্থির হইতে শিখিয়াছেন, তিনিই জানেন যে সময়ে সময়ে আমরা আমাদিগের স্বীয় শরীর ও চতুষ্পার্শ্বস্থ জগৎ একেবারে ভুলিয়া যাইতে পারি। কিঞ্চিৎকাল স্থির হইয়া বসিলে প্রথমে বাহ্যজগৎ, পরে আপনার হস্ত, পদ, অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ দূর হইতে থাকে, তৎপরে ধীরে ধীরে চিন্তাপ্রবাহ পর্য্যন্ত অবরুদ্ধ হয়। দ্বৈত চলিয়া যায়, আত্মপর থাকে না। এই অবস্থা স্মরণ করিয়াই নারদ বলিয়াছেন :—"নাপশ্যমুভয়ং মুনে।" 'হে মুনি (ব্যাসদেব), তখন আর দুই দেখিতে পাইলাম না।' সমস্ত ভুলিয়া গেলে একটি অনির্ব্বনীয় ভাবের আগম হয়। সসীম ছাড়িয়া অসীমে উপনীত হইলে যে ভাব হয়, সেই ভাব। যিনি যখন এইরূপ ভাবে আবিষ্ট হইয়াছেন, তিনি যদি তখন বিদেহ না হইয়া আপনার ভাব ব্যক্ত করিতে পারিতেন, তাহা হইলে আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে বলিতেন :—

ক্ব গতং কেন বা নীতং কুত্র লীনমিদং জগৎ।
অধুনৈব ময়া দৃষ্টং নাস্তি কিং মহদ্ভুতম্॥

বিবেকচূড়ামণি। ৪৮৫

'এই জগৎ কোথায় গেল, কে সরাইয়া নিল, কোথায় লয়প্রাপ্ত হইল? আমি ত এইমাত্র ইহা দেখিতেছিলাম, এখন ত নাই, কি মহাশ্চর্য্য ব্যাপার!

বুদ্ধির্বিনষ্টা গলিতা প্রবৃত্তি ব্রহ্মাত্মনোরেকতয়াধিগত্যা।
ইদং ন জানেঽপ্যনিদং ন জানে কিম্বা কিয়দ্বা সুখমস্ত্য পারম্॥
বিবেকচূড়ামণি, ৪৮৩।

—'ব্রহ্ম ও জীবের একত্ব অনুভব করায় আমার বুদ্ধি লয়প্রাপ্ত হইয়াছে (বুদ্ধির অতীত স্থানে উপস্থিত হইয়াছি), সংসার-প্রবৃত্তি নাশ পাইয়াছে, এখন এই জগৎও জানি না, জগতের বাহির যাহা তাহাও জানি না, ইহাতে কি যে সুখ এবং ইহার শেষে কি সুখ তাহাও জানি না।'

বাচা বক্তুমশক্যমেব মনসা মন্তুং ন বাস্বাদ্যতে
স্বানন্দামৃতপূরপূরিতপরব্রহ্মাম্বুধের্বৈভবম্।
অম্ভোরাশিবিশীর্ণবার্ষিকশিলাভাবং ভজন্মে মনো
যস্যাংশাংশলবে বিলীনমধুনানন্দাত্মনা নির্বৃতম্॥
ঐ, ৪৮৪।

—'জলরাশিতে বর্ষাকালীন শিলা পতিত হইয়া যেরূপ তাহাতেই বিলীন হইয়া যায়, আমার মনও তদ্রূপ যে সাগরের অংশাংশ-কণার মধ্যে বিলীন হইয়া আনন্দময় হইয়া গিয়াছে, সেই স্বীয় আনন্দামৃত প্রবাহপরিপূর্ণ ব্রহ্মসাগরের বৈভব আমি বাক্য দ্বারা প্রকাশ করিতে কিংবা মনের দ্বারা চিন্তা করিতে অথবা তাহার আস্বাদ বুঝিতে নিতান্তই অক্ষম।'

কিং হেয়ং কিমুপাদেয়ং কিমন্যং কিং বিলক্ষণম্
অখণ্ডানন্দপীযুষপূর্ণে ব্রহ্মার্ণবে॥
ন কিঞ্চিদত্র পশ্যামি ন শৃণোমি ন বেদ্ম্যহম্
স্বাত্মনৈব সদানন্দরূপেণাস্মি বিলক্ষণঃ॥
ঐ, ৪৮৭।

"অখণ্ডানন্দপীযূষপূর্ণ মহার্ণবে নিমগ্ন হইয়া হেয় কি, উপাদেয় কি, সামান্য কাহাকে বলে, অসামান্য বলিতে কি বুঝায়, ইহার কিছুই দেখি না, শুনি না; বুঝি না, একমাত্র আপন আত্মাতে সদানন্দরূপে বিলক্ষিত হইয়া আছি।

আনন্দে সমস্ত একাকার হইয়াছে। বাস্তবিকই এইরূপ ভাবাবেশের সময়ে যে আনন্দপ্লাবনে শরীর, মন, বুদ্ধি, চরাচর বিশ্ব সমস্ত ডুবিয়া যায় তাহার তুলনা এ জগতে কোথায়? আবার যখন শরীরের, মনের অস্তিত্ব-জ্ঞান হইতে থাকে তখন কষ্ট হয়, হাত খানি, পা খানি, নাড়িতে ইচ্ছা হয় না। পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গম মুক্তাকাশে বিচরণ করিয়া যেমন পুনরায় পিঞ্জরে প্রবেশ করিতে কষ্টবোধ করে তেমনি কষ্ট বোধ হয়।

ওয়র্ড্স্ওয়ার্থ জগতের শোভা দেখিতে দেখিতে ও টেনিসন্ আপন নাম জপ করিতে করিতে ইহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। ওয়র্ড্স্ওয়র্থ ওয়াই নদীতীরের শোভা দেখিতে দেখিতে যে দিব্যভাব অনুভব করিয়াছেন তাহা বর্ণনা করিতেছেন:—

"That blessed mood,
In which the burthen of the mystery,
In which the heavy and the weary weight
Of all this unintelligible world
Is lightened:—that serene and blessed mood,
In which the affections gently lead us on,—
Until the breath of this corporeal frame
And even the motion of our human blood

Almost suspended, we are laid asleep
In body and become a living soul."

—'সেই নিস্তরঙ্গ দিব্যভাব, যাহার আগমে বিশ্বরহস্য ভেদ করিবার, এই দুর্ব্বোধ্য পৃথিবীর সারতত্ত্ব শিখিবার অক্ষমতা লঘু হইয়া যায়, হৃদয়ের মধুর বৃত্তিগুলি ক্রমে ধীরভাবে এমন অবস্থায় উপনীত করে যে দেহের শ্বাস, এমন কি রক্তের গতি অবধি রুদ্ধ হইয়া আসে, দেহ সম্বন্ধে নিদ্রিত হইয়া পড়ি, দেহের জ্ঞান লোপ পায়, আত্মা জাগ্রত জীবন্তভাব ধারণ করে।'

টেনিসন্ বলিতেছেন :—

More than once when I
Sat all alone, revolving in myself,
The word that is the symbol of myself,
The mortal limit of the Self was loosed,
And Passed into the Nameless, as a cloud
Melts into Heaven. I touched my limbs, the limbs
were strange, not mine—and yet no
shade of doubt
But utter clearness, and thro' loss of Self
The gain of such large life as match'd with ours
Were Sun to spark—unshadowable in words,
Themselves but shadows of a shadow-world.

—'একাধিকবার একাকী নির্জ্জনে বসিয়া আমার আমিত্ব পরিচায়ক যে বাক্যটি (অর্থাৎ আমার নাম) জপ ও চিন্তা করিতে

করিতে দেখিয়াছি যে আমার দৈহিক বন্ধন খুলিয়া গেল, আকাশে যেমন মেঘ মিশাইয়া যায়, তেমনি আমার আমিত্ব আমাভীতের মধ্যে মিশাইয়া গেল ; তখন দেহাঙ্গ স্পর্শ করিয়া মনে হইল—একি ইহা ত আমার নয়। কিন্তু সন্দেহের লেশও নাই, সমস্ত পরিষ্কার দেখিতেছি—আমার আমিত্ব ঘুচিয়া গিয়া জীবনের এমন বিস্তারলাভ করিয়াছি যে তাহার সঙ্গে এ জীবন তুলনা করিলে সূর্য্যের সম্মুখে একটিমাত্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যেমন, তেমনি মনে হয় ; সে ভাব বাক্যে প্রকাশ করা যায় না, বাক্য ত ছায়াময় পৃথিবীর ছায়া মাত্র।

অয়মেবাহমিত্যস্মিন্ সঙ্কোচে বিলয়ং গতে।
সমস্তভুবনব্যাপী বিস্তার উপজায়তে ॥

যোগবাশিষ্ঠ। মোক্ষ। উপসর্গ ২১,৪।

'এই শরীরই আমি' এইরূপ সঙ্কোচ—ক্ষুদ্রায়তন জ্ঞান-লয়প্রাপ্ত হইলেই সমস্ত ভুবনব্যাপী বিস্তার উপলব্ধি হয়।'

ইহারই উন্মেষে চন্দ্রশেখরশিখরবিহারি কবি শশাঙ্কমোহন আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে গাহিতেছেন :—

"খোল দ্বার, খোল দ্বার, জাগিয়াছি আমি।
এমনো সময় হয়, যখন মানব
আপনারে সূর্য্য বলি করে অনুভব—
সমস্ত জগৎখানি পদ্মকলি সম
ফুটিছে তাহারে চাহি ; ফুটে আর টুটে ;
নব নব মূর্ত্তি পরি দেখা দেয় পুনঃ
বুদ্বুদ প্রপঞ্চ যেন ভূমার সাগরে।

অরূপ সে নিত্য সত্য! সে মূহুর্ত্ত আজি
জীবনে এসেছে মম। এ বিশ্বের পানে
চাহিতে চাহিতে, বিশ্বে গিয়া মিলাইয়া
আপনার মাঝে আমি গেছি হারাইয়া।”

ইহাই আত্মপ্রতিষ্ঠা অথবা সচ্চিদানন্দ প্রতিষ্ঠার আভাস।

## পাকা আমি ও কাঁচা আমি

আত্মা সচ্চিদানন্দস্বরূপ; অহং নহে। আত্মা বিশ্বব্যাপী, বিরাট; অহং সঙ্কীর্ণ, গণ্ডীবদ্ধ। আত্মা রক্তমাংসাতীত বিশ্বজনীনবিধিপ্রমোদী, অহং রক্তমাংসসংশ্লিষ্ট সংসারসেবী। আত্মা তোমার, আমার, জগতের মঙ্গল এক বলিয়া জানে; অহং স্বগৃহের ক্ষুদ্র অবকাশের মধ্যে সহস্রবিধ পার্থক্য দর্শন করে। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ভাষায় 'অহং'—কাঁচা আমি; 'আত্মা' —'পাকা আমি'। 'পাকা আমি' দেখেন সেই

একোঽবর্ণো বহুধাশক্তিযোগাদবর্ণাননেকান্
নিহিতার্থো দধাতি। শ্বেতাশ্বতর। ৪।১

'এক, বর্ণহীন, প্রয়োজন অনুসারে বিবিধ শক্তিযোগে অনেকবর্ণ ধারণ করেন।'

ব্রহ্মাণ্ডময় এক ভূমার বিচিত্রলীলা।: তিনি দেখেন সর্ব্বভূতের অন্তস্থলে এক শক্তি, এক প্রবাহ। বিজ্ঞান ইহাই প্রমাণ করিতেছে। এক মহাপণ্ডিত লিখিয়াছেন:—যে বিধি অনুসারে প্রস্তরখণ্ড ভূমিতলে পতিত হয়, সেই বিধি অনুসারেই চন্দ্র পৃথিবীর দিকে আকৃষ্ট হন। সূর্য্যের রশ্মিবিশ্লেষণ দ্বারা প্রকাশ

পাইতেছে যে, পৃথিবীতে যে সকল ধাতু ও বাষ্প বিদ্যমান, সূর্য্যেতেও তাহাই বর্ত্তমান ; এমন কি অতিদূরবর্ত্তী স্থির নক্ষত্র-পুঞ্জ, শুক্লপটল এবং ধূম্রবর্ণ ধূমকেতু ও তাহাই প্রকাশ করিতেছে। আমাদিগের সৌর জাগতিক গ্রহগণ যে নিয়মে নিয়মিত, বিশেষ নিরীক্ষণের ফলে দেখিতে পাই, যুগ্মনক্ষত্ররাজিও একে অপরকে বেষ্টন করিয়া সেই নিয়মে ভ্রাম্যমান। সুতরাং সিদ্ধান্ত হইতেছে যে এই পৃথিবীময় যে একতা অনুভব করি, পৃথিবীর বাহিরেও তাহাই বিরাজমান। বিজ্ঞানের গবেষণা ইহাই প্রমাণ করিতেছে যে সেন্দ্রিয় কি নিরিন্দ্রিয়, সজীব কি নির্জীব পদার্থে, ঔদ্ভিদ কি চেতন জগতে, জ্ঞানভূমিতে অথবা নীতিভূমিতে, এই পৃথিবীতে কিংবা বিস্ময় ও আনন্দে যে জ্যোতিষ্কমণ্ডলবৃন্দ দেখিতে পাই তন্মধ্যস্থিত আমাদিগের অজ্ঞাত ও কল্পনাতীত জীবনে সর্ব্বদাই শক্তি লীলা সঙ্গত, সমঞ্জসীভূত ও এক।" পাশ্চাত্য বিজ্ঞানাচার্য্যগণ দেখাইতেছেন—তাপ, আলোক, তাড়িত, ম্যাগনেটিস্‌ম, এক শক্তিরই রূপান্তর মাত্র। ভারতীয় বিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীযুক্ত স্যর জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় সজীব ও নির্জীব দেহে কয়েকটি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া দ্বারা দেখাইয়াছেন যে উভয়ত্র একই শক্তি ক্রীড়া করিতেছে। তিনি প্রথমে সজীব মাংসপেশীতে নিয়মিত আঘাত করিয়া সেই তাড়নাজনিত বৈদ্যুতিক প্রবাহের লিপি অঙ্কিত করিয়া লইলেন। তৎপর যথাক্রমে সজীব উদ্ভিদ-দেহে ও ধাতুফলকে ঠিক পূর্ব্ববৎ আঘাত করিয়া যে চিত্র পাইলেন, তাহা অবিকল মাংসপেশীর বৈদ্যুতিক লিপির অনুরূপ দেখা গেল। একখণ্ড সজীব মাংসপেশীতে খুব ঘন ঘন আঘাত

করিতে আরম্ভ করিলে প্রথমে এই আঘাতজাত বৈদ্যুতিক প্রবাহদ্বারা রেখাচিত্রে দীর্ঘ দীর্ঘ তরঙ্গরেখা অঙ্কিত হইতে লাগিল; কিন্তু বহুক্ষণ আঘাত চালাইলে প্রবাহজ্ঞাপক নূতন রেখাগুলি ক্রমেই খর্ব্বকায় হইয়া চিত্রে অঙ্কিত হইতে দেখা গেল। পুনঃ পুনঃ আঘাতজনিত মাংসপেশীর অবসাদই এই ক্ষীণতর সাড়ার কারণ। উদ্ভিদদেহ ও ধাতব পদার্থে পরীক্ষা করিয়া বসু মহাশয় ঐরূপ অবসাদজ্ঞাপক অবিকল চিত্র দেখিলেন। উদ্ভিদদেহ বা কোন ধাতুপিণ্ডে ঘন ঘন আঘাত কর, সুদীর্ঘ রেখাময় চিত্রদ্বারা ইহাদিগের সাড়ার সুন্দর পরিচয় পাইবে। বহুক্ষণ আঘাত চালাইলে প্রাণিদেহের ন্যায় ইহারাও ক্লান্ত হইয়া পড়িবে, তাহার ফলে চিত্রে কতকগুলি ক্ষীণ ও খর্ব্বরেখা অঙ্কিত দেখিবে। ক্লান্তি অপনোদনের জন্য কিছুকাল আঘাত ক্ষান্ত রাখ, বিশ্রান্ত প্রাণী, উদ্ভিদ ও ধাতু উভয়ই বলসঞ্চয় করিয়া লইবে। তখন আবার আঘাত করিলে পূর্ব্বের ন্যায় সুদীর্ঘ রেখা অঙ্কিত হইবে, অবসাদজ্ঞাপক খর্ব্বরেখা দেখিবে না। বিষ প্রয়োগ করিলে প্রাণিদেহে যে মৃত্যুলক্ষণ দেখা যায়, বসু মহাশয় উদ্ভিদ ও ধাতুতে তাহাই দেখিতে পাইলেন। প্রথমে সজীব মাংসপেশীকে তীব্র পটাস দ্বারা বিষাক্ত করিয়া বারবার চিমটি কাটিয়া, মোচড় দিয়া, তাহাতে সাড়ার কোন লক্ষণ পাইলেন না, সাড়াজ্ঞাপক রেখাচিত্রে এক দীর্ঘ ঋজুরেখাদ্বারা মাংসপেশীর মৃত্যু সূচিত হইল। পরে সুস্থ উদ্ভিদ ও ধাতুদেহ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বিষসংযুক্ত করিয়া তাহাদিগের সাড়াচিত্রেও মৃত্যুলক্ষণ দেখিলেন। কতকগুলি পদার্থ ব্যবহারে প্রাণী যেমন মত্ত হইয়া

উত্তেজনার লক্ষণ প্রকাশ করে, সেই সকল পদার্থ ধাতু ও উদ্ভিদে প্রয়োগ করিয়া বসু মহাশয় উভয়েই তদ্রূপ মত্ততা ও উত্তেজনার লক্ষণ দেখিতে পাইয়াছেন। ক্লোরোফরম প্রভৃতি কতকগুলি বিশেষ বিশেষ পদার্থের কার্য্য আমরা অনেকেই দেখিয়াছি। এই সকল পদার্থ ব্যবহার করিলে প্রাণী লুপ্তসংজ্ঞ হইয়া পড়ে এবং জীবনক্রিয়া অতি ক্ষীণভাবে চলিতে থাকে। উদ্ভিদ ও ধাতব পদার্থে ক্লোরোফরম ইত্যাদির প্রয়োগফলেও তিনি তদবস্থ প্রাণীর লক্ষণ দেখিতে পাইয়াছেন।

প্রকৃতি বিজ্ঞান নানারূপ ক্রিয়া সাহায্যে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছেন, কবি টেনিসন্ তাহা উপলব্ধি করিয়া ভগ্নপ্রাচীর-মধ্যগত একটি পুষ্প হস্তে তুলিয়া বলিতেছেন :—

'হে পুষ্প, তুমি কি যদি বুঝিতে পারিতাম, তাহাতেই ভগবান্ এবং মানব কি তাহাও বুঝিতাম।'

একটি সামান্য কুসুমতত্ত্ব বুঝিলে বিশ্বসত্তার অন্তর্দর্শী হইতে পারিতাম। সত্তা দুয়েরই এক। কাউণ্ট টলষ্টয় স্বীয় জীবনের কথা বলিতে বলিতে একস্থানে বলিয়াছেন :—

"I was all alone and it seemed to me that mysterious, majestic Nature, the attractive bright disc of the moon, which had for some reason stopped in one undefined spot in the pale blue sky, and yet stood everywhere and as it were filled all the immeasurable space, and myself, insignificant worm, defiled already by all petty

wretched human passions, but with all the immeasurable mighty power of love, it seemed to me in those minutes that Nature and the moon and I were one and the same."

"আমি একাকী ছিলাম, আমার মনে হইল, রহস্যময়ী মহিমান্বিতা প্রকৃতিদেবী ও মনোহর উজ্জল চন্দ্রমা যিনি মলিন নীল আকাশে কোন কারণে এক অনির্দ্দিষ্ট স্থানে অবস্থিত হইয়া ও সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া, অগণিত দেশ পূর্ণ করিয়া বিরাজমান; আর আমি তুচ্ছ কীট, ইতর জঘন্য রিপুতাড়নায় কলুষিত অথচ প্রেমের অপ্রমেয় দুর্জ্জয় শক্তিশালী; সেই মুহূর্ত্তে আমার মনে হইল :—প্রকৃতি চন্দ্রমা ও আমি এক ও অভিন্ন।

অধ্যাত্মবিজ্ঞানবলে ঋষিগণ এই রহস্য প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তাই সেই 'এক অবর্ণ ভূমা'ই "পাকা আমি"র কর্ম্মকেন্দ্র। 'কাঁচা আমি' সর্ব্বত্র পার্থক্য দর্শন করিয়া আপনার ক্ষুদ্র পুঁটুলীটিকেই কর্ম্মকেন্দ্র করিয়া লয়। "কাঁচা আমি" বলে 'আমি, আমি'; "পাকা আমি" বলেন 'তিনি, তিনি।' সুতরাং "পাকা আমি" করেন 'কর্ম্মযোগ'; "কাঁচা আমি" হয় 'কর্ম্মভোগ'; এই "কাঁচা আমি"র তাড়নায় কবি অস্থির হইয়া গাহিলেন :—

"আর আমার আমি নিজের শিরে বইব না।
আর নিজের দ্বারে কাঙ্গাল হয়ে রইব না।

* * *

বাসনা মোর যারেই পরশ করে সে—
আলোটি তার নিবিয়ে ফেলে নিমেষে।"

মানুষ প্রভূত শক্তি সঞ্চয় করিয়াও রিপুবশে 'কাঁচা আমি'কে মহীয়ান্ করিতে যাইয়া আপনার আলোটি নিবিয়ে ফেলে।

দক্ষযজ্ঞের আখ্যায়িকাটি দ্বারা ইহাই উদাহৃত হইয়াছে। অশেষ গুণালঙ্কৃত হইয়াও দক্ষ কর্ত্তাকে ভুলিয়া তাঁহার "কাঁচা আমি"কে উচ্চাসনে বসাইতে গিয়া আপনার মুণ্ড ছাগমুণ্ডে পরিণত করিলেন। দক্ষ সত্যই দক্ষ অর্থাৎ সংসার ব্যাপারে দক্ষপুরুষ। তাঁহার ষোড়শ কন্যা। তন্মধ্যে—

ত্রয়োদশাদাদ্ধর্ম্মায় তথৈকামগ্নয়ে বিভুঃ।
পিতৃভ্য একাং যুক্তেভ্যো ভবায়ৈকাং ভবচ্ছিদে॥

ভাগবত। ৪।১।১৮

'ত্রয়োদশ ধর্ম্মকে, একটি অগ্নিকে, একটি সংযত পিতৃগণকে ও একটি ভবরোগহন্তা মহাদেবকে সম্প্রদান করিলেন।'

শ্রদ্ধামৈত্রীদয়াশান্তিস্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্রিয়োন্নতিঃ।
বুদ্ধির্মেধাতিতিক্ষাহ্রীর্মূর্ত্তির্ধর্ম্মস্য পত্নয়ঃ॥

শ্রদ্ধা, মৈত্রী, দয়া, শান্তি, তুষ্টি, পুষ্টি, বুদ্ধি, মেধা, তিতিক্ষা হ্রী ও মূর্ত্তি—এই ত্রয়োদশটি ধর্ম্মের পত্নী।

শ্রদ্ধাঽসূয়ত শুভং মৈত্রী প্রসাদমভয়ং দয়া।
শান্তিঃ সুখং মুদং তুষ্টিঃ স্ময়ং পুষ্টিরসূয়ত॥
যোগং ক্রিয়োন্নতির্দর্পমর্থং বুদ্ধিরসূয়ত।
মেধা স্মৃতিং তিতিক্ষা তু ক্ষেমং হ্রীঃ প্রশ্রয়ং সুতম্।
মূর্ত্তিঃ সর্ব্বগুণোৎপত্তির্নরনারায়ণাবৃষী॥

'শ্রদ্ধা শুভ নামে পুত্র প্রসব করেন, মৈত্রী প্রসাদ, দয়া অভয়,

শান্তি সুখ, তুষ্টি হর্ষ, পুষ্টি স্ময়, ক্রিয়া যোগ, উন্নতি দর্প, বুদ্ধি অর্থ, মেধা স্মৃতি, তিতিক্ষা মঙ্গল, হ্রী বিনয় এবং সর্ব্ব গুণোৎপত্তি-স্বরূপা মূর্ত্তি নরনারায়ণ ঋষিদ্বয়কে প্রসব করেন।'

পুষ্টি হইতে স্ময়ের উৎপত্তি বলিতে বুঝি যে পুষ্টি হইলেই শক্তিজনিত এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দের অনুভূতি হয়। স্ময় স্মি ধাতু, অচ প্রত্যয়। স্মি ধাতুর অর্থ ঈষৎ হাস্য করা। ইংরাজিতে যাহাকে Rejoicing in one's strength বলে, স্ময় বলিতে বোধ হয় তাহাই বুঝায়। উন্নতিতে যে দর্পের জন্ম তাহাও ধর্ম্মের ঔরসে, সুতরাং এ দর্প পাপক্লিষ্ট নহে। ইংরাজিতে এই দর্পের 'honest pride' বলিয়া ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। বুদ্ধি হইতে অর্থের জন্ম, অর্থাৎ বুদ্ধি দ্বারা ঈপ্সিত বস্তুর লাভ হয়। মূর্ত্তি বলিতে প্রকৃতির প্রতিকৃতি ("phenomena") বুঝি। ইহাতেই সত্ত্ব রজঃ ও তম গুণের ক্রীড়া, তাই মূর্ত্তি সর্ব্বগুণোৎপত্তি-স্বরূপা। এবং ধর্ম্মানুরঞ্জিত চক্ষে ইহাই ধ্যান করিলে নরনারায়ণ পরস্পর কিরূপ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ তাহা উপলব্ধি হয়। এই প্রকট বিশ্বে—প্রকৃতির মূর্ত্তিতে—যে ভগবানের প্রকাশ তাহাই নারায়ণ বলিয়া ব্যাখ্যাত। নরনারায়ণের সৌহার্দ্য, নারায়ণ নরের—আমাদিগের—কিরূপ মঙ্গলবিধাতা, এই ত্রিগুণাত্মক প্রকট বিশ্বানুষ্ঠান চিন্তা করিতে করিতে চিত্তে উদ্ভাসিত হয়।

ধার্ম্মিক ব্যক্তি শ্রদ্ধা, মৈত্রী, দয়া, শান্তি প্রভৃতি দ্বারা কি কি গুণের অধিকারী হন, দেখিলাম।

দক্ষ স্বাহানাম্নী চতুর্দ্দশ কন্যা অগ্নিকে প্রদান করিলেন। যিনি সংসারী গৃহস্থ পূর্ব্বোক্ত গুণগুলির অধিকারী, তাঁহার দেবোদ্দেশে

যজ্ঞ অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া শাস্ত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যজ্ঞে উৎসর্গ করিতে "স্বাহা" মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়।

স্বধানাম্নী কন্যাকে পিতৃগণকে অর্পণ করিলেন। ইহা দ্বারা আদর্শ সংসারী পিতৃতর্পণ করিয়া ধন্য হন, ইহাই সূচিত হইল।

পঞ্চদশ কন্যার পরে সর্ব্বকনিষ্ঠা ষোড়শ কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। শ্রদ্ধা, মৈত্রী, দয়া, শান্তি, তুষ্টি, পুষ্টি, ক্রিয়া, উন্নতি, মেধা, তিতিক্ষা, হ্রী ও মূর্ত্তি এই ত্রয়োদশ শারীরিক মানসিক ও নৈতিক শক্তি এবং তদনুবর্ত্তী গুণগুলি আয়ত্ত হইলে তবেই মানুষ দেব ও পিতৃগণে শ্রদ্ধান্বিত হইয়া দেবযজ্ঞ ও পিতৃযজ্ঞ করিয়া কৃতার্থ হন। এইরূপ উৎকৃষ্ট জীবন গঠিত হইলে সতীর জন্ম হয়, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের মূলে যে শক্তি, সমস্ত অনিত্য আবরণের অন্তস্থলে যে নিত্যা শক্তি ক্রীড়া করিতেছেন সেই সৃষ্টিস্থিতিলয়ের মূল শক্তিকে জানিবার অধিকার হয়। যিনি তাঁহাকে চিনিয়াছেন তিনিই সৃষ্টিস্থিতিলয়কর্ত্রীকে জানিয়া ভবরোগ হইতে মুক্ত হইবার অধিকারী হইয়াছেন। এই জন্যই তত্ত্বদর্শী কবি সতীর বিবাহ ভবরোগহন্তা, ভবের সঙ্গে কল্পনা করিয়াছেন।

যিনি এই অধিকারে অচলপ্রতিষ্ঠ তিনি ব্রহ্মানন্দকে জানিয়া সকল ভয় হইতে মুক্ত হইয়াছেন। যিনি এই অধিকার পাইয়াও তাহাতে স্থিরপদবীস্থ হইতে চেষ্টা করেন না, তিনিই দক্ষের ন্যায় হতভাগ্য। দক্ষ এইরূপ উচ্চ অধিকারী হইয়াও যজ্ঞে মহাদেবের নিমন্ত্রণ করিলেন না, তাঁহাকে ভুলিয়া আপনার মহিমা প্রচার করিতে মহাড়ম্বরে সংসারযজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। ফল যাহা হইবার তাহাই হইল। সতী প্রাণত্যাগ করিলেন। যে শক্তি

মহাদেবকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, দক্ষহৃদয়ের সেই শক্তি অন্তর্হিতা হইলেন। যেমন সেই শক্তির অন্তর্ধান, অমনি রুদ্রতেজ বীরভদ্ররূপে অবতীর্ণ হইয়া সমস্ত যজ্ঞ লণ্ডভণ্ড করিয়া দিলেন এবং দক্ষমুণ্ড ছাগমুণ্ডে পরিণত হইল। সংস্রবিধ সদ্গুণের অধীশ্বর হইয়া ও শত শত শুভানুষ্ঠান করিয়াও যেই মানুষ ভগবদ্বিদ্রোহী হয় অমনি রুদ্রবিধি অনুসারে তাহার সমস্ত গুণে, সমস্ত শুভানুষ্ঠানে বজ্রপাত হয় এবং পশুত্ব তাহার মনুষ্যত্ব হরণ করে। দুর্য্যোধন নারায়ণশূন্য অর্ব্বুদসংখ্যক সশস্ত্র নারায়ণী সেনা লইয়াও সর্ব্বস্বান্ত ও ধিক্কারাস্পদ হইলেন; অর্জ্জুন সেনাশূন্য নিরস্ত্র নারায়ণকে লইয়া ইহলোকে পরলোকে কৃতার্থ ও বরণীয় হইলেন। এবং এই অর্জ্জুনই আবার নারায়ণবিরহিত হইয়া সমস্ত পূর্ব্বোপকরণ বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও সামান্য গোপগণ কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন:—

সোঽহং নৃপেন্দ্র রহিতঃ পুরুষোত্তমেন
সখ্যা প্রিয়েণ সুহৃদা হৃদয়েন শূন্যঃ।
অধ্বন্যুরুক্রমপরিগ্রহমঙ্গরক্ষন্।
গোপৈরসদ্ভিরবলেব বিনির্জ্জিতোঽস্মি॥

ভাগবত। ১।১৫।২০

'সেই আমিই, হে নৃপেন্দ্র, আমার সখা প্রিয় সুহৃৎ পুরুষোত্তম-বিরহিত হইয়া সুতরাং হৃদয়ের শক্তিশূন্য হইয়া পথে সেই শ্রীকৃষ্ণের পরিবার রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া আসিতে আসিতে নীচ গোপগণ কর্ত্তৃক সামান্য অবলার ন্যায় পরাজিত হইলাম।'

তদ্বৈধনুস্ত ইষবঃ সরথো হয়াস্তে
সোঽহং রথী নৃপতয়ো যত আমনন্তি।
সর্ব্বং ক্ষণেন তদভূদসদীশরিক্তং
ভস্মন্ হুতং কুহকরাদ্ধমিবোপ্তমুষ্যাম্ ॥

'সেই ধনু, বাণও সেই, রথও সেই, ঘোড়াও সেই, ঘোড়াগুলি সেই, রথীও সেই আমি, নৃপতিগণ যাঁহাকে দেখিয়া মস্তক অবনত করিতেন, নারায়ণবিরহিত হওয়ায় পলকের মধ্যে ভস্মহুত পদার্থের ন্যায়, মায়াবী হইতে লব্ধ ধনের ন্যায়, উষর ভূমিতে উপ্ত বীজের ন্যায় তাহা সমস্ত অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িল!

নারায়ণশূন্য যাবতীয় উপকরণ, নারায়ণী সেনাও অকর্ম্মণ্য। অতএব নারায়ণশূন্য শ্রদ্ধা, মৈত্রী প্রভৃতিও অকর্ম্মণ্য। "কাঁচা আমি"র এই দুর্দ্দশা।

এই "আমি"র দোষেই অনেক সম্রাট, সাম্রাজ্য নাশ পাইয়াছে পাইতেছে ও পাইবে। দক্ষাখ্যানে ব্যক্তিগত যে তত্ত্ব পাইলাম, জাতিগত যজ্ঞেও সেই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত।

অনেক লোক দেখিতে পাই বাহ্যিক পরোপকার, জগতের মঙ্গল সাধন করিতে দাতব্য চিকিৎসালয়ে লক্ষ মুদ্রা দান করিতেছেন, দেশের কল্যাণের জন্য বহুল আয়াস স্বীকার করিতেছেন; কিন্তু চিত্রগুপ্ত তাহা জমার ঘরে না লিখিয়া খরচের ঘরে লিখিয়া লইলেন। ইঁহারা সকলেই দক্ষের ন্যায় কৃপাপাত্র। ভগবানকে ভুলিয়া "কাঁচা আমি"র দাস হইয়া আপনাদিগকে হীন করিয়া রাখিয়াছেন।

অনেক প্রাচীন জাতি দেখিতে পাই নানা সদ্‌গুণাধিষ্ঠিত

হইয়াও "কাঁচা আমি"র বড়াই করিয়া সর্ব্বনাশ পাইয়াছেন। আমরাই ইহার প্রমাণ; প্রাচীন রোমীয়, গ্রীক ইহার সাক্ষ্য দিতেছেন। আজ কালও ইউরোপখণ্ডে আমরা "কাঁচা আমি"র কি আসুরিক লীলাই না প্রত্যক্ষ করিতেছি! কয়েক বৎসর হইল, সকলেরই মনে আছে, আমেরিকায় শ্বেতকায় জেম্‌স্ জেফ্রিসের সঙ্গে মুষ্টিবলপরীক্ষায় কৃষ্ণকায় জ্যাক্ জন্‌সন্ জয়লাভ করায় শ্বেতকায়গণের সেই পরাজয় কিরূপ অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল! আমেরিকার নগরে নগরে শ্বেতকায়গণ কৃষ্ণকায়গণের প্রতি কি জঘন্য অত্যাচার করিয়াছিল! নিউইয়র্ক সহরে একটি কাফ্রিপল্লী ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিয়াছিল! কাফ্রিগণ কত প্রকারই লাঞ্ছনাভোগ করিয়াছিল! অবশ্য কোন কোন স্থলে তাহারাও আততায়ী হইয়াছিল। এই জাতীয় "কাঁচা আমি"র তাণ্ডব নৃত্য চলিলে ইহার ফল একদিন ভোগ করিতেই হইবে। আর আমাদিগের দেশে কালু ও কিঙ্কর সিংহের যে কুস্তি হইয়াছিল তাহাতে হিন্দু কিঙ্কর জয়লাভ করায় কই মুসলমানগণ ত আমেরিকাবাসী শ্বেতকায়গণের ন্যায় কোন বিদ্বেষের ভাব প্রকাশ করেন নাই। লীলাময়ের লীলাপ্রসাদে এই দেশবাসী সকল সম্প্রদায়েরই "কাঁচা আমি"ত্ব হয়ত দূর হইতেছে ও হইবে।

## কর্ম্মকেন্দ্র

এ জগতে ভগবানের এমনই বিধি, যেই তুমি বলিয়াছ 'আমি' অমনি তুমি হেয় হইয়াছ। বিশ্বরহস্যান্তর্দর্শী যীশু খ্রীষ্ট বলিয়াছিলেন :—'যে আপনাকে উচ্চে তুলিয়া ধরে সেই হীন হইবে

এবং যে আপনাকে হীন করিয়া রাখে সেই উন্নত হইবে।' 'কাঁচা আমি' আপনার বড়াই করিয়া অস্থির, তাই সে জগতে হীন। "পাকা আমি' সমস্ত বিশ্ব বক্ষের উপরে রাখিয়া আপনি নীচে পড়িয়া গেলেন, তাই জগৎ তাঁহাকে পরম যতনে অতি উচ্চ আসনে তুলিয়া বসাইল। এই 'পাকা আমি'ই প্রকৃত কর্ম্মকেন্দ্র। জোসেফ ম্যাট্‌সিনি এই 'পাকা আমি'কে কেন্দ্র করিতে হইবে সিদ্ধান্ত করিয়াই বলিয়াছিলেন :—"Ask yourselves, as to every act you commit within the circle of family or country, '*If what I now do were done by and for all men would it be beneficial or injurious to Humanity?* And if your conscience tell you it would be injurious desist, desist even though it seems that an immediate advantage to your country or family would be the result." 'পরিবার কি দেশের জন্য যে কার্য্য করিতে যাইতেছ, তাহার প্রত্যেক কার্য্যের পূর্ব্বে আপনাকে জিজ্ঞাসা করিবে,—'আমি যাহা করিতে যাইতেছি তাহা যদি সকল মনুষ্যই করিত এবং সকলের জন্যই করা হইত, তদ্দ্বারা সমগ্র মানবসমাজের মঙ্গল হইত কি ক্ষতি হইত? যদি তোমার বিবেক বলে 'ক্ষতি হইত', তাহা হইলে থামিবে, স্বীয় দেশের কি পরিবারের তদ্দ্বারা তৎক্ষণাৎ কোন লাভ হইলেও থামিবে।" মহাত্মা লামিনে (Lamennais) বলিতেছেন :—"When each of you, loving all men as brothers, shall reciprocally act like brothers; when each of

you seeking his own well-being in the well-being of all, shall identify his own life with the life of all, and his own interest with the interest of all; when each shall be ever ready to sacrifice himself for all the members of the Common Family, equally ready to sacrifice themselves for him; most of the evils which now weigh upon the human race will disappear, as the gathering vapours of the horizon on the rising of the sun; and the will of God will be fulfilled, for it is His will that love shall gradually unite the scattered members of the Humanity and organise them into a single whole, so that Humanity may be one, even as He is one."
'যখন তোমরা প্রত্যেকে সকল মানুষকে ভাইয়ের ন্যায় ভালবাসিয়া ভাইয়ের মত পরস্পরের প্রতি ব্যবহার করিবে; যখন তোমাদের প্রত্যেকে সকলের কল্যাণে নিজের কল্যাণ খুঁজিয়া, সকলের জীবন ও নিজের জীবন এবং সকলের স্বার্থ ও নিজের স্বার্থ এক করিয়া লইবে; যখন প্রত্যেকে সেই এক মহাপরিবারের অন্তর্গত ব্যক্তিগণের জন্য এবং তাঁহারাও একজনের জন্য আত্মবলিদান করিতে প্রস্তুত হইবে; তখন মানবজাতি যে সকল কলঙ্কের ভারে অবনত হইয়া রহিয়াছে তাহার সমস্তই সূর্য্যোদয়ে দিগ্বলয়স্থিত কুজ্ঝটিকার ন্যায় অদৃশ্য হইবে, ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ হইবে—তাঁহার ইচ্ছাই এই যে,

মানবসমাজের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ক্রমে প্রেমে সঙ্গত হইয়া তিনি যেমন এক তেমনি এক মহাপ্রাণে পরিণত হইবে।'

প্রসার আরও বৃদ্ধি করিয়া বিশ্বগতপ্রাণ বিদুর এই "পাকা আমি"কেই কেন্দ্র করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন :—

হিতং যৎ সর্ব্বভূতানাং আত্মনশ্চ সুখাবহম।
তৎ কুর্য্যাদীশ্বরে হ্যেতন্মূলং সর্ব্বার্থসিদ্ধয়ে॥

মহাভারত। উদ্যোগপর্ব্ব, ৩৯।৪০

'যাহা সর্ব্বভূতের হিতজনক আপনার সুখপ্রদ তাহাই করিবে, কর্ত্তার পক্ষে ইহাই সর্ব্বার্থসিদ্ধির মূল।'

দার্শনিকচূড়ামণি ইমানুয়েল ক্যাণ্টও বলিয়াছেন :—'এমনভাবে কর্ম্ম কর যেন তোমার কর্ম্মের মূলসূত্র বিশ্বগতবিধি বলিয়া গ্রহণ করিতে পার

উভয়েরই এক উপদেশ। বিশ্ব ও তুমি এক বুঝিয়া, তোমার ও বিশ্বের হিত, বিশ্বের সুতরাং তোমার—বিশ্বাত্মক তোমার—সঙ্কীর্ণ মনে তুমি 'যাহাকে 'তুমি' ভাব, তাহার নহে, বিশ্বময় তোমার—মঙ্গলসাধনে তৎপর হও। রবীন্দ্রনাথের সহিত তান মিলাইয়া বল :—

"আমার একলা ঘরের আড়াল ভেঙ্গে বিশাল ভবে
প্রাণের রথে বাহির হতে পারব কবে?"

বিশ্বময় তোমার মঙ্গলসাধন সচ্চিদানন্দপ্রতিষ্ঠার নামান্তর মাত্র। সচ্চিদানন্দপ্রতিষ্ঠাই তোমার লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যোন্মুখ কার্য্যকরী, জ্ঞানার্জ্জনী ও চিত্তরঞ্জনী সসামঞ্জস্য অবাধ স্ফূর্ত্তি যাহাতে তাহাই কর্ম্মযোগ।

কর্ম্মযোগ সুতরাং বিষ্ণুপ্রীতিকাম। বিশ্বব্যাপী যিনি, তাঁহার প্রীতিকাম। এস্থলে স্বার্থপরতা ও পরার্থপরতা এক। আমার প্রয়োজন ও বিশ্বের প্রয়োজন এক। এই ভাবে অনুপ্রাণিত করিতেই রামপ্রসাদ গাহিয়াছিলেন :—

আহার কর, মনে কর আহুতি দেই শ্যামা মাকে।
নগর ফির, মনে কর প্রদক্ষিণ শ্যামা মাকে॥

ভগবদ্গীতায় ভগবান অর্জ্জুনকে কর্ম্মযোগের মূলমন্ত্র বলিলেন :—

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥"

ভগবদ্গীতা। ৩।৯

'যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুরিতি শ্রুতেঃ।' যজ্ঞ শব্দের অর্থ বিষ্ণু। বিষ্ণুপ্রীতিকাম যে কর্ম্ম তাহা ভিন্ন অন্য কর্ম্ম সংসারে আবদ্ধ করে.. অতএব বিষ্ণুপ্রীত্যর্থ অনাসক্ত হইয়া কর্ম্ম কর। মানুষ বিষ্ণুপ্রীতিকাম না হইয়া সকাম হইয়া যাহা করে তাহাতেই বদ্ধ হয়।

যথা লৌহময়ৈঃ পাশৈঃ পাশৈঃ স্বর্ণময়ৈরপি।
তথা বদ্ধো ভবেজ্জীবঃ কর্ম্মভিশ্চাশুভৈঃ শুভৈঃ ॥

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র। ১৪, ১০৯

'যেমন লৌহময় পাশ দ্বারা জীব বদ্ধ হয়, স্বর্ণময় পাশদ্বারাও বদ্ধ হয়, সেইরূপ অশুভ কর্ম্মদ্বারা জীব যেমন বদ্ধ হয়, শুভ কর্ম্মদ্বারাও তেমনি বদ্ধ হয়।'

বিষ্ণুপ্রীতিকাম কর্ম্ম দ্বারা বন্ধন হয় না।

ন মষ্যাবেশিতধিয়াং কামঃ কামায় কল্পতে।
ভর্জ্জিতা কথিতা ধানা প্রায়ো বীজায় নেষ্যতে॥

ভাগবত। ১০।২২।২৬

'যেমন ভর্জ্জিত কিম্বা কথিত (সিদ্ধ) বীজের অঙ্কুর হয় না, তেমনি যাহারা আমাতে চিত্ত নিবিষ্ট করিয়াছে তাহাদিগের বাসনামূলক কাম থাকে না। তাহারা বাসনাশূন্য হইয়া ভগবানে সমস্ত কাম অর্পণ করেন।'

নারদ ব্যাসদেবকে ত্রিতাপ—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক তাপ-জ্বালা হইতে মুক্ত হইবার উপায় বলিয়াছেন :—

এতৎ সংসূচিতং ব্রহ্মংস্তাপত্রয়চিকিৎসিতম্।
যদীশ্বরে ভগবতি কর্ম্ম ব্রহ্মণি ভাবিতম॥

ভাগবত। ১।৫।৩২

'হে ব্রহ্মণ, ঈশ্বরে ভগবানে কর্ম্ম ভাবিত করাই ত্রিতাপ-প্রশমনের উপায়।' যদি বল কর্ম্মে ত বন্ধন হয়, যাহাতে বন্ধন তাহাতে আবার মুক্তি হয় কিরূপে?

আময়ো যশ্চ ভূতানাং জায়তে যেন সুব্রত।
তদেব হ্যাময়ং দ্রব্যং ন পুণাতি চিকিৎসিতম্॥

ভাগবত। ১।৫।৩৩

যে দ্রব্যে যে পীড়া উপস্থিত হয়, সেই দ্রব্য দ্বারা সেই পীড়া নাশ হয় না বটে, কিন্তু দ্রব্যান্তর দ্বারা ভাবিত হইলে সেই দ্রব্যই সেই পীড়ানাশে সমর্থ হয়।'

এবং নৃণাং ক্রিয়াযোগাঃ সর্ব্বে সংসৃতিহেতবঃ।
ত এবাত্মবিনাশায় কল্পন্তে কল্পিতাঃ পরে ॥

ভাগবত। ১।৫।৩৪

এইরূপ মানুষের ক্রিয়া সংসারবন্ধের হেতু হইয়াও ভগবানে কল্পিত হইলে তাহাই মুক্তির হেতু হয়।'

মহানির্ব্বাণতন্ত্রের "যথা লৌহময়ৈঃ পাশৈঃ" শ্লোকটিতে ভগবানে অনর্পিত কর্ম্মের ফল বলা হইয়াছে।

যাঁহারা সকাম শুভকর্ম্ম করেন :—

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।

এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥

ভগবদ্গীতা। ৯।২১

'তাঁহারা বিশাল স্বর্গলোক উপভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয়ে মর্ত্ত্যলোকে প্রবেশ করেন, এইরূপ বেদ-বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানপর হইয়া কামনাবশে কেবল যাতায়াত করিতে থাকেন।

কিছুদিন বিপুল সুখ-স্বর্গ ভোগ করিয়া আবার দুঃখক্লিষ্ট মর্ত্ত্যলোকে পতন; বাসন্তীকুসুম-সৌরভবাসিতা জ্যোৎস্নাময়ী রজনী মধুসম্ভোগের অব্যবহিত পরে সমুষলধারাসম্পাত বিষম ঝঞ্ঝাবাতের তীব্র তাড়না। যাঁহারা "কাঁচা আমি" প্রীতিকাম হইয়া কার্য্য করে তাঁহাদের ভাগ্যে এই কয়েকদিনের স্বর্গভোগও নাই। তাহারা 'কাঁচা আমি'র জয়জয়কারের আশায় শুভ কর্ম্মের যে টুকু ফল তাহা হইতেও বঞ্চিত হয়। কিছুদিন মানুষের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিতে পারে, কিন্তু অন্তর্দর্শীকে ত আর প্রবঞ্চনা

করিবার ক্ষমতা নাই। দুই-ই দুর্ভাগ্য। 'কাঁচা আমি' প্রীতিকাম অধিকতর হতভাগ্য। সকাম কর্ম্মে ফলকামী হইয়া ভগবানের নিকটে প্রার্থনা আছে। 'কাঁচা আমি' প্রীতিকাম ভগবানের সিংহাসনে আপনাকে বসাইতে উদ্যোগী।

## নিষ্কাম কর্ম্ম—প্রীতিপথে।

### নিষ্কাম কর্ম্মই সাত্ত্বিক কর্ম্ম।

নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্।
অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম্ম যত্তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে॥

ভগবদ্গীতা। ১৮।২৩

'যে কর্ম্ম নিত্যবিহিত, আসক্তিহীন, রাগ ও দ্বেষশূন্য ও ফলাকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া করা হয়, তাহাই সাত্ত্বিক কর্ম্ম।'

অসক্তোহ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ।

'যে পুরুষ আসক্তিশূন্য হইয়া কর্ম্ম করেন তিনি পরমপদ প্রাপ্ত হন।'

যদি অটুটভাবে চিরদিন নিষ্কাম কর্ম্ম করিয়া যাইতে না পারি যতটুকু পারি ততটুকুই সংসারাবর্ত্ত হইতে রক্ষা করিবে।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে নিষ্কামভাবে যুদ্ধ করিতে উপদেশ দিলেন:—

সুখদুঃখে সমেকৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি॥

ভগবদ্গীতা। ২।৩৮

'সুখ দুঃখ, লাভ অলাভ, জয় পরাজয় সমান করিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও, তাহা হইলে পাপ স্পর্শ করিবে না।

এইরূপ বুদ্ধিযুক্ত হইলে

কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি।

গীতা। ২।৩৯

'কর্ম্মবন্ধ নাশ করিবে।'

এবং এইরূপ নিষ্কাম কর্ম্মে

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।

স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ॥

গীতা। ২।৪০

'নিষ্কাম কর্ম্মযোগে প্রারম্ভের নাশ নাই, কিছুই নিষ্ফল হইবে না, ইহাতে প্রত্যবায়ও নাই, ইহার অল্প করা হইলেও তাহা সংসাররূপ মহদ্ভয় হইতে ত্রাণ করে।'

কেহ কেহ বলেন, 'নিষ্কাম কর্ম্মে প্রণোদনা কোথায়? আমি এই ফল পাইব, আমার এই সুখ হইবে, ভাবিলে কর্ম্মে যেরূপ উৎসাহ উদ্যম হয়; নিষ্কাম কর্ম্মে তাহা কোথায়?' এই প্রশ্নের উত্তর কঠিন নহে। আমরা কি প্রত্যক্ষ দেখিতেছি না, অনেক সময় আপনার সুখ অপেক্ষা পরের সুখসাধন করিতে লোক অধিকতর উৎসাহী? কাহাকেও প্রাণের সহিত ভালবাসিলে তাহার সুখসাধনের নিকটে আপনার সুখসাধন অকিঞ্চিৎকর। পরম-প্রেমাস্পদ কোন ব্যক্তির জন্য প্রাণবিসর্জ্জন অতি সহজ বলিয়া মনে হয়। পিথিয়াসের জন্য ড্যামন কেমন আনন্দে আপনার প্রাণত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইলেন। ঘাতকগণ নারায়ণ রাও

পেশোয়াকে আক্রমণ করিলে তাঁহার ভক্ত ভৃত্য নিরস্ত্র চাফাজি টিলেকার স্বীয় শরীর দ্বারা প্রভুর শরীর আবরণ করিয়া কেমন নীরবে পাষণ্ডদিগের মুহুর্মুহুঃ অস্ত্রাঘাত সহিতে সহিতে প্রাণত্যাগ করিলেন ! এই দেব-বন্দিত প্রাণবিসর্জ্জনের প্রণোদনা কোথায় ? আমাদিগের ন্যায় সামান্য লোকের মধ্যেও দেখিতে পাই যাঁহারে ভালবাসি আমার কিঞ্চিৎ কষ্ট হইয়াও যদি তিনি সুখে থাকেন তাহাতে আমাদিগের আনন্দই হয়। পরিশ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া দুই-জন একস্থলে উপস্থিত, একজন বই দুইজনের শয়নের স্থান নাই, এরূপ অবস্থায় কি ইচ্ছা হয় ? তাঁহাকে নিদ্রার অবসর দিয়া তুমি সমস্ত রাত্রি তন্দ্রালু চক্ষে অতিকষ্টে জাগ্রত থাকিয়াও কি বিশেষ আনন্দানুভব কর না ? এই ভাবের মাত্রা বৃদ্ধি পাইলেই প্রেমা-স্পদের জন্য প্রাণত্যাগ সহজসাধ্য ও আনন্দপ্রদ হইয়া দাঁড়ায়। কোন ব্যক্তি বিশেষের প্রতি প্রীতিনিবন্ধন যদি তাঁহার সুখ বি মঙ্গলসাধনে এইরূপ প্রণোদনা দেখিতে পাই, যে ব্যক্তি কোন ধর্ম্ম কি সম্প্রদায়, কোন জাতি অথবা দেশকে এইরূপ ভালবাসেন, তিনি উহার সুখ কি মঙ্গলসাধনের জন্য, আমরা যাহাকে সুখ বলি অনায়াসে তাহা সমস্তই জলাঞ্জলি দিতে, এমন কি তাঁহার আত্ম-জীবন পর্য্যন্ত বলিদান করিতে পারেন না কি ? ধর্ম্মার্থত্যক্ত-জীবিত মহাপুরুষ ও স্বদেশপ্রেমিক মহাত্মাগণের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত মনে কর। ধর্ম্মের জন্য দেশের জন্য মৃত্যুঞ্জয়স্মরণে মৃত্যুঞ্জয় হওয়ার দৃষ্টান্ত এ দেশে কি দুষ্প্রাপ্য ? রাজকুমার উদয়সিংহের ধাত্রী রাজপুত-রমণী পান্না কি প্রণোদনায় বনবীরের হস্ত হইতে উদয়-সিংহকে রক্ষা করিতে যাইয়া কুমারের শয্যায় আপনার প্রাণপুত্তলী

পুত্রকে রাখিয়া তীক্ষ্ণ ছুরিকাঘাতে তাহার হৃদয়বিদারণ স্থিরভাবে দর্শন করিলেন? রুষ-জাপান যুদ্ধের সময় সংবাদপত্রে পড়িয়াছিলাম—এক রুষ ওহানসান নাম্নী একটি জাপানরমণীকে বিবাহ করিয়া ইয়োকোহামায় বসতি করিতেছিলেন। রুষটি স্ত্রীকে প্রাণের সকল কথাই কহিতেন, কেবল একটি ক্ষুদ্র বাক্স গোপন করিয়া রাখিতেন। কিছুতেই সেই বাক্সটি তাঁহাকে দেখিতে দিতেন না। ওয়ানসানের সন্দেহ হইল যে, তাঁহার স্বামী রুষপক্ষের গুপ্তচর হইয়া জাপানীদিগের কোন মন্ত্রণাসম্বন্ধীয় কাগজপত্র উহাতে লুকাইয়া রাখিয়াছেন। প্রিয়তম পতিসাহচর্য্য অপেক্ষা স্বদেশহিতৈষণা তাঁহার হৃদয়ে প্রবলতর ও মধুরতর প্রতিভাত হইয়াছিল, তাই একদিন তাঁহার পতিকে সুরাপানে বিহ্বল করত বাক্সটি লইয়া তাহার ভিতরের কাগজপত্র পুলিসের নিকটে উপস্থিত করিলেন। স্বামী সুরাজনিত বিহ্বলতার অপগম হওয়া মাত্র বাক্সটি নিকটে নাই দেখিয়া ওহানসান কি করিয়াছেন বুঝিতে পারিলেন এবং তৎক্ষণাৎ জাপান হইতে নিরুদ্দেশ হইলেন। ওহানসান কোন প্রণোদনায় চালিত হইয়া অকাতরে তাঁহার গার্হস্থ্য সুখ অতল জলে ডুবাইয়া দিলেন? জাপানবাসিনী কয়েকটি মহিলা তাঁহাদিগের ভরণপোষণের জন্য যুদ্ধে যাওয়ার বাধা হওয়ায় স্বামিগণকে ত্যাগ করিয়া তাহাদিগের ভরণপোষণের দায় হইতে মুক্তি দিয়াছেন। এক জাপানরমণী রুষের বিরুদ্ধে পুত্রের রণে উপস্থিত হইবার আপনাকে একমাত্র প্রতিবন্ধক দেখিয়া স্বীয় বক্ষে ছুরিকাঘাত করত শেষ মুহূর্ত্তে স্বীয় হৃদয়-শোণিত-সিক্ত ছুরিকা পুত্রের হস্তে সমর্পণ করিয়া

তাহাকে স্বদেশমঙ্গলসাধন জন্য রণরঙ্গে মত্ত হইতে আদেশ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং স্মিতমুখে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিলেন। কোথা হইতে তাঁহার প্রাণে এই প্রণোদনা উদ্দীপ্ত হইল?

যাঁহারা তাঁহাদিগের প্রেমচক্রের পরিসর আরও বাড়াইয়া লইয়াছেন তাঁহারা সমস্ত জগতের মঙ্গলের জন্য, এই ব্রহ্মাণ্ডে ভগবদ্বিধি প্রতিষ্ঠার জন্য, জাতি ও দেশনির্ব্বিশেষে রোগ, শোক, তাপ ও ভগদ্বিরোধী-ভাব ও অনুষ্ঠান নির্ম্মূল করিতে প্রাণের ভিতরে, এমনি কি এক দিব্য প্রবর্ত্তনা অনুভব করিয়া থাকেন যে তদ্দ্বারা প্রণোদিত হইয়া প্রয়োজন হইলে হাসিতে হাসিতে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। ফাদার ড্যামিয়েন্ ইহার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। এইরূপ সার্ব্বভৌমিকহিত-প্রেরণায় ফরাসীদেশবাসী মার্ক্ইস্ লাফায়েৎ আমেরিকাবাসিগণের পরাধীনতাশৃঙ্খল মোচন প্রয়াসে আপনার শক্তি প্রয়োগ করিতে উন্মত্ত হইয়াছিলেন। তিনি ফরাসী, আমেরিকাবাসিগণের জন্য তাঁহার কি দায় পড়িয়াছিল? কিন্তু তিনি ত স্থির থাকিতে পারিলেন না। উনবিংশ বৎসর বয়সে যাই ইংলণ্ড ও আমেরিকার বিবাদের সংবাদ শুনিলেন অমনি আমেরিকার পক্ষে রণে যোগদান করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। কাউণ্ট ডি ব্রলির উপদেশ চাহিলেন। তিনি বলিলেন, "তোমার পিতৃব্যকে ইটালীর যুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ করিতে দেখিয়াছি, তোমার পিতাকে মিণ্ডেনের সংগ্রামে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে দেখিয়াছি; সেই বংশের একমাত্র অবশিষ্ট শাখার উন্মূলনের পরামর্শে আমি সহকারী হইতে পারি না।" লাফায়েৎ কিছুতেই সঙ্কল্পচ্যুত হইলেন না।

ইতিমধ্যে আমেরিকাবাসীদিগের কতকগুলি ঘোর বিষাদপূর্ণ পরাজয়ের বার্ত্তা, এমন কি নিউইয়র্ক হইতে তাহাদিগের পলায়নের সংবাদ পঁহুছিল। তিনি তাহাতেও পশ্চাদ্‌পদ হইলেন না। তাঁহার সেই জগৎগ্রাসী প্রীতিবহ্নি আরও ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। ফরাসীদেশস্থ আমেরিকার প্রতিনিধি ফ্রাঙ্কলিন ও লী পর্য্যন্ত তাঁহাকে আমেরিকায় যাইতে নিষেধ করিলেন, ফ্রান্সের রাজা স্বয়ং তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। তিনি কাহারও বাঁধা মানিলেন না। নানা বিপদ উত্তীর্ণ হইয়া আমেরিকায় যাইয়া প্রাণের মায়া পদদলিত করিয়া বিবিধ রণক্ষেত্রে স্বহৃদয়ের অপার মহত্ত্ব ও অসমসাহসিকতার বিশেষ-ভাবে পরিচয় দিলেন। স্বদেশের বিপ্লবে যে অভিনয় করিয়া তিনি যেরূপ পূজার্হ হইয়াছেন, এত অল্প বয়সে আমেরিকার অধিবাসিগণের জন্য উৎসৃষ্টজীবন হইয়া তদপেক্ষা সহস্রগুণে বন্দনীয় হইয়াছেন। সার্ব্বজনীনপ্রীতিপ্রণোদনায় নব্যভারত শিরোমণি রামমোহন রায় স্পেনদেশে নিয়মতন্ত্রশাসনপ্রণালী সংস্থাপনের সংবাদ শ্রবণমাত্র কলিকাতার টাউন্‌হলে ভোজ দিয়া আনন্দোৎসব করিয়াছিলেন। কোথায় স্পেন আর কোথায় ভারতবাসী রামমোহন! ইংলণ্ডে যাইবার পথে নেটাল বন্দরে ১৮৩০ সনের বিপ্লবের পরে একখানি ফরাসি জাহাজে স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীয়মান দেখিয়া নিবিড় আনন্দোচ্ছ্বাসে অভিবাদন করিতে যাওয়ায় চরণে ভীষণ আঘাত পাইয়া পঙ্গু হন। স্বনামধন্য ঋষিপ্রতিম হার্বার্ট স্পেন্‌সার সার্ব্বভৌমিক প্রীতিবলে সঙ্কীর্ণ স্বদেশ-প্রীতিমণ্ডলের বহুযোজন ঊর্দ্ধ বিষ্ণুলোকে বিচরণ করিতেন।

তিনি জাপানবাসী বেরণ কেনিকোর নিকটে এক পত্রে নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটি কথা লিখিয়াছিলেন :—

"আপনি আমাকে অপর যে কয়েকটি প্রশ্ন করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে প্রথমেই সাধারণভাবে এই উত্তর দিতেছি যে, আমার বিবেচনায় আমেরিকায় ইউরোপবাসীদিগকে যথাসম্ভব দূরে রাখাই জাপানের রাজনীতি হওয়া সমীচীন। অধিকতর শক্তিসম্পন্ন জাতির সম্মুখে অবস্থিত হইয়া আপনাদিগের সর্ব্বদাই বিপদের সম্ভাবনা আছে, সুতরাং বিদেশিগণকে দাঁড়াইবার স্থান যতটুকু না দিলে নয় ততোধিক দেওয়া সম্বন্ধে সর্ব্বতোভাবে সতর্ক থাকা কর্ত্তব্য। প্রাকৃতিক, শারীরিক ও মানসিকশক্তিসম্ভূত পদার্থাগম ও নির্গম এবং বিনিময়ের জন্য অন্যোন্যসংসর্গ যতটুকু অবশ্যপ্রয়োজনীয় ততটুকুর বিধান উপকারী। এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় মাত্রাতিরিক্ত অধিকার অপর জাতিকে বিশেষতঃ অধিকতর বলশালী জাতিকে দেওয়া কদাচ কর্ত্তব্য নহে। ইউরোপীয় ও আমেরিকাস্থ রাজশক্তির সহিত আপনাদিগের বর্ত্তমান সন্ধির পুনরালোচনা দ্বারা আপনারা বিদেশিগণের বসতি ও ধনচালনার জন্য আপনাদিগের সমগ্র সাম্রাজ্য উন্মুক্ত করিতেছেন বলিয়া মনে হয়। এরূপ নীতি আপনাদিগের সর্ব্বনাশ করিবে বলিয়া আমার কষ্ট হইতেছে। অধিকতর বলশালী জাতিবৃন্দের কোন জাতি একবার একটু প্রবেশাধিকার পাইলে সময়ে তাহা হইতে সেই জাতির পরস্বত্বগ্রাসিনীতির আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী। ইহার আবির্ভাব হইলেই জাপানীদিগের সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত হইবে, এবং জাপানবাসিগণ কর্ত্তৃক আক্রমণ বলিয়া এই সংঘর্ষগুলি

ব্যাখ্যাত হইবে, সুতরাং তাহার প্রতিশোধ লওয়া অবশ্যকর্ত্তব্য বিবেচিত হইবে ; তাহার ফলে দেশের কিঞ্চিদংশ আক্রান্ত হইবে এবং তাহা তাহাদিগের স্বতন্ত্র ভূমিখণ্ড বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে বাধ্য হইতে হইবে ; ইহা হইতে ক্রমে অবশেষে সমগ্র জাপান-সাম্রাজ্য পরাভূত হইবে। সর্ব্বাবস্থাই আপনাদিগের এই নিয়তি পরিহার করা কঠিনসাধ্য হইবে, কিন্তু বিদেশীদিগকে আমার উল্লিখিত অধিকারের অতিরিক্ত দিলে, ইহার পথ আরও সহজ হইবে।"

এই মহাত্মা সত্যসত্যই সমস্ত ভূবনব্যাপী বিষ্ণুর উপলব্ধি করিয়া ধন্য হইয়াছেন।

সার্ব্বজনীন প্রীতিনিবন্ধন কর্ম্ম ও বিষ্ণুপ্রীতিকাম কর্ম্ম একই। ব্যক্তিগত, সম্প্রদায়গত কি স্বদেশ-স্বার্থগত প্রীতিপ্রসূত কর্ম্ম বিষ্ণুপ্রীতিকাম হইতেও পারে, নাও হইতে পারে। ইহা ভগবদ্বিধিপ্রতিকূল হইলে আর বিষ্ণুপ্রীতিকাম হইবে কিরূপে ? তোমার সম্প্রদায়ের গৌরব বর্দ্ধনার্থ কি তোমার সাম্রাজ্যপিপাসা চরিতার্থ করিতে অপর সম্প্রদায়, কি অন্য জাতিকে নির্য্যাতন করিলে তাহাতে বিষ্ণু প্রীত হইতে পারেন না। কারণ, 'সব্ ভূম্ হায় গোপালকী।'

"সব্ ভূম্ হায় গোপাল কী
ইস্‌মে আটক্ কাঁহা ?
জিস্‌কে মন্‌মে আটক্ হায়
ওহি আটক রহা।"

আকবর যে প্রয়োজনে মানসিংহকে এই কবিতাটি প্রেরণ

করিয়াছিলেন তাহা অপেক্ষা মহত্তর বিষয়ে ইহা প্রযোজ্য; সত্যই এই পৃথিবী শ্রীগোপালের, তোমার রাজ্য কি অপরের রাজ্য, এইরূপ সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিতে দেখিবে কেন? যাহার দৃষ্টি সঙ্কীর্ণ মন সঙ্কীর্ণ, সে-ই সঙ্কীর্ণ হইয়া রহে। যে ব্যক্তি, কি জাতি সঙ্কীর্ণমনে এই উদার বিশাল জগৎকে আপনার সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর ভিতরে আনিতে ইচ্ছা ও চেষ্টা করে, ভূমা ভগবান তাহার সঙ্কীর্ণতার প্রতিফল তাহাকে দিয়া থাকেন। রোমান্ ক্যাথলিকদিগের প্রটেষ্ট্যাণ্ট্-পীড়ন ও রোমীয়দিগের বর্ব্বরোৎসাদনের চেষ্টার ফল ইহার দুইটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

পাশ্চাত্য অগ্রণিগনের মধ্যে অনেকে সার্ব্বজনীন মঙ্গল ভুলিয়া স্বদেশের মহিমাবর্দ্ধন মহাব্রত মনে করিয়াছেন। ইহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই হার্বার্ট স্পেন্সার লিয়াছেন:—

"আমাদিগের দেশ—আমাদিগের দেশ—ধর্ম্ম জানে কে? অধর্ম্ম জানে কে?"—এই ধ্বনি আমার নিকট ঘৃণার্হ মনে হয়। স্বদেশপ্রেমের সহিত এই ধ্বনি মিলিত হওয়ায় কিঞ্চিৎ সঙ্গত বলিয়া প্রথমে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু বাহিরের আবরণ দূর করিলেই ইহার অন্তর্গত ভাব যে নিতান্তই ইতর, ইহা স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে। দুই দিকই দেখা যাক্।"

"মনে কর, আমরা কোন বৈদেশীকের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতেছি। এস্থলে স্বদেশহিতৈষণার ধ্বনি ধর্ম্মাত্মক। আত্ম-রক্ষা কেবল সঙ্গত নহে, কর্ত্তব্যও বটে। অপরপক্ষে মনে কর, আমরাই আক্রামক,—পরের দেশ দখল করিয়াছি, কিংবা যে জাতি যে দ্রব্য চাহে না আমরা অস্ত্রবলে তাহাদিগকে তাহা

লইতে বাধ্য করিতেছি, অথবা আমাদিগের দেশের কোন কর্ম্মচারী তাহাদিগের বিরুদ্ধে অন্যায়রূপে শাসনদণ্ড পরিচালনার মন্ত্রণা দিলেন, আমরা তদনুসারে শাসনে প্রবৃত্ত হইলাম। মনে কর, অপর কোন জাতি সম্বন্ধে এমন কোন কার্য্য করা হইতেছে যাহা অন্যায় বলিয়া স্বীকৃত। তখন এই স্বদেশহিতৈষণার ধ্বনিতে কি বুঝিব? যাহারা আমাদিগের বিরোধী তাহারা ধর্ম্ম ধরিয়া আছে; আর আমরাই অধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছি। এস্থলে স্বদেশহিতৈষণার এই ধ্বনির অর্থ—আমরা চাই ধর্ম্মের ধিক্কার, অধর্ম্মের জয়জয়কার। অর্থাৎ শয়তান যাহা চায় আমরাও তাহাই চাই। কয়েক বৎসর অতীত হইল আমার মনের এই ভাবটি—নিশ্চয়ই ইহাকে স্বদেশদ্বেষী ভাব বলা হইবে—এই ভাবটি এমনভাবে প্রকাশ করিয়াছিলাম যে, তাহা শুনিলে অনেকে চকিত হইবেন। 'আমাদিগের স্বার্থানুরোধ' বলিয়া যে দ্বিতীয়বার আফ্‌গানিস্থান আক্রমণ করা হয়, সেই সময়ে আমাদিগের হতকগুলি সৈন্য বিপন্ন হইয়াছে, এই সংবাদ আসিল। আথেনিয়াম ক্লাবে একজন বিখ্যাত সৈনিক পুরুষ—তখন তিনি কাপ্তান ছিলেন, এখন সৈন্যাধ্যক্ষ—এই সংবাদের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করিলেন এবং আমিও তাহার ন্যায় সন্ত্রস্ত হইব মনে করিয়া তাহা পাঠ করিলেন। আমি উত্তর করিলাম, 'যাঁহারা ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, ন্যায়, অন্যায় না দেখিয়া বেতনের জন্য আদেশ হইলেই নরবধ করিতে অগ্রসর হয়, তাহারা হত হইলে আমি বিন্দুমাত্রও কষ্টবোধ করি না।' আমার এই উত্তর শুনিয়া তিনি অবাক্।"

"ইহার প্রত্যুত্তরে যে চীৎকার উত্থিত হইবে তাহা আমি

জানি। কেহ কেহ বলিবেন, এই মত গ্রহণ করিলে রাজশাসন অকর্ম্মণ্য হইবে, সেনা-গঠন অসম্ভব হইবে। প্রত্যেক সৈনিক কি জন্য যুদ্ধ বাধিল তাহার বিচার করিলে কখনও কার্য্য চলিবে না। সামরিক-বিধান শক্তিহীন হইবে এবং যিনি আক্রমণ করিবেন তিনিই আমাদের দেশ জয় করিয়া লইবেন।' এ চিন্তা অমূলক। স্বদেশরক্ষার জন্য যুদ্ধকালে সৈন্যসংহতি এখনও যেমন প্রাপ্তব্য তখনও তেমনি প্রাপ্তব্য থাকিবে। এরূপ যুদ্ধে প্রত্যেক সৈনিকই ধর্ম্মার্থ যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য বুঝিবে। আত্মরক্ষার্থ যুদ্ধ থাকিবেই; অপর দেশ কি জাতি আক্রমণমূলক যুদ্ধ থাকিবে না।"

"বলা যাইতে পারে এবং এরূপ বলা অযৌক্তিকও নহে যে, এরূপ আক্রমণমূলক যুদ্ধ না থাকিলে ত আত্মরক্ষার্থ যুদ্ধও থাকিবে না। কিন্তু কোন জাতি ত এরূপ বিধি করিতে পারে যে তাহারা আত্মরক্ষার্থ যুদ্ধ ভিন্ন পরাক্রমণমূলক যুদ্ধ করিবে না।

"কিন্তু যাঁহারা 'আমাদিগের দেশ—আমাদিগের দেশ—ধর্ম্মই জানে কে? অধর্ম্মই জানে কে?' এইপ্রকার ধ্বনি উত্থিত করে এবং যে ভাবে কিঞ্চিদূর্দ্ধ অশীতি দেশ আমরা আমাদিগের সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়াছি সেইভাবে আরও সাম্রাজ্যভুক্ত করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা এরূপ সামরিক সংযম বিরক্তির চক্ষে দেখিবেন। তাঁহাদিগের মতে রবিবার ধর্ম্মমন্দিরে যে ধর্ম্মনীতি প্রকাশ এবং অঙ্গীকার করা হইল, সোমবার তদনুসারে কার্য্য করা অপেক্ষা ঘোরতর নির্ব্বুদ্ধিতা কিছুই হইতে পারে না।"

যাহারা রাজ্য লালসায় সনাতন ধর্ম্ম ভুলিয়া যায়, বিশ্বব্যাপী প্রভু তাহাদের "অদ্য অব্দশতান্তে বা" মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝাইয়া দেন

যে, যে জাতি সার্ব্বজনীন মঙ্গল ও স্বদেশ মঙ্গল বিসংবাদী বলিয়া জানে, সেই জাতি অতিশয় মূর্খ. তাহারা আপন চরণে কুঠারাঘাত করে।

যিনি ভগবানকে ভালবাসিয়াছেন, তিনি ত সমস্ত জগৎকে আপনার ক্রোড়ে স্থান দিয়াছেন. সুতরাং সমগ্র জগতের মঙ্গল ভিন্ন তাঁহার দৃষ্টিতে অপর কিছু লক্ষ্য হয় না। ভগবানের আরাধক সমদর্শী, তিনি ছোট বড় সকলকেই ভালবাসেন।

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥

ভগবদ্ গীতা। ৫।১৮

'বিদ্যা-বিনয়-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, আর গরু, হাতী, কুকুর আর কুকুর-খাদক চণ্ডাল, সুধীগণ সকলকেই সমান চক্ষে দেখেন।' ইহারই আভ্যন্তরীণ তত্ত্ব—"যত্র জীবস্তত্র শিবঃ।" যুধিষ্ঠিরের জগৎব্যাপী প্রেম তাঁহার সারমেয়ের সংবাদ প্রচার করিতেছে। আমাদিগের প্রেমচক্রে ইতর জীব ও উদ্ভিদের কি উচ্চস্থান তাহা গৃহস্থের দৈনিক পঞ্চযজ্ঞে ভূতযজ্ঞের বিধান দ্বারাই বোঝা যাইতেছে। ভূতযজ্ঞে যেমন ইতর জীবকে ভোজ্যদান করিতে হয়, তেমনি উদ্ভিদে জলসিঞ্চন করিতে হয়।

ল্যাফ্‌কেডিও হার্ণের "আনফেমিলিয়ার জাপান" নামক পুস্তকে পড়িয়াছি, তিনি কোন স্থানে দেখিয়াছেন—গৃহস্থ তাঁহার পালিত পশুগুলি পীড়িত না হয় ও মৃত্যুর পরে তাহাদিগের আত্মা সুখে অবস্থান করে, তজ্জন্য দেবতার নিকট প্রার্থনা করেন। তিনি দেখিয়াছেন— শরীর পুঁতিবার সময়ে পশুর আত্মার

জন্য প্রার্থনা হইতেছে। টোকিওর একোইন মন্দিরে পশুদিগের স্মৃতিচিহ্ন রাখা হইয়াছে, তথায় প্রত্যেক দিন প্রাতঃ কালে তাহাদিগের আত্মারজন্য প্রার্থনা হয়।

আমাদিগের তর্পণ পিণ্ডদানের ব্যবস্থা কি উদার বিশ্বজনীন প্রেমের পরিচায়ক! তর্পণের মন্ত্র—

ওঁ আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং জগত্তৃপ্যতু।

—'ব্রহ্মা হইতে তৃণশিখা পর্য্যন্ত সমস্ত জগৎ তৃপ্ত হউক।'

ওঁ দেবা যক্ষাস্তথা নাগা গন্ধর্ব্বাপ্সরসোঽসুরাঃ।
ক্রূরাঃ সর্পাঃ সুপর্ণাশ্চ তরবো জিহ্মগাঃ খগাঃ।
বিদ্যাধরা জলাধারাস্তথৈবাকাশগামিনঃ।
নিরাহারাশ্চ যে জীবাঃ পাপে ধর্ম্মে রতাশ্চ যে।
তেষামাপ্যায়নায়ৈতদ্দীয়তে সলিলং ময়া॥

'দেবতা, যক্ষ, নাগ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, অসুর, সর্প, গরুড়জাতীয় পক্ষী, বৃক্ষ, বক্রগতি জীব, বিহঙ্গগণ, বিদ্যাধর, জলচর, খেচর, নিরাহার, পাপী. ধার্ম্মিক, সকলের তৃপ্তির জন্য এই জল দিতেছি'।

পিণ্ডদানের মন্ত্র :—

পশুযোনিং গতা চ যে পক্ষীকীটসরীসৃপাঃ।
অথবা বৃক্ষযোনিস্থাস্তেভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহম্॥

'পশু, পক্ষী, কীট, সরীসৃপ, বৃক্ষ—সকলকে পিণ্ড দিতেছি।'

জৈনদিগের পশুচিকিৎসা ও বৃদ্ধ নিরুপায় পশুরক্ষার জন্য "পিঞ্জরাপোল' প্রভৃতির বন্দোবস্ত মনে হইলে কি আনন্দ হয়! এইরূপ সার্ব্বভৌমিক প্রীতি কি মধুর! কি মধুর!

"He prayeth best who loveth best
All things both great and small;
For the dear God who loveth us,
He made and loveth all."

*Coleridge.*

—'তিনিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপাসনা করেন যিনি ছোট বড় সকল পদার্থকেই যৎপরোনাস্তি ভালবাসেন, কেন না, সেই প্রিয় ভগবান যিনি আমাদিগকে ভালবাসেন তিনি সকলকেই সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সকলকেই ভালবাসেন।'

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥

ভাগবত ; ১১।২।৪৫

---

—'যিনি সকল ভূতে আত্মভগবদ্ভাব এবং পরমাত্মা ভগবানে সকল ভূত অবস্থিত আছে দর্শন করেন, তিনি ভক্তশ্রেষ্ঠ।'

প্রীতিভূমিতে বিচরণ করিয়া নিষ্কাম কর্ম্মের উদ্দীপনা কোথায় বুঝিলাম।

---

## নিষ্কাম কর্ম্ম—জ্ঞান পথে

এখন জ্ঞানপথারূঢ় ব্যক্তির কর্ম্মকেন্দ্র কি ও কর্ম্মপ্রণোদনা কোথায় বুঝিতে চেষ্টা করিব।

জ্ঞানের দ্বারাই ত দেখিতে পাই সমস্ত বিশ্ব ও "আমি" এক তত্ত্বেরই বিবিধরূপে প্রকাশ।

অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।

ভগবদ্গীতা ; ১৩।১৬

'তিনি সমস্ত ভূতে অবিভক্ত—প্রকৃতপক্ষে এক, কিন্তু বাহ্য উপাধির পার্থক্য হেতু পৃথক্ পৃথক্ বলিয়া মনে হয়।'

অধ্যাত্মবিজ্ঞান এই সত্য প্রকাশ করিতেছেন। প্রকৃতি-বিজ্ঞানও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন অথবা হইতেছেন। ইহাই যদি হইল তবে আর 'আমি' রহিল কোথায়? 'আমি' ও বিশ্ব ত এক। যোগবাশিষ্ঠে মহর্ষি বশিষ্ঠ জ্ঞানভূমির সোপান প্রদর্শন করিয়াছেন :—

জ্ঞানভূমিঃ শুভেচ্ছাখ্যা প্রথমা সমুদাহৃতা।
বিচারণা দ্বিতীয়া স্যাত্তৃতীয়া তনুমানসা॥
সত্ত্বাপত্তিশ্চতুর্থী স্যাত্ততোঽসংসক্তিনামিকা।
পদার্থভাবনী ষষ্ঠী সপ্তমী তুর্য্যগা গতিঃ॥

যোগবাশিষ্ঠ। উৎপত্তি। ১১৮,৫,৬

'শুভেচ্ছা প্রথম জ্ঞানভূমি; বিচারণা দ্বিতীয় জ্ঞানভূমি; তনুমানসা তৃতীয়; সত্ত্বাপত্তি চতুর্থ; অসংসক্তি পঞ্চম; পদার্থ-ভাবনা ষষ্ঠ; তুর্য্যগ গতি সপ্তম।

স্থিতঃ কিং মূঢ় এবাস্মি যোক্ষ্যেঽহং শাস্ত্রসজ্জনৈঃ।
বৈরাগ্যপূর্ব্বমিচ্ছেতি শুভেচ্ছেত্যুচ্যতে বুধৈঃ॥ ঐ ঐ ঐ ৮

'আমি কেন মূঢ় হইয়া আছি, আমি বৈরাগ্যের ভাব লইয়া শাস্ত্রালোচনা করিব ও সজ্জনের সহিত মিশিব, এই প্রকারের যে ইচ্ছা, পণ্ডিতগণ তাহাকেই প্রথম জ্ঞানভূমি 'শুভেচ্ছা' বলিয়া থাকেন।'

শাস্ত্রসজ্জনসম্পর্কৈর্বৈরাগ্যাভ্যাসপূর্ব্বকম্।
সদাচারপ্রবৃত্তা যা প্রোচ্যতে সা বিচারণা ॥

ঐ ঐ ঐ ৯

'শাস্ত্রানুশীলন ও সজ্জনসঙ্গতি দ্বারা বৈরাগ্যাভ্যাস পূর্ব্বক সত্য কি? অসত্য কি? স্থায়ী কি? অস্থায়ী কি? আত্মা কি? অনাত্মা কি? কর্ত্তব্য কি? অকর্ত্তব্য কি? বন্ধন কি? মোক্ষ কি? এইরূপ সদাচারপ্রবৃত্ত যে বিচার, তাহার নাম বিচারণা।'

বিচারণা শুভেচ্ছাভ্যাং ইন্দ্রিয়ার্থেষরক্ততা।
যাত্র সা তনুতাভাবাৎ প্রোচ্যতে তনুমানসা ॥

ঐ ঐ ঐ ১০

প্রথমে শুভেচ্ছা জন্মিলে পরে সদসৎ বিচারণা দ্বারা ইন্দ্রিয়ভোগ্যবিষয় অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান হওয়ায় তাহাতে যে অরতি জন্মে; তাহার নাম তনুমানসা—অর্থাৎ তখন আর মন বিষয়ের দিকে ধাবিত হইতে চাহে না, মনের স্থূলত্ব ঘুচিয়া সূক্ষ্মত্ব প্রাপ্তি হয়।'

ভূমিকাত্রিতয়াভ্যাসাচ্চেত্যেঽর্থে বিরতের্বশাৎ।
সত্ত্বাত্মনি স্থিতিঃশুদ্ধে সত্ত্বাপত্তিরুদাহৃতা ॥

ঐ ঐ ঐ ১১

'শুভেচ্ছা, বিচারণা ও তনুমানসা এই তিন জ্ঞান-ভূমি অভ্যাস করিয়া চারিদিকে প্রলোভনের বিষয়ে বিরক্তিবশতঃ যে সময়ে নির্মল আত্মাতে মন স্থির হয়, সেই অবস্থার নাম সত্ত্বাপত্তি।'

দশাচতুষ্টয়াভ্যাসাদসংসর্গফলায় যা।
রূঢ়সত্ত্বচমৎকারাৎ প্রোক্তা সংসক্তিনামিকা॥

ঐ ঐ ঐ ১২

"শুভেচ্ছা, বিচারণা, তনুমানসা ও সত্তাপত্তি এই চতুষ্টয় জ্ঞান-ভূমি অভ্যাস করায় যে চমৎকার সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হয়, যাহা দ্বারা বিষয়াসক্তি সমূলে নষ্ট হয়, তাহার নাম অসংসক্তি।"

ভূমিকা পঞ্চকাভ্যাসাৎ স্বাত্মারামতয়া ভৃশম্।
অভ্যন্তরাণাং বাহ্যানাং পদার্থানামভাবনাৎ॥
পরপ্রযুক্তেন চিরং প্রযত্নেন বিবোধনম্।
পদার্থভাবনা নাম ষষ্ঠী সংজায়তে গতিঃ॥

ঐ ঐ ঐ ১৩, ১৪

"শুভেচ্ছা, বিচারণা, তনুমানসা, সত্তাপত্তি ও অসংসক্তি এই পঞ্চ জ্ঞান-ভূমির অভ্যাস দ্বারা ব্রহ্মেতে নিবৃত্তিলাভ করিলে, ভিতরের ও বাহিরের পদার্থের চিন্তা দূর হয়, এই সকল চিন্তা দূর হইয়া গেলে যে সযত্ন প্রকৃত আত্মতত্ত্বের চিন্তা হয়, তাহার নাম পদার্থভাবনা।"

ভূমি ষট্‌কচিরাভ্যাসাদ্ভেদস্যানুপলম্ভতঃ।
যৎ স্বাভাবিকনিষ্ঠত্বং সা জ্ঞেয়া তুর্য্যগা গতিঃ॥

ঐ ঐ ঐ ১৫

'পূর্ব্বোক্ত ছয়টি জ্ঞান-ভূমির অভ্যাসবশতঃ আত্মপর ভেদজ্ঞান ভাঙ্গিয়া গেলে ব্রহ্মেতে যে স্বাভাবিকী নিষ্ঠার উদয় হয়, তাহারই নাম তুর্য্যগা গতি।'

যে হি রাম মহাভাগাঃ সপ্তমীভূমিমাগতাঃ।
আত্মারামা মহাত্মানস্তে মহৎপদমাগতাঃ॥

ঐ ঐ ঐ ১৬

'হে রামচন্দ্র, যে সকল মহাভাগ জ্ঞান-ভূমির সপ্তম অবস্থা অর্থাৎ তুর্য্যগা গতি প্রাপ্ত হন, সেই মহাত্মাগণ আত্মারাম হইয়া ব্রহ্মপদ লাভ করেন।'

'ভেদস্যানুপলম্ভতঃ'—ভেদের উপলব্ধি নাই বলিয়া যে স্বাভাবিকী নিষ্ঠার উদয় তাহাই তুর্য্যগা গতি। এ অবস্থায় সব একাকার, আত্মপর-ভেদ কোথায় চলিয়া গিয়াছে। সাত্ত্বিক জ্ঞান হইলেই আর ভেদ থাকে না।

সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্॥

ভগবদ্গীতা। ১৮।২০

'যে জ্ঞানে সকল ভূতে এক অব্যয়ভাবের অর্থাৎ আত্মবস্তুর দর্শন হয়, সকল বিভক্ত পদার্থে এক অবিভক্ত সত্তা উপলব্ধি হয়, সেই জ্ঞানকে সাত্ত্বিক জ্ঞান বলিয়া জানিবে।'

এক অবিভক্ত সত্তা, এক অব্যয় বস্তু, সুতরাং এক সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণু ভিন্ন 'আমি' 'তুমি' প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ক্ষুদ্র পদার্থ কিছুই দৃষ্টিপথে আসিতেছে না। জ্ঞানের এই উচ্চমঞ্চে আরোহণ করিলে দেখিবে, তথায় আর 'আমি এই চাই', 'আমি এই ফল পাইব' এইরূপ সঙ্কীর্ণ ক্ষুদ্র কামনার স্থান নাই। 'অল্প' দূরে সরিয়া গিয়াছে, 'ভূমা' চতুর্দ্দিক আলোকিত করিয়া রহিয়াছেন। গোষ্পদের স্থলে অনন্ত প্রশান্ত সাগর প্রসারিত। এ অবস্থায়—

জীবন্মুক্তা ন সজ্জন্তি সুখদুঃখরসস্থিতৌ।
প্রকৃতেনার্থকার্য্যাণি কিঞ্চিৎ কুর্ব্বন্তি বা ন বা॥
যোগবাশিষ্ঠ। উৎপত্তি। ১১৮।১৮

'জীবন্মুক্ত—তুর্য্যগাগতিপ্রাপ্ত মহাত্মাগণ—সুখ কিংবা দুঃখে আসক্ত হন না। কোন কার্য্য করেন কি না করেন তৎসম্বন্ধে স্বতঃ প্রবৃত্তি থাকে না।' কিন্তু—

পার্শ্বস্থবোধিতাঃ সন্তঃ সর্ব্বাচারক্রমাগতম্।
আচারমাচরন্ত্যেব সুপ্রবুদ্ধবদক্ষতম্॥
ঐ ঐ ঐ ১৯

'পার্শ্বস্থ কর্ত্তৃক বোধিত হইয়া, অর্থাৎ লোকসমাজ কর্ত্তৃক উদ্বুদ্ধ হইয়া সুপ্রবুদ্ধ ব্যক্তির ন্যায় পুরুষানুক্রমে সমাজের যে আচার চলিয়া আসিয়াছে, তাহা পালন করেন কিন্তু আসক্তিদ্বারা কখনও ক্ষত হন না।'

আত্মারামতয়া তাংস্তু সুখয়ন্তি ন কাশ্চন।
জগৎক্রিয়াঃ সুসংসুপ্তান্ রূপালোকাঃ স্ত্রিয়ো যথা॥
ঐ ঐ ঐ ২০

'গাঢ় নিদ্রাভিভূত ব্যক্তিকে যেমন রূপপ্রভাবিশিষ্টা নারীগণ প্রলুব্ধ করিতে পারে না, তেমনি জগতের ক্রিয়াগুলি তাঁহাদিগের প্রাণে কোন (লৌকিক) সুখ উৎপাদন করিতে পারে না, কারণ তাঁহারা আত্মারাম—আত্মক্রীড়ারত; বাহ্যসুখ তাঁহাদিগের নিকটে সুদূর পরাহত।'

বশিষ্ঠ "পার্শ্বস্থবোধিতাঃ" বলিয়া যাহা মনে করিয়াছেন,

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ "চিকীর্ষু লোকসংগ্রহম্" বলিয়া তাহাই বুঝাইতেছেন।

সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষু লোকসংগ্রহম্॥

ভগবদ্গীতা, ৩।২৫

'হে অর্জ্জুন, অজ্ঞ ব্যক্তি যেমন আসক্ত—মোহাভিভূত হইয়া কর্ম্ম করিয়া থাকে, জ্ঞানী ব্যক্তি অনাসক্ত—মোহমুক্ত হইয়া লোক-সমাজের রক্ষা ও উন্নতির জন্য তেমনি কর্ম্ম করিবেন।'

জ্ঞানীর কর্ম্মপ্রণোদনা, বশিষ্ঠের ভাষায় "পার্শ্বস্থবোধনে" এবং শ্রীকৃষ্ণের ভাষায় "লোকসংগ্রহচিকীর্ষায়।" সেই যে "সর্ব্বস্যেশানঃ" "ভূতাধিপতি" "ভূতপাল" "সেতুর্বিধরণ এষাং লোকানামসম্ভেদায়", লোকবিধৃতিসেতু, তাঁহারই সেই লোক-রক্ষার্থ জ্ঞানী কর্ম্ম করিয়া থাকেন। নিজের প্রার্থনীয় কিছুই নাই—মাত্র লোকসংগ্রহ অথবা জগতে সচ্চিদানন্দ প্রতিষ্ঠা তাঁহার কর্ম্মকর্ত্তৃত্ব।

জ্ঞানে যখন 'আমি'র স্থলে 'ভূমা' বিরাজমান তখন জ্ঞানীর কর্ম্মকেন্দ্র যে সেই 'ভূমা' তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। ভক্ত ও জ্ঞানী উভয়েরই একই কর্ম্মকেন্দ্র।

# লোকসংগ্রহ

ব্যক্তিগত, সম্প্রদায়গত, সমাজগত, জাতিগত, রাষ্ট্রগত উন্নতির জন্য যে কর্ম্ম করা প্রয়োজনীয়, সকলেরই এই এক কর্ম্ম-কেন্দ্র, কারণ, মূল এক, শাখা-প্রশাখা বহু ও ভিন্ন ভিন্ন। "একোঽহং বহু স্যাম্" যাঁহার ব্যক্তিসূচক উক্তি, তিনি এমনই ভাবে এই বহুত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন যে, এমন একটি ব্যক্তি নাই যাহার আকৃতি ও প্রকৃতি অপর কাহারও আকৃতি বা প্রকৃতির সহিত এক বলা যাইতে পারে। কচিৎ দুইটি যমজ ভাইয়ের আকৃতি প্রায় একরূপ হইলেও তাহাদিগের মধ্যে কত প্রভেদ দেখিতে পাই। বৈচিত্র্য ও বৈষম্যই লীলাময়ের লীলার ভিত্তি। এইরূপ পার্থক্য না থাকিলে লীলাই চলিতে পারিত না। তাই প্রকৃতিজ গুণ এবং আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক আবেষ্টন প্রভাবে ব্যক্তিগত, সম্প্রদায়গত, জাতিগত, রা বৈচিত্র্যের অন্ত নাই; কিন্তু এত বৈচিত্র্যের অন্তরালে একত্ব রহিয়াছে। কেন না, যাঁহার এই অসংখ্য অভিব্যক্তি তিনি এক, অদ্বিতীয়। প্রাকৃতিক ধর্ম্ম, শিক্ষা, দীক্ষা, ক্ষিতি, জল, বায়ু, স্থানীয় বিবিধ দৃশ্য, স্পৃশ্য, খাদ্যাদি প্রভাবে বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন জাতিতে, বিভিন্ন সমাজে, বিভিন্ন ব্যক্তিতে বিভিন্ন ভাবে শক্তি ক্রিয়া করিতেছে এবং তদনুসারে আচার, বিচার, স্বভাব, সংস্থিতি, শীল, ব্যবহার, রীতি, নীতি পৃথক্ পৃথক্ হইলেও সকলেরই মুখ্য উদ্দেশ্য এক সচ্চিদানন্দ প্রতিষ্ঠা। যেমন বিবিধ যন্ত্রের, বিবিধ বাদ্যের একতান সঙ্গতি, তেমনি অসংখ্য প্রাণীর অসংখ্য শক্তিচালনার

সচ্চিদানন্দ-প্রতিষ্ঠাই সঙ্গতি। ব্যক্তিগত, সম্প্রদায়গত, জাতিগত, কায়িক, বাচিক, মানসিক প্রভিন্ন প্রচেষ্টা ও ভাবনা সেই এক মূলতত্ত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য পরস্পরের অভাবপূরক (Complementary)। সেই এক আদি মহাগৃহস্থের একতন্ত্রী গৃহস্থালী সাধনে অগণ্য জীব, অগণ্য উপকরণ সংগ্রহ করিতেছে। আমার যাহা নাই তাহা তুমি আনিতেছ, তোমার যাহা নাই তাহা আমি আনিতেছি, এদেশে যাহা নাই তাহা ওদেশ হইতে যোগাইতেছে, ওদেশের যাহা নাই তাহা এ দেশ দিতেছে, পৃথক্ পৃথক্ দেশে, পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সভ্যতার ও উন্নতির ধারা চলিতেছে। এসিয়ার ধারা ও ইউরোপের ধারা এক নহে, ভারতের ধারা ও ইংলণ্ডের ধারা এক নহে এবং এক দেশেও পৃথক্ পৃথক্ সম্প্রদায়ে প্রভেদ দৃষ্ট হয়। এই প্রভেদগুলি অভাবপূরক। আমি তোমা হইতে আমার অভাব পূরণ করিয়া লইতেছি, এদেশ ওদেশ হইতে অভাব পূরণ করিয়া লইতেছে। এ অভাবপূরণে যাহা সমীচীন তাহাই গঠিত হইতেছে এবং সমগ্র সমীচীন সাধনের পরিণতি একে। সেই একই প্রত্যেকের লক্ষ্য। লোকসংগ্রহ তন্মুখ।

এই লোকসংগ্রহব্যাপারে প্রত্যেকরই কিছু দেয়, কিছু আহরণীয় আছে। এখানে ছোট বড় কেহ নাই। সকলেই এই মহাযজ্ঞের যাজ্ঞিক। রাজা ও রাখাল, ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল, ইংরাজ ও কাফ্রি সকলেরই এই যজ্ঞে হবনীয় কিছু চাই। প্রত্যেক ব্যক্তি, প্রত্যেক সম্প্রদায়, প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক রাষ্ট্রের এজগতে কিছু কর্ত্তব্য আছে। কেহই বৃথা জন্মে নাই। একটি পরমাণুরও অস্তিত্ব বৃথা নহে। এ পৃথিবীতে কোন বস্তু, কোন ব্যক্তি নিরর্থক

নহে। প্রত্যক্ষ দেখিতেছি আবর্জ্জনায় কেমন সারের উৎপত্তি। প্রকৃতি-বিজ্ঞান "খুঁটিনাটী ময়লামাটী" হইতে কত রত্ন সংগ্রহ করিতেছেন! মানুষের মধ্যে আমরা যাহাকে হীন, জঘন্য মনে করিতেছি, সেই ব্যক্তি এই মহাযজ্ঞে কি আহুতি দিতেছে তাহা কি আমরা যথাযথ ভাবে বুঝিতে পারি? আমি বরিশালে গোপাল মেথর নামে একটি মেথরকে জানিতাম। সে কর্ত্তব্য-নিষ্ঠায় আমাদের গুরুস্থানীয় ছিল। আর মেথরের যাহা বাহ্যিক কর্ত্তব্য, তাহাই কি হীন? শুনিতে পাই গুরুদেব প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় কোন স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইবার সময়ে বিদায়কালে মেথরাণীকে আহ্বান করিয়া কিঞ্চিৎ বকৃশিস দিয়া, তাহাকে ভূমিষ্ঠ প্রণতিপূর্ব্বক গদ্‌গদস্বরে বলিয়াছিলেন— "মা, তুমি জননীর ন্যায় মলমূত্র দূর করিয়া যে উপকার করিয়াছ, সে ঋণ ত শোধ দিবার সাধ্য নাই।" মেথর-মেথরাণীর কার্য্যের মহত্ত্ব কি আমরা কখনও মনে করি? সত্যই ত আমাদিগের শৈশবে মা যাহা করিতেন, যৌবনে ও বার্দ্ধক্যে তাঁহারা তাহাই করিয়া, আমাদিগের বাসস্থান পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন রাখিয়া দুর্গন্ধাদি নাশ করিয়া মানসিক প্রসাদ ও স্বাস্থ্যের উন্নতি সম্পাদন করেন। মেথর যদি বুঝিত যে মানুষের চিত্তপ্রসাদবৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য কর্ত্তা তাহার স্কন্ধে এই গুরুভার ন্যস্ত করিয়াছেন—সত্যই মায় প্রাণ লইয়া আমাদিগের মল মূত্র মুক্ত করা তাহার কর্ত্তব্য, তাহা হইলে আর সে কখনও আপনার অদৃষ্টকে ধিক্কার দিত না, আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে সে তাহার কার্য্য করিয়া যাইত। আমরাও যদি তাহার কার্য্যকে এই চোখে দেখিতাম তাহা হইলে

আমরাও গোস্বামী মহাশয়ের ন্যায় তাহা স্মরণে কৃতজ্ঞতায় আনন্দ হইতাম। কাষ্ঠচ্ছেদক যদি মনে করিত ভগবান তাহাকে কি সুন্দর কর্ত্তব্যের ভারই দিয়াছেন, তাহার কুঠারচ্ছিন্ন কাষ্ঠদ্বারা প্রত্যহ পঞ্চাশ জনের অন্নব্যঞ্জনাদি রন্ধন হইতেছে, তাহাকে কর্ত্তা এতগুলি লোকের দেহ পোষণের সহায় করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা হইলে তাহার কুঠারের প্রত্যেক আঘাতে অমৃত-ধারা বহিতেছে দেখিতে পাইত; আমরাও এই ভাবে তাহার কার্য্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে তাহার গলদ্ঘর্ম্ম শরীরের প্রত্যেক স্বেদবিন্দু মুক্তাবিন্দু মনে করিতাম। কৃষক দ্বিপ্রহর রৌদ্রে চাষের সময়ে যদি মনে করিত, যে কত কত লোকের অন্ন সংস্থানের জন্য কর্ত্তা তাহাকে পরিশ্রম করাইতেছেন, কি মধুর ব্যাপারেই তাহাকে নিযুক্ত রাখিয়াছেন, তাহা হইলে সে তাহার পরিশ্রমকে পরিশ্রম বলিয়াই মনে করিত না, আর চাষা বলিয়া আপনাকে কখনও হেয় মনে করিত না। আমরাও যদি এইরূপ ধারণা লইয়া তাহার ভূমিকর্ষণের দিকে দৃষ্টি করিতাম, তাহা হইলে কত প্রীতিপূর্ব্বক তাহার পরিশ্রমের গুরুত্ব বুঝিতাম! রাজা বুঝিতেন যে, তাঁহার অন্নদাতা তাঁহার প্রজা কৃষকগণই, এবং ইহা বুঝিয়া কতই না তাহাদিগকে আদর করিতেন!

যে মেথর, যে কাষ্ঠচ্ছেদক, যে কৃষক আপনার কর্ত্তব্যই এই ভাবে বুঝিয়াছেন, তাঁহার আর নিজের আহারের চিন্তা থাকে না, তিনি আর তাঁহার পরিবার পোষণের জন্য উদ্বিগ্ন থাকেন না, তিনি জানেন তাঁহার বন্দোবস্ত কর্ত্তাই করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহার কেবল কর্ত্তার আজ্ঞানুসারে কার্য্য করিয়া যাইতে হইবে

এবং কর্ত্তা যে তাঁহার বিরাট পরিবার ভরণের কার্য্যে তাঁহাকেও তাঁহার ক্ষুদ্র শক্তি প্রয়োগ করিতে দিয়াছেন--শ্রীরামচন্দ্রের অতি প্রকাণ্ড সেতু-বন্ধ ব্যাপারে যে কাষ্ঠমার্জ্জারেরও কিঞ্চিৎ করণীয় আছে—ইহা ভাবিয়া আনন্দে ভরপূর হন। তিনি আর নিজের ভাবনা ভাবিয়া ভাবিয়া শরীর ক্ষয় করেন না, তিনি আর আপনাকে হেয় মনে করেন না, তিনি "বিষ্ণু প্রীতিকাম" হইয়া তাঁহার কর্ত্তব্য করিয়া যান, তিনি "লোকসংগ্রহচিকীর্ষায়" তাঁহার শক্তির সুব্যবহার করিয়া লন। তিনি জানেন লোকে তাঁহাকে হীন মনে করিলে কি হইবে? তিনি যে স্বয়ং ভগবান্ কর্ত্তৃক আদৃত, তিনি যে তাঁহার মহিমময় লীলাসৌকর্য্যার্থ তাঁহাকেও তাঁহার কার্য্যে আহ্বান করিয়াছেন। তিনি চর্ম্মকার ভক্তশ্রেষ্ঠ রবিদাসের ভাষায় গান—

> সুরসরিসলিলকৃত বারুণীরে
> সন্তজন করত নাহি পানং।
> সুরা অপবিত্র ন ত অবর জলরে
> সুরসরি মিলত নাহি হোহি আনং॥

'সত্য বটে, সাধুজন গঙ্গাজলকৃত সুরা পান করেন না, কিন্তু সুরা যদি গঙ্গাজলে পড়িয়া মিলিয়া যায়, তাহা হইলে সে আর অপবিত্র সুরা থাকে না, অন্য জল বলিয়াও গণ্য হয় না।' এই উচ্চ পদবীতে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত।

সুবিখ্যাত সাধু সেণ্ট অ্যাণ্টনি এইরূপ একটী চর্ম্মকার সম্বন্ধে দৈববাণী পাইয়াছিলেন। বহুকালব্যাপী তপস্যার পরে অ্যাণ্টনি দেবতার এই বাণী শ্রবণ করিলেন যে, আলেকজাণ্ড্রিয়ায় এক

চর্ম্মকার আছেন, তিনি ভক্তের রাজা। অমনি দ্রুতপদে তিনি তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন করিতে গেলেন। যাইয়া দেখিলেন তিনি ভগবদ্গত হইয়া স্বকীয় বৃত্তি চালাইতেছেন; এবং আপনাকে অপর সকলের পদতলস্থ বলিয়া মনে করিতেছেন। তাঁহার কোন কঠোর তপস্যার প্রয়োজন হয় নাই। ভগবানকে কর্ম্মকেন্দ্র করিয়া লইয়াছেন বলিয়াই বাসনাগ্রন্থি ছিন্ন হইয়াছে এবং তিনি ঐরূপ উচ্চ অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

অপর এক সাধুর জীবনচরিতে পড়িয়াছি—তিনি চল্লিশ বৎসর ভীষণ তপস্যার পরে আদেশ শুনিলেন যে, নিকটস্থ এক গ্রামের একটি 'সং' তাঁহা অপেক্ষা অনেক উচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত। তিনি অমনি তাঁহার দর্শনাভিলাষী হইয়া সেই গ্রামে গমন করিলেন। তথায় তিনি দেখিলেন এক স্থানে অনেক লোকের সমাবেশ হইয়াছে, তাহারা এক সংএর ক্রীড়া দেখিতেছে এবং উচ্চহাস্যের রোল তুলিয়াছে। তিনি তাহাদিগের নিকটে সংএর নাম জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, যাঁহার বিষয়ে আদেশ শুনিয়াছিলেন ইনিই সেই সং। ক্রীড়া শেষ হইলে তিনি তাঁহার পশ্চাদ্গমন করিলেন এবং কোন নিভৃত স্থানে জিজ্ঞাসা করিলেন তিনি কি সদনুষ্ঠান, কি তপস্যা করিয়া ভগবানের এত প্রিয় হইয়াছেন? সং ত অবাক্। তিনি বলিলেন, "আমি ত আমার কোন তপস্যা কি সদনুষ্ঠান দেখিতে পাই না।" সাধু কিছুতেই তাঁহাকে ছাড়েন না, অবশেষে অনেক অনুনয়, বিনয় ও "পীড়াপীড়ি"র পরে বলিলেন, "হাঁ, একদিন একটি কার্য্য করিয়াছিলাম, তা সেটা বেশী কিছু ভাল নয়, তবে মন্দও না।" সাধু

সেই কার্য্যটির বিবরণ শুনিতে চাহিলে, বলিলেন :—"আমি ত সং সাজিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করি। একদিন একটি নারী দেখিলাম, মুখ অবগুণ্ঠনে আবৃত করিয়া ভিক্ষা করিতেছেন। অনুসন্ধানে জানিলাম তাঁহার পতি ঋণের দায়ে কারাবদ্ধ। উপজীবিকার কোন পন্থা নাই বলিয়া ভিক্ষা করিতে হইতেছে। ইঁহারই বাড়ীতে আমি সং সাজিয়া কয়েক দিন পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ উপার্জ্জন করিয়াছিলাম। তাঁহার কষ্ট দূর করিতে বড়ই ইচ্ছা হইল। তাঁহার পতির ঋণের পরিমাণ জানিতে চাহিলাম। শুনিলাম চারি শত মুদ্রা। গৃহে আসিয়া আমার স্বর্গীয় সহধর্ম্মিণীর গহনার বাক্স খুলিলাম। তাহাতে যাহা পাইলাম তাহার মূল্য দুইশত মুদ্রার অধিক হয় না। বড় বিপদে পড়িলাম। পরে ভাবিলাম আমিত প্রত্যহই উপার্জ্জন করিতেছি, কোনরূপে আমার দিন চলিয়া যাইবে, আমার সং সাজার বেশগুলি প্রায় সমস্তই বিক্রয় করিলে বোধ হয় আর দুইশত মুদ্রা পাইব। ইহা ভাবিয়া তাহাই বিক্রয় করিয়া ঋণ পরিশোধ করিলাম। তাঁহার স্বামী মুক্ত হইলেন। ইহা ত' উল্লেখযোগ্য কিছু নহে।" সাধু বুঝিলেন ইঁহার এই কার্য্যের কেন্দ্র কোথায় এবং কেন ইনি ভগবজ্জনগণ মধ্যে মহীয়ান হইয়াছেন। ইঁহারা সঙ্কীর্ণ স্বার্থ ভুলিয়া লোক-সংগ্রহচিকীর্ষায় এইরূপ কার্য্য করিয়াছেন, সুতরাং এমন উচ্চপদস্থ।

এ ক্ষেত্রে ছোট কিছুই নাই পূর্ব্বেই বলিয়াছি। মহাভারতের শক্তুপ্রস্থ যজ্ঞের আখ্যায়িকা তাহাই প্রমাণ করিতেছে। যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞ শক্তুপ্রস্থ যজ্ঞের তুলনায় অতি হীন হইয়া

গেল। অশ্বমেধ যজ্ঞের সমাপ্তি হইবামাত্র এক অদ্ভুত নকুল যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া লুটিতে লাগিল। তাহার মস্তক ও অর্দ্ধশরীর সুবর্ণময়। লুটিতে লুটিতে সে বলিল, "এই অশ্বমেধযজ্ঞ শক্তুপ্রস্থ যজ্ঞের তুলনায় অতি নিকৃষ্ট।" উপস্থিত ব্যক্তিগণ ইহা শুনিয়া বিস্মিত হইয়া এই নিন্দার হেতু জিজ্ঞাসা করিলেন। নকুল বলিল :—"কুরুক্ষেত্রে একটি ব্রাহ্মণ ছিলেন। উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহার এক পত্নী, এক পুত্র ও এক পুত্রবধূ ছিল। প্রতিদিন দিবসের ষষ্ঠভাগে উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা যাহা সংগৃহীত হইত তাহাই ইহারা ভোজন করিতেন। কোন কোন দিন উপবাসও করিতে হইত। এক সময়ে দারুণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল, তখন ব্রাহ্মণ পরিবারের কষ্টের উপরে কষ্টবৃদ্ধি হইল। অনেক সময়েই অনাহারে থাকিতে হইত। একদিন অতি কষ্টে ব্রাহ্মণ সামান্য কিঞ্চিৎ যব সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা দ্বারা শক্তু প্রস্তুত হইল। পরিবারস্থ চারি ব্যক্তির একবেলা কোনরূপে ক্ষুন্নিবৃত্তি হইতে পারে এই পরিমাণ শক্তুর সংস্থান হইল। সেই শক্তু বিভাগ করিয়া ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণী, পুত্র ও পুত্রবধূ আহার করিতে বসিয়াছেন, এমন সময়ে এক অতিথি উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে আদর অভ্যর্থনার পরে ব্রাহ্মণ তাঁহার অংশ প্রদান করিলেন। অতিথি তাহা ভক্ষণ করিয়া তৃপ্ত হইলেন না। ব্রাহ্মণী তাহা দেখিয়া তাঁহার অংশ দিলেন। তাহাতেও তাঁহার ক্ষুধা শান্ত হইল না। পুত্র তাঁহার অংশ উপস্থিত করিলেন। অতিথি তাহা ভক্ষণ করিয়াও জানাইলেন তাঁহার ক্ষুধা তখনও প্রশমিত হয় নাই। অমনি পুত্রবধূ তাঁহার ভাগ দিলেন। তাহার

সুব্যবহার করিয়া অতিথি পরিতৃপ্ত হইলেন। ক্ষুধাক্লিষ্ট ব্রাহ্মণ পরিবার অনাহারীই রহিলেন। এই অলোকসামান্য দানে দিব্যধামে সেই পরিবারের জয় জয়কার পড়িয়া গেল। তাঁহারা বিষ্ণুলোকের অধিকারী হইলেন। আমি অতিথির ভুক্তাবশিষ্ট শক্তুর উপরে লুণ্ঠিত হইলাম। দেখিতে দেখিতে আমার মস্তক ও অর্দ্ধশরীর সুবর্ণময় হইল। দেহের অবশিষ্ট ভাগ সুবর্ণময় করিবার জন্য তপোবন ও যজ্ঞস্থলে বিচরণ করিয়াছি। কোথাও আশা পূর্ণ হইল না। অবশেষে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞ-ক্ষেত্রে লুটিয়াও অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না। ইহা দ্বারাই বুঝিতে পারেন, এই মহাযজ্ঞ সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণের এক প্রস্থ শক্তুদানের সহিত কিছুতেই তুল্য হইতে পারে না।”

কোন্ কেন্দ্র হইতে কার্য্য হইতেছে তাহা বিবেচনা করিয়াই কার্য্যের শুদ্ধি ও অশুদ্ধি, গুরুত্ব ও লঘুত্বের পরিমাপ হয়। উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণের দানকেন্দ্র মহারাজ যুধিষ্ঠিরের দানকেন্দ্র হইতে অনেক উচ্চ বলিয়াই তাঁহার শক্তুপ্রস্থের নিকটে মহারাজের অশ্বমেধ এত লঘু হইল।

“জাঁহা বায়ান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন” গল্পটি বোধ হয় অনেকেই জানেন। এক ব্রাহ্মণ দস্যুবৃত্তি করিয়া জীবন যাপন করিত। তদুপলক্ষে বায়ান্নটি নরহত্যা করিলে অনুতাপ উপস্থিত হইল। সে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া একটি সাধুর নিকটে উপস্থিত হইয়া নিজের কদর্য্য জীবনবৃত্তান্ত বলিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, সে কখনও এই দুর্জ্জয় পাপ হইতে মুক্তি পাইবে কি না? সাধু তাহার হস্তে একটি কৃষ্ণবর্ণ পতাকা দিয়া বলিলেন,—“তুমি দস্যুবৃত্তি ত্যাগ

করিয়া এই পতাকা স্কন্ধে লইয়া বিচরণ করিতে থাকো, যে দিন দেখিবে ইহার কৃষ্ণবর্ণ দূর হইয়া শ্বেতবর্ণ হইয়াছে সেই দিনই জানিবে তোমার জীবনও শুভ্র হইয়াছে।" ব্রাহ্মণ চিরদিনের অভ্যাস বশতঃ একখানি খড়্গ কটিদেশে ঝুলাইয়া পতাকা স্কন্ধে নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিল। সর্ব্বদা মনে জ্বালা, কবে সে দিন আসিবে; তাহার প্রতীক্ষায় উদ্গ্রীব হইয়া রহিল। একদিন হঠাৎ দেখিল একটি নির্জ্জন কান্তারের পার্শ্বে একটী সুন্দরী যুবতী ঊর্দ্ধশ্বাসে ধাবিতা এবং তাহারই অনতিদূরে এক নরপিশাচ তাঁহাকে ধরিবার জন্য বেগে ধাবমান। "থাম্, থাম্," বলিয়া ব্রাহ্মণ উচ্চৈস্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন। পাষণ্ড মানিল না, ক্ষণেকের মধ্যে যুবতীটিকে আক্রমণ করিল। ব্রাহ্মণ বিদ্যুদ্বেগে তথায় উপস্থিত হইলেন এবং তাহাকে কোন প্রকারেই নিবৃত্ত করিতে না পারিয়া "জাঁহা রাস্তায় তাঁহা তিস্তার" বলিয়া খড়্গাঘাতে তাহার মস্তক ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। ছিন্ন মস্তকের রক্ত ঊর্দ্ধে ছুটিতে লাগিল, তিনিও ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন কৃষ্ণনিশান শ্বেত হইয়া গিয়াছে। স্বর্গে তাঁহার পরিত্রাণের দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল; ব্রাহ্মণ নরহত্যা ও দস্যুবৃত্তিজনিত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া ধন্য হইলেন।

যে কেন্দ্র অবলম্বন করিয়া ব্রাহ্মণ ত্রিপঞ্চাশত্তম নরহত্যা করিলেন, অর্জ্জুনকে ভগবান সেই কেন্দ্র স্থির করিয়া যুদ্ধ করিতে আদেশ করিলেন। দুর্য্যোধনকে পাপ হইতে নিবৃত্ত করিতে যখন ব্যর্থকাম হইলেন অনন্যোপায় হইয়া তখন পাণ্ডবগণকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইলেন। এই যুদ্ধের উপদেশ পাণ্ডবগণের স্বার্থ

অনুরোধে নহে,—লোকসংগ্রহার্থ। "ধর্ম্মযুদ্ধ" বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে সংগ্রামে প্রণোদিত করিলেন।

এই কেন্দ্র লক্ষ্য করিয়া যাহা করা হয়, তাহাতেই লোকসংগ্রহ; ইহা ছাড়িয়া যাহা করা হয় তাহাতে লোকবিগ্রহ। যে ব্যক্তি, যে সমাজ, যে জাতি, যে রাষ্ট্র এই কেন্দ্রে দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্যে অগ্রসর হন, সেই ব্যক্তি, সেই সমাজ, সেই জাতি, সেই রাষ্ট্রই ধন্য। এই কেন্দ্রাভিমুখ হইয়াই ইংলণ্ড দাসত্ব-প্রথা দূর করিয়াছিলেন। আমেরিকা যে ফিলিপাইনবাসীদিগকে স্বরাজ দিতেছেন তাহাও তাঁহাদিগের এই কেন্দ্রে দৃষ্টি পড়িয়াছে বলিয়া। এই সূত্র ধারণ করিয়া যে জাতি তাঁহাদিগের সকল রাষ্ট্রকার্য্য নির্ব্বাহ করেন, তাঁহারা জগতে বরণীয়, তাঁহারাই প্রকৃত লোকসংগ্রাহক। সর্ব্বভূত হিতে রত না হইলে লোক সংগ্রহ হয় না, এবং তাহা হইতে হইলেই আপনার স্বার্থগণ্ডী হইতে বাহিরে আসিতে হইবে। পরার্থবিসম্বাদী স্বার্থাবলম্বী হইলে কি হয়, অধুনা ইউরোপে যে রণচণ্ডীর তাণ্ডব-নৃত্য চলিতেছে তাহাই তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। যে জাতি অপর কোন দুর্ব্বল জাতির ভোগ সম্পদ দেখিয়া তাহা উদরস্থ করিতে সৃক্কণী লেহন করেন, অথবা যে জাতি অপর কোন জাতির জীবন-ধারা নষ্ট কিম্বা বিপথগামী করিয়া স্বকীয় শক্তি ও সত্তায় মিলাইয়া বিজয়ঘোষণা করিতে চাহেন, তাঁহারা ভগবদ্বিদ্রোহী এবং তাঁহাদিগের কুচেষ্টার ফল অবশ্যম্ভাবী। প্রকৃতি মূলে এক হইলেও অভিব্যক্তিতে পৃথক্ পৃথক্ ও তদনুসারে প্রত্যেক ব্যক্তি, সম্প্রদায়, জাতি ও রাষ্ট্রেরও স্বধর্ম্ম পৃথক্ পৃথক্ এবং সেই স্বধর্ম্মানুসারেই জীবন-ধারা

বিভিন্ন পথগামিনী, যদিও অবশেষে সকলেরই সাগরে পরিসমাপ্তি। এই স্বধর্ম্মে প্রত্যেকেই অপর হইতে বলীয়ান, অন্যস্থলে অভাবত্রুটি যাহাই থাক্, এস্থলে সকলেই শক্তিশালী। আমরা যেমন দেখিতে পাই কাহারও কোন ইন্দ্রিয় শক্তিহীন হইলে অপর কোন ইন্দ্রিয়ের শক্তি বৃদ্ধি পায়, অন্ধ হইলেই শ্রুতি ও স্পর্শ-শক্তির বৃদ্ধি হয়। বধির হইলেই দৃষ্টি-শক্তি বৃদ্ধি পায়, তেমনি সেই অভাব-ত্রুটির ক্ষতিপূরণ স্বরূপ যাহার যে স্বাভাবিকী-শক্তি অথবা স্বধর্ম্ম-শক্তি তাহা চালনা করে দৃঢ়তর হয়। এমার্সন লিখিয়াছেন :—

'Only by obedience to his genius, only by the freest activity in the way constitutional to him does an angel seem to arise before a man and lead him by the hand out of all the worlds of the prison."

"কেবলমাত্র স্বীয় ধর্ম্মের বশবর্ত্তিতায়, যাহার ধাতুগত যে ভাব তাহার অবাধ স্ফূর্ত্তিতে মনে হয়, মানুষের সম্মুখে দিব্যদূত উপস্থিত হইয়া তাহাকে কারাগারের সকল প্রকোষ্ঠ হইতে হাতে ধরিয়া বাহিরে লইয়া যান।" এই উক্তি ব্যক্তি, সম্প্রদায়, সমাজ, জাতি, রাষ্ট্র সকলের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। যে ব্যক্তি কি জাতি আপনার স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পরধর্ম্ম গ্রহণে অভিলাষী, সেই ব্যক্তি সেই জাতি পরের ধর্ম্মে কুঠারাঘাত করিয়া পরকে আপনার স্বধর্ম্মা-বলম্বী করিতে উদ্যোগী হন, সেই ব্যক্তি সেই জাতিও ভাগ্যহীন। সর্ব্বভূতহিতে মন রাখিয়া, স্বকীয় ধর্ম্মে অবস্থিত থাকিয়া অপর হইতে অভাব পূরণ করিয়া লইবার চেষ্টা কিংবা অপরের অভাব

পুরুষের সাহায্য করার উত্তম লোকসংগ্রহের প্রণালী। জগন্মঙ্গলার্থ পৃথক্ পৃথক্ ধারার ত্রিবেণী-সঙ্গমে অথবা অসংখ্য বেণীসঙ্গমে মিলিত হইয়া সচ্চিদানন্দসাগরাভিমুখ যাত্রাই লোকসংগ্রহ।

## কর্ম্মযোগিলক্ষণ

লোকসংগ্রহচিকীর্ষু অথবা বিষ্ণুপ্রীতিকাম যে কর্ত্তা তিনিই কর্ম্মযোগী, তিনিই সাত্ত্বিক কর্ত্তা। তাঁহার লক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন :—

মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্ব্বিকারঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে॥

ভগবদ্গীতা। ১৮।২৬

'যিনি আসক্তিহীন, 'আমি' 'আমি' বলেন না, ধৈর্য্য ও উৎসাহ সমন্বিত এবং কর্ম্মের সিদ্ধি ও অসিদ্ধি সম্বন্ধে নির্ব্বিকার, তিনি সাত্ত্বিক কর্ত্তা।'

## মুক্তসঙ্গ।

যিনি আসক্তিহীন তিনি ত' বন্ধনমুক্ত, স্বস্থ ও স্বাধীন। কোন বিষয়ে আসক্তি না থাকিলে কাহারও কোন "তোয়াক্কা" রাখিবার প্রয়োজন হয় কি?

এরূপ ব্যক্তি আসক্তিশূন্য বলিয়াই রাগদ্বেষবিমুক্ত এবং যিনি রাগদ্বেষবিমুক্ত তিনি ভাবনাবিহীন এবং প্রসন্নচিত্ত।

রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি॥

ভগবদ্গীতা। ২।৬৪

'যিনি অনুরাগ ও বিদ্বেষবিমুক্ত, আত্মবশীভূত ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা বিষয়ে বিচরণ করেন, সেই বিজিতমনা ব্যক্তি প্রসাদ লাভ করেন।'—এরূপ ব্যক্তি দ্বন্দ্ব-দোলায় আন্দোলিত হন না। সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায় প্রসন্ন থাকেন।

প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।
প্রসন্নচেতসোহ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে॥

ঐ, ঐ, ৬৫।

'প্রসাদ লাভ হইলে তাঁহার সকল দুঃখের নাশ হয়, প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তির বুদ্ধি অবিলম্বে আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।'

এই প্রণালীতে কর্ম্ম করিয়াই জনকাদি সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।

কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।

ভগবদ্গীতা। ৩।২০

এইরূপ প্রসাদের প্রভাবে বুদ্ধি আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়াই জনক বলিতে পারিলেন :—

অনন্তং বত মে বিত্তং যস্য মে নাস্তি কিঞ্চন।
মিথিলায়াং প্রদগ্ধায়াং ন মে দহ্যতি কিঞ্চন॥

মহাভারত—শান্তি।১৭৮।২

'আমার বিত্ত অনন্ত অথচ আমার কিছুই নাই, মিথিলা দগ্ধ হইলে আমার কিছুই দগ্ধ হয় না।'

সুষুপ্তাবস্থিতস্যেব জনকস্য মহীপতেঃ।
ভাবনাঃ সর্ব্বভাবেভ্যঃ সর্ব্বথৈবাস্তমাগতাঃ॥

যোগবাশিষ্ঠ—উপশম। ১২।১৩

'জনক মহারাজ যেন সুষুপ্তাবস্থায় অবস্থিত, তাই তাঁহার সকল বিষয়ের ভাবনা সর্ব্বথা অস্তমিত হইল।' রাজকার্য্যে জাগ্রত থাকিয়াও যেন সুষুপ্ত, সম্পূর্ণ ভাবনাবিহীন হইয়া রহিলেন।

ভবিষ্যং নানুসন্ধত্তে নাতীতং চিন্তয়ত্যসৌ।
বর্ত্তমাননিমেষন্তু হসন্নেবাভিবর্ত্ততে ॥
ই, ঐ ঐ ১৪।

'তিনি ভবিষ্যতে কি হইবেন তাহার অনুসন্ধানে অস্থির হইলেন না, অতীতেরও চিন্তা রাখিলেন না, বর্ত্তমান সময়টি হাসিতে হাসিতে যথাকর্ত্তব্য করিতে করিতে যাপন করিতে লাগিলেন।' সুতরাং সর্ব্বদাই হাসিমুখ—অহোরাত্র প্রসন্ন। লংফেলো এই ভাবের কর্ত্তা হইতেই উপদেশ দিয়াছেন—

"Trust no future, however pleasant,
Let the dead past bury its dead ;
Act, act in the living Present,
Heart within and God o'erhead."

'ভবিষ্যৎ যতই মধুময় হউক্ না, তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিও না, মৃত অতীত তাহার মড়া লইয়া থাক্, অতীত তোমার চিন্তার বিষয় নহে, তুমি জীবন্ত বর্ত্তমানে ভগবানে নির্ভর করিয়া সবলে প্রসন্নচিত্তে কর্ম্ম কর, কর্ম্ম কর।'

মুক্তসঙ্গ যিনি; তিনি রাগদ্বেষবিমুক্ত বলিয়া—"দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহ বীতরাগভয়ক্রোধঃ।'

দুঃখে কখনও উদ্বিগ্ন হন না সুখের জন্যও তাঁহার হৃদয়ে কোন লালসা নাই, ভয় ও ক্রোধ তথায় স্থান পায় না।'

তিনি উদার। কোন মত বা সম্প্রদায়ে বদ্ধ নহেন, বাহিরে কোন সম্প্রদায়ভুক্ত থাকিলেও তাঁহাতে কোন "গোড়ামী" থাকিতে পারে না। তিনি বস্তুতঃ অসাম্প্রদায়িক। বন্ধনমুক্ত বলিয়া গণ্ডীর বাহিরে আসিয়া দেখিতে পান;—

"ভিন্ন ভিন্ন মত, ভিন্ন ভিন্ন পথ,
কিন্তু এক গম্যস্থান।"

প্রকৃতি-লীলা দেখিতে দেখিতে বহুর মধ্যে সেই 'এক'কে উপলব্ধি করেন।

ঊর্দ্ধমূলোঽবাক্‌শাখ এষোঽশ্বত্থ সনাতনঃ।
কঠোপনিষৎ। ২।৬।১

তিনি দেখেন এই সনাতন অশ্বত্থ—ব্রহ্মাণ্ডব্যাপার—ঊর্দ্ধমূল ও অবাক্‌শাখঃ। ইহার মূল ঊর্দ্ধে, শাখা-প্রশাখা নিম্নে এবং এই শাখা প্রশাখা বহু। বহুদ্বারা একেরই লীলা সাধিত হইতেছে। প্রত্যেকেরই পৃথক কিছু করণীয় আছে, সুতরাং "ভিন্নরুচির্হি-লোকঃ।" প্রত্যেকেরই পৃথক্ ব্যক্তিত্ব আছে, যাহা সহস্র চেষ্টা করিয়াও কেহ নাশ করিতে পারে না। সেই ব্যক্তিত্বের আদর স্বামীশূন্য ব্যক্তি যেমন করিবে তেমন আর কে করিবে? তিনি জানেন—

"God fulfils Himself in many ways."

Tennyson.

'ভগবান্ বহু [illegible] সাধন করেন।' তিনি বহুরূপী, তাহার [illegible] এই বহুপন্থা লক্ষ্য করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ [illegible]—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥

ভগবদ্গীতা। ৪।১১

"যাহারা আমাতে যে ভাবে প্রপন্ন হয়, আমি তাহাদিগকে সেই ভাবে ভজনা করি। হে পার্থ, মনুষ্যগণ সর্ব্বপ্রকারেই আমার পথ অনুসরণ করিয়া থাকে।"

মুক্তসঙ্গ ইহা বুঝিয়াই সকলের প্রতি উদারভাবাপন্ন হন। তিনি জানেন সকলেরই এই ভূমণ্ডলে স্থান আছে।

ইব্রাহিম "খলিলুল্লা' আল্লার বন্ধু বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি নৃযজ্ঞ না করিয়া আহার করিতেন না। অন্ততঃ একজন অতিথি-সৎকার করিতে পারিলে তবে তাঁহার আহার হইত। একদিন কেহই উপস্থিত হইতেছেন না দেখিয়া তিনি ব্যাকুলভাবে অতিথি অন্বেষণে বাহির হইলেন। শতবর্ষ বয়স্ক অতি জীর্ণ এক বৃদ্ধকে পাইয়া তাঁহাকে সাদরে স্বগৃহে আনিলেন। যখন বৃদ্ধকে পাইয়া সপরিবারে ভোজনে বসিয়াছেন সকলে চিরপ্রথানুসারে আহারের পূর্ব্বে ঈশ্বরকে স্মরণ করিলেন। কিন্তু বৃদ্ধ তাহা করিলেন না। ইব্রাহিম ইহা দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন, তিনি মুসলমান নহেন, তাঁহার সম্প্রদায়ে ওরূপ প্রথা নাই। তখন ইব্রাহিম ক্রোধে অধীর হইয়া তাঁহাকে "দূর দূর' করিয়া তাড়াইয়া দিলেন। যেমন বৃদ্ধ গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন, অমনি দৈববাণী হইল:—"কি রে ইব্রাহিম, যাহাকে আমি শতবর্ষ এত আদরে এই জগতে স্থান দিতে পারিয়াছি, তুই তাহাকে অর্দ্ধঘণ্টার জন্য তোর গৃহে স্থান

দিতে পারিলি না ?" তৎক্ষণাৎ ইব্রাহিম তাঁহার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাঁহাকে আবার স্বগৃহে আনিয়া যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করিলেন। বোধ হয় ইব্রাহিম এই ঘটনার পরেই মুক্তসঙ্গ খলিলুলাল্লা হইয়াছিলেন।

মুক্তসঙ্গ ব্যক্তির এরূপ ব্যবহার করা অসাধ্য। তিনি পাপী-তাপীদিগকেও তাঁহার বিস্তৃত ক্রোড়ে স্থান দিয়া ধন্য হন। তিনি জানেন, এমন নরাধম কেহ নাই, যাহাকে ভগবদঙ্কচ্যুত হইতে হয়। যে যতই নরাধম হোক না, ভগবানের বিশাল অঙ্কে সকলেরই স্থান আছে। কারারুদ্ধ তস্কর, দস্যু, নরহন্তার নিকটেও ডাবের জল কখনও তিক্ত হয় না, পরমান্ন কখনও কটু হয় না। যিনি মুক্তসঙ্গ তাঁহার ত' কোন প্রকারের সাম্প্রদায়িক কি সাংস্কারিক অন্ধত্ব থাকিতে পারে না। তাঁহার নির্ম্মল দৃষ্টিতে তিনি প্রায় সকল লোকের মধ্যেই দেবত্ব ও পশুত্বের সংমিশ্রণ দেখিতে পান। যে মহাপাপী, তাহার ভিতরেও তিনি দেবত্ব দেখিতে পান। এমন পাপী কেহ নাই যাহার মধ্যে কোন না কোন বিষয়ে দেবত্বের চিহ্ন দেখা যায় না; এবং কাহার অন্তরের মধ্যে কি পরিমাণ দেবত্ব ও কি পরিমাণ পশুত্ব আছে তাহা পরিমাপের মানদণ্ডই বা কাহার নিকটে আছে? দস্যু তান্তিয়া ভীল, কি রবিন্ হুডের মধ্যে যে মহত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা কি অলোকসামান্য বলা যাইতে পারে না? প্রায় প্রত্যেক ব্যক্তিতেই যেন ষড়্‌রসের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। যে তোমার শত্রু, তাহার তিক্তত্ব তুমি আস্বাদন করিতেছ বলিয়া তাহাতে মধুরত্ব নাই মনে করিও না। কত প্রিয়জন সেই মধুরত্বে

মুগ্ধ হইতেছে! নরহন্তা একজনকে হনন করিল, পর মুহূর্ত্তেই অপর একজনকে আলিঙ্গন করিতেছে! এবং হয়ত নরহত্যা জনিত আঘাত তাহার প্রাণের সুপ্ত ধর্ম্মভাব জাগাইয়া দিল। আমি এক নরহন্তাকে দেখিয়াছি, তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল। সে কারাগারে বসিয়া দিবারাত্র হরিনাম করিত। শেষ মুহূর্ত্তে শ্বাসরোধ হওয়া পর্য্যন্ত সে হরিনামই করিয়াছিল। তাহার মাত্র একটী প্রার্থনা ছিল। ফাঁসির পূর্ব্বদিন সে বলিয়াছিল যে অন্তিম কালে যেন তাহার মুখে গঙ্গাজল দেওয়া হয়। তাহা দেওয়া হইয়াছিল। বরিশাল কারাগারে আর এক নরঘাতককে দেখিয়াছি। আমি যখন তাহার প্রকোষ্ঠ-দ্বারে উপস্থিত হইলাম, সে তখন গাঢ়নিদ্রাভিভূত। প্রহরী তাহাকে জাগাইয়া আমাকে অভিবাদন করিতে বলিল। তাহার নাম মাগন খাঁ। সামান্য এক কৃষক। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার ফাঁসির হুকুম হইয়াছে ত'? কবে দিন স্থির হইয়াছে?" সে দিনের উল্লেখ করিল। অল্প কয়েক দিন বাকী, —মনে হয় যেন চারি পাঁচ দিন। আমি বলিলাম, তুমি ত চমৎকার ঘুমাইতেছ, এ অবস্থায় এমন ঘুমাইতে পার কি করিয়া?" সে বলিল বাবু, ৬২ বৎসর বয়স হইয়াছে, কম দিন ত দুনিয়ায় আসি নাই! এ পৃথিবীতে অনেক দেখিয়াছি, আর ক' বৎসর বাঁচিব? পাঁচ বৎসর কি সাত বৎসর? এত দিনই যখন বাঁচিয়াছি, আর সামান্য কটা বছর নাই বাঁচিলাম। যথেষ্ট কাল এ পৃথিবীতে কাটাইয়াছি। আর দেখুন, বাড়ীতে মরিতে হইলে হয়ত রক্তামাশায় কি অন্য কোন কঠিন পীড়ায় মরিতাম, মাসের

পর মাস হয়ত রোগ-শয্যায় পড়িয়া থাকিতাম। সেবা করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া কবিলা ভাবিত, 'এখন গেলেই হয়,' পুত্র বলিত, 'বাবা! কদিন কষ্ট পাবে, এবং আমাদিগকে কষ্ট দেবে?' নিজেও রোগের জ্বালায় অস্থির হইয়া ভাবিতাম, 'মরিলেই বাঁচি।' বাবু, সেই রকম মরা ভাল কি? এত এক টিপ্। দেখুন, উদ্বেগের কারণ আছে কি?"—আমি অবাক্। এরূপ অসাধারণ ধৈর্য্য মাগন খাঁ কোথায় পাইল? ভাবিলাম—কাহার ভিতরে কি আছে তাহা বিচার করা আমাদের ধৃষ্টতা মাত্র, ইহা বুঝাইতে বুঝি কর্ত্তা আমাকে এই নরহন্তার নিকটে উপস্থিত করিলেন। এরূপ ধৈর্য্যশালী ব্যক্তির সম্মুখে আমি দাঁড়াই কোথায়?

মুক্তসঙ্গ তাঁহার দিব্য-দৃষ্টিতে এই তত্ত্ব বুঝিয়াছেন এবং পতিত-পাবনের প্রেম-চক্রের ঘূর্ণনে একদিন মহাপাপীরও শুভ্র হইতে হইবে, তিনি ইহাও হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। যে যতই পাপ করুক, বিধাতার বিধানে সকলের 'গাদ' কাটিতেছে, রাশীকৃত মল ধুইয়া যাইবেই, পাপীর পাপ করিতে করিতে বুঝিতেই হইবে যে, সে বিপথে চলিয়াছে, ক্রমেই জ্বালার বৃদ্ধি, সুপথ ধরিতে হইবে, নহিলে শান্তি নাই। Out of evil cometh good—এমনই বিধির বিধি যে কু হইতেও সু'র উৎপত্তি হয়। কু করিতে করিতে অস্থির হইয়া যাই, ক্লান্ত হইয়া পড়ি, পরে সু কোথায় তাহা বুঝিয়া লই এবং তাহা অবলম্বন করি। একদিন প্রত্যেকেরই ভাল হইতেই হইবে ইহা জানিয়া মুক্তসঙ্গ সকলের প্রতিই উদার।

উদার ব্যক্তি কোন স্থলেই অপদস্থ হইতে পারেন না।

ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া প্রাণ বিস্তৃত হইলে, অভিমান ও ইতরত্ব দূর হইয়া যায়, সুতরাং "he will be content, with all places and with any service he can render"——*Emerson*—'যে কোন পদে থাকিয়া পৃথিবীর যে কোন সেবা করিতে পারেন তাহাতেই তিনি সন্তুষ্ট থাকিবেন।' তাঁহার নিকটে এমন পদ নাই যাহা গৌরবান্বিত নহে। তিনি কোন স্থান বা পদে বদ্ধ হইয়া অন্য স্থান বা পদকে হেয় মনে করিতে পারেন না।

মুক্তসঙ্গ ত্যাগী। কোন বন্ধন যাঁহার নাই তাঁহার ত্যাগে কষ্ট কোথায়? যাহার যত আসক্তি তাহার ত্যাগ তত কঠিন। যিনি রাগদ্বেষবিমুক্ত হইয়া আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত, তিনি ত' সর্ব্বার্থসিদ্ধ হইয়াছেন। আমরা যাহাকে ত্যাগ বলি তাঁহার আর তাহাতে ত্যাগ হয় কি?

পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥

ঈশোপনিষৎ। বৃহদারণ্যকোপনিষৎ। শান্তিবচন।

'উহা পূর্ণ, ইহা পূর্ণ, পূর্ণ হইতে পূর্ণের উদয়, পূর্ণ হইতে পূর্ণ নিলে পূর্ণই থাকে বাকি।' এই প্রদীপটি পূর্ণ, ঐ প্রদীপটিও পূর্ণ, একটি হইতে বর্ত্তি জ্বালাইয়া নিলে, আর একটী পূর্ণ প্রদীপ হইল, যেটি হইতে অগ্নি নেওয়া হইল সেটিও পূর্ণ রহিল।

যিনি এ তত্ত্ব বুঝিয়াছেন, তিনি জানেন ত্যাগ ত' তাঁহার কোন প্রকারেই হ্রাস হয় না, তাই তিনি ত্যাগে কাতর হন না। দধীচি জানিতেন, জীবন-ত্যাগ ত্যাগই নহে। বৃত্রাসুর বধের

জন্য অনায়াসে প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন। তাঁহার অস্থিতে যে বজ্র নির্ম্মিত হইল তদ্দ্বারাই বৃত্রাসুর বিনষ্ট হইল। ত্যাগে বজ্রের উদ্ভব। রুস সেনাপতি ষ্টীসেল পোর্ট আর্থারে জাপানীদিগের লোকোত্তর ত্যাগ দেখিয়া বলিয়াছিলেন—"জাপানবাসিগণ যে স্বদেশের বেদিতে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করতে প্রস্তুত; তাহাতেই তাহাদিগকে রণক্ষেত্রে এমন দুর্দ্ধর্ষ করিয়াছে।" পোর্ট আর্থারবিজয়ী সেনাপতি নোগি তাঁহার দুই পুত্রের রণপ্রাঙ্গণে মৃত্যুর সংবাদ শুনিয়া বলিয়াছেন—"আমার পুত্রদ্বয় মরেছে ভাল।" ত্যাগে যে শক্তি উৎপন্ন হয় তদ্দ্বারা পাপ, অধর্ম্ম, অন্ধকার সমস্ত নাশপ্রাপ্ত হয়।

কর্ম্মযোগী মুক্তসঙ্গ; অতএব স্বস্থ, স্বাধীন, ভাবনাবিহীন, প্রসন্নচিত্ত, উদার ও ত্যাগী।

## অনহংবাদী

সাত্ত্বিক কর্ত্তা অনহংবাদী। যিনি মুক্তসঙ্গ তাঁহার ত' 'আমি' 'আমার' ঘুচিয়া গিয়াছে; 'আমি' 'আমি' বলিবার স্থান রহিল কোথায়? 'আমিত্বে'র আটক চলিয়া গেলে মানুষ আকাশের ন্যায় প্রমুক্ত হন, বিশ্বের সহিত এক হইয়া যান, সুতরাং কিছুতেই উদ্বিগ্নচিত্ত হন না। বিশ্বব্যাপার যেমন সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন হইতেছে, তিনি বুঝিতে পারেন তাঁহার জীবন ব্যাপারও সেই ভাবে চলিবে। যাহা কিছু ভগবদানুমোদিত, দেবগণ তাহার সহায়, প্রকৃতির যাবতীয় শক্তি তদনুকূল, ইহা বুঝিয়া নিরহংবাদী আশ্বস্তমতি হইয়া থাকেন কখনও উদ্বিগ্ন হন না।

ত্যক্তাহংকৃতিরাশ্বস্তমতিরাকাশশোভনঃ।

যোগবাশিষ্ঠ। উপশম। ১৮।২৬

অহংকার ত্যাগ করিলে মতি আশ্বস্ত, উদ্বেগশূন্য হয় এবং অহং-কারহীন মনুষ্য আকাশের ন্যায় প্রমুক্তভাবে শোভান্বিত হন। গ্লাড্‌ষ্টোন্‌ নিরুদ্বেগ আশ্বস্তমতি ছিলেন। ব্রিটিশ সম্রাজ্যের গুরুভার তাঁহার শিরে ন্যস্ত হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার নিদ্রার ব্যাঘাত হইত না। তাঁহাকে এক বন্ধু জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়া-ছিলেন—মাত্র একদিন তাঁহার নিদ্রার ব্যাঘাত হইয়াছিল। তিনি একটি বৃক্ষ কুঠারাঘাতে প্রায় শেষ করিয়া আনিয়া ছিলেন, ইতিমধ্যে সন্ধ্যা হওয়ায় সেদিন কার্য্য শেষ করিতে ক্ষান্ত হইলেন। রাত্রিতে এক ঝড় হওয়ায় তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল এবং তিনি ভাবিতেছিলেন যে ঝড়ই বৃক্ষটিকে পাতিত করিবে, তিনি শেষ-আঘাত দানে বঞ্চিত হইলেন। তিনি বলিতেন যে সাম্রাজ্য সম্বন্ধীয় যত জটিল চিন্তা, সমস্ত তিনি তাঁহার কার্য্যালয়ের দ্বারে রাখিয়া চলিয়া আসিতেন। স্বগৃহে চিন্তার লেশও রাখিতেন না।

'আমি' চলিয়া গেলে কেহ আর পর থাকে না। যাঁহার কেহ পর নাই, তিনি কাহারও নিকটে ধন্যবাদ বা কৃতজ্ঞতা চাহিতে পারেন না। ভ্রাতা ভ্রাতার নিকটে কি ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা চাহিতে পারেন? পিতা কি পুত্রের নিকট হইতে তাঁহার যশঃকীর্ত্তন শুনিতে লোলুপ হইতে পারেন? যাঁহার সকলই আপন, তিনি কাহারও নিকটে কৃতজ্ঞতা চাহিতে পারেন না এবং কাহারও নিকটে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেও ইচ্ছুক হন না। যে যাহা

ভাল করিতেছে সে ত' তাহার কর্ত্তব্যই করিতেছে। কর্ত্তব্য করায় আর প্রতিষ্ঠা কি? না করিলে প্রত্যবায় আছে। আর, কর্ত্তব্যের সীমা কোথায়?

অনহংবাদীর কর্ত্তব্যসাধনে কোন আড়ম্বর থাকিতে পারে না। প্রকৃতি যেরূপ আড়ম্বরশূন্য সহজভাবে তাঁহার কর্ত্তব্য করিয়া যাইতেছেন, তিনিও তেমনি ভাবে তাঁহার কর্ত্তব্য করিয়া যান।

> নাভিবাঞ্ছাম্যসংপ্রাপ্তং সংপ্রাপ্তং ন ত্যজাম্যহম্।
> স্বস্থ আত্মনি তিষ্ঠামি যন্মমাস্তি তদস্তু মে॥
> ইতি সংচিন্ত্য জনকো যথাপ্রাপ্তাং ক্রিয়ামসৌ।
> অসক্তঃ কর্ত্তুমুত্তস্থৌ দিনং দিনপতির্যথা॥
>
> যোগবাশিষ্ঠ, উপশম। ১০।২৪।১১।১

'আমি অপ্রাপ্ত বস্তু পাইবার জন্য লালস নহি; প্রাপ্ত পদার্থও ত্যাগ করি না, যাহা আমার আছে তাহা আমার থাক। জনক রাজা এইরূপ চিন্তা করিয়া দিনপতি সূর্য্য যেরূপ দিন প্রকাশ করেন তদ্রূপ যখন যাহা কর্ত্তব্য অনাসক্তভাবে তাহা করিতে উদ্যুক্ত হইলেন।' সূর্য্য যেরূপ সহজে স্বীয় জ্যোতি দ্বারা দিন প্রকাশ করেন, তিনিও সেইরূপ সহজে অন্তঃস্থ জ্যোতির প্রভায় উদ্দীপ্ত হইয়া জগতের সার্ব্বজনীন মঙ্গল বিধান করিতে লাগিলেন। যিনি বলিতে পারেন 'মিথিলা প্রদগ্ধ হইলে আমার কিছুই দগ্ধ হয় না,' যিনি অনন্ত বিত্তাধিপতি হইয়াও অকিঞ্চন, তিনি এইরূপ সহজভাবেই কার্য্য করেন।

যিনি আড়ম্বর ছাড়িয়া সাহজিকতায় অবস্থিত হইয়াছেন, তাঁহার দৃষ্টিতে

অভিমানং সুরাপানং গৌরবং রৌরবস্তথা।
প্রতিষ্ঠা শূকরীবিষ্ঠা॥

'অভিমান সুরাপান তুল্য, জনসমাজে গৌরব রৌরবনরক তুল্য এবং প্রতিষ্ঠা শূকরীবিষ্ঠা তুল্য।' জাপানের নৌসেনাপতি টোগো এই ভাবাপন্ন ছিলেন বলিয়া একদিন তাঁহার প্রতিকৃতি-বিক্রেতার বিপণিতে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ভৎসনা করিতে লাগিলেন, বলিলেন, "আমার ন্যায় অকর্ম্মণ্য ব্যক্তির প্রতিকৃতি বিক্রয় করিতেছ কেন?" ইহা বলিয়া negative মূল চিত্রখানি উপযুক্ত মূল্য দিয়া লইয়া গেলেন। ইঁহার নিকটে প্রতিষ্ঠা শূকরী-বিষ্ঠাবৎ প্রতীয়মান হইয়াছিল, তাহা না হইলে এরূপ কার্য্য করিতেন না। তাঁহার সম্বন্ধে Daily Mail পত্রিকার সংবাদ-দাতা Maxwell সাহেব লিখিয়াছিলেন, "আমি তাঁহাকে (কোন রেলওয়ে ষ্টেশনে) জনতার মধ্যে খুঁজিতেছিলাম, তখন তাঁহার এক সহচর আমাকে এক প্রকোষ্ঠে আহ্বান করিয়া নিয়া তথায় বলিলেন, 'গাড়ী ছাড়িবার শেষ মুহূর্ত্তের পূর্ব্বে তুমি তাঁহাকে প্লাট্ফরমে দেখিতে পাইবে না।' তাঁহার অভিমানহীনতা ও আড়ম্বরশূন্যতা দেখিয়া জাপানবাসিগণ তাঁহাকে 'The Silent Admiral' "নীরব নৌসেনাপতি" আখ্যা দিয়াছিলেন। ইহারই বলে তাঁহার সম্বন্ধে জাপানে একটি প্রবচন আছে যে, "মাত্র একজন আপনার অঙ্গুলিহেলনের ন্যায় তাঁহার অধীনস্থ ব্যক্তি-গণকে চালনা করিতে পারেন—সেই ব্যক্তি টোগো।" বাস্তবিক

আড়ম্বরহীন, 'সহজ', নিরহঙ্কার ব্যক্তির শক্তি দুর্জ্জয়। নিখিল বিশ্ব তাঁহার সহায়। সুতরাং তাঁহার সকল কার্য্যই অনায়াস-সাধ্য। অপরলোকের যেমন হিসাব করিয়া, ভুলভ্রান্তির সম্ভাবনা নিরাস করিয়া কার্য্য করিতে আয়াসের প্রয়োজন, তাঁহার সে আবশ্যকতা নাই। অহং-এর গড় ভাঙ্গিয়াছে বলিয়া তিনি জগতের সহিত প্রাণ মিলাইয়াছেন, তিনি সকলের 'আপন' হইয়াছেন, এবং সকলে তাঁহার 'আপন' হইয়াছে—তাই তিনি স্বচ্ছ, সরল, অনাবিল,—'বারদুয়ারী' তাঁহার প্রাণ। তাঁহাকে দেখিলেই প্রাণ খুলিয়া যায়। সরল বলিয়া তাঁহাতে সতর্কতা নাই বলিব না। পিতা যেমন পুত্রের নিকটে সরল ও সতর্ক, তিনিও তেমনি। যাঁহার যাহা জ্ঞাতব্য, অধিকারিভেদে তিনি তাহাই জানান। তুমি না বুঝিয়া ক্ষতি করিতে পার এই জন্য তিনি সতর্ক। কিন্তু তাঁহার খোলা প্রাণের আদর তোমায় মুগ্ধ করিবে। জগতের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা, আত্মীয়তা হইয়াছে বলিয়া, এমার্সনের ভাষায়, "He has but to open his eyes to see things in a true light, and in large relations." 'যাবতীয় পদার্থের বাস্তব সত্তা ও সংস্থান এবং তাহাদিগের (জাগতিক) উদার সম্বন্ধ তাঁহার বুঝিতে চক্ষুরুন্মী-লন মাত্র আবশ্যক। চক্ষুরুন্মীলন করা মাত্রই তিনি সকল বুঝিয়া লন।

অনহংবাদী আকাশশোভন! আকাশ যেমন সকলেরই সন্নিহিত, তিনিও তেমনি সকলেরই সন্নিহিত, সকলেরই অভিগম্য। পূজ্যপাদ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে মনে করুন। তাঁহার নিকটে

যাইতে সঙ্কোচ ত বিন্দুমাত্রও হইত না, পরন্তু যতক্ষণ তাঁহার নিকটে স্থিতি, মনে হইত তিনি যেন আমাদের সহপাঠী। যাহা মনে হইয়াছে তাহা তাঁহাকে বলিতে দ্বিধা হয় নাই। এরূপ লোক বালক, যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ—সকলেরই সমবয়সী। কি সুন্দর ভাবেই আমাদিগের সহিত মিশিতেন! দূরে আসিয়া মনে হইত 'কত বড় লোকটার নিকটে যাইয়া কি চপলতাই প্রকাশ করিয়াছি!' প্রাতঃস্মরণীয় রামতনু লাহাড়ী মহাশয় একদিন কোন খ্যাতনামা ব্যক্তির সহিত আমার পরিচয় করাইয়া দিবেন বলিয়াছিলেন। আমি বলিলাম, "আমার কেমন কোন বড়-লোকের নিকট যাইতে সঙ্কোচ বোধ হয়।" তিনি বলিলেন, "যাঁহার নিকট যাইতে সঙ্কোচ বোধ হয় তিনি কখনও বড়লোক নহেন।" বাস্তবিকও লাহিড়ী মহাশয়, রাজনারায়ণ বসু মহাশয়, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব কিম্বা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুর নিকটে যাইতে কাহারও কোন সঙ্কোচ হইয়াছে জানি না। এই জাতীয় মহাপুরুষগণের নিকট হইতে যাহা লাভ করা হয়, তাহাও উপ-দেশের তিন মণ গুরুভার লইয়া আমাদিগের নিকটে উপস্থিত হয় না। বায়ুসেবন যেমন সহজ, ইহাদিগের নিকটে শিক্ষা তেমনি সহজ? ইঁহাদিগের যাহা দেয় তাহা যেন অজ্ঞাতসারে আমা-দিগের প্রাণের মধ্যে ক্রিয়া করে। ইঁহারাও দিতেছেন বলিয়া কিছু মনে করেন না, আমরাও পাইতেছি বলিয়া অভিমানী হইতে পারি না। "It costs a beautiful person no exertion to paint her image on our eyes; yet how splendid is that benefit! It costs no more for a wise soul

to convey his quality to other men." ( Emerson )
'কোন সুন্দর ব্যক্তির চিত্র আমাদিগের চোকে অঙ্কিত করিতে যেমন তাঁহার কিছুই পরিশ্রম হয় না; (তাঁহার উপস্থিতিমাত্রই তাহা হয়) অথচ আমাদিগের কি বিপুল লাভ, কোন মহাত্মারও অপর লোকের মনে তাঁহার সদ্‌গুণ বর্ত্তাইতে তেমনি আয়াসের প্রয়োজন হয় না।'

যাহার 'অহং' চলিয়া গিয়াছে তাঁহার মানাপমানবোধ থাকে না, দাম্ভিকতা থাকে না, তাঁহার অন্তঃকরণে 'জিদ' অথবা বৈরভাব স্থান পায় না। তিনি "অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।" যদি কেহ তাঁহার সহিত শত্রুতা করে, তিনি তাহাকে নির্ব্বোধ মনে করিয়া কৃপা করেন। যদি শাসনের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে পিতা পুত্রকে যেরূপ শাসন করেন, তিনি সেই প্রাণে তাহার মঙ্গলার্থে শাসন করিতে প্রবৃত্ত হন।
অনহংবাদী বিশ্বাসী, আশ্বস্তমতি, নিরভিমান, আড়ম্বরহীন, 'সহজ', সরল, অভিগম্য এবং দ্বেষশূন্য।

## ধৃতিসমন্বিতঃ।

সাত্ত্বিক কর্ত্তা ধৃতিসমন্বিত। বিঘ্নাদি উপস্থিত হইলেও যে অন্তঃকরণবৃত্তি প্রারব্ধকার্য্য পরিত্যাগ করিতে দেয় না, তাহাই ধৃতি। বিঘ্নাদি সত্ত্বেও স্থির থাকিতে হইলে সংযম চাই। যাহার সংযম নাই তাহার ধৈর্য্য রক্ষা কঠিন। অসংযমীর ক্ষীণভিত্তিগৃহ বিঘ্নবাত্যায় সহজেই ধরাশায়ী হয়। ধৃতিমান সংযমী। তিনি

নভীক, তিনি সহিষ্ণু। পর্ব্বতসম বিঘ্নবাধা উপস্থিত হইলেও তিনি সন্ত্রস্ত হন না। কোন প্রতিকূল অবস্থাই তাঁহাকে পশ্চাৎপদ করিতে পারে না। অনেকেই জানেন ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারার্থ ভ্রমণ-কালে পুণ্যশ্লোক বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের কর্দ্দমাহারে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে হইয়াছিল। আরও কত কষ্ট পাইয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে কি কখনও তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি হইয়াছিল? যিনি ধৃতিশীল তিনি জনসংঘট্টের ঊর্দ্ধে বিরাজমান। তথায় সর্ব্বদা শীতল বায়ু বহে, কোন প্রকারের তাপ উপস্থিত হইতে পারে না। তাই তাঁহার শোকভয় নাই। ভীষণ জনকোলাহলের মধ্যেও তিনি নির্ম্মুক্ত অরণ্যের নিস্তব্ধতা অনুভব করেন। সহস্র সহস্র উদ্যতায়ুধ শত্রু-পরিবেষ্টনের মধ্যে তিনি অচল, অটল, স্থির। তাঁহার প্রকৃতি কিছুতেই বিকৃতি প্রাপ্ত হয় না।

দগ্ধং দগ্ধং ত্যজতি ন পুনঃ কাঞ্চনং দিব্যবর্ণম্।
ঘৃষ্টং ঘৃষ্টং ত্যজতি ন পুনশ্চন্দনং চারুগন্ধম্।
খণ্ডং খণ্ডং ত্যজতি ন পুনঃ স্বাদুতামিক্ষুদণ্ডম্।
প্রাণান্তেঽপি প্রকৃতিবিকৃতির্জায়তে নোত্তমানাম্॥

মহানাটক।

'সুবর্ণ বারংবার দগ্ধ হইলেও কিছুতেই তাহার দিব্যবর্ণ ত্যাগ করে না। চন্দনকে যতই ঘর্ষণ কর কিছুতেই সে তাহার মনোহর গন্ধ ত্যাগ করে না। ইক্ষুদণ্ড খণ্ড খণ্ড হইলেও তাহার স্বাদুতা ত্যাগ করে না, তেমনি উত্তম পুরুষের প্রকৃতি প্রাণান্তেও বিকৃতি প্রাপ্ত হয় না।'

বিরুদ্ধাচরণে ধৃতিশালী ব্যক্তির প্রকৃতি ত বিকৃত হয়ই না, পরন্তু উৎসাহ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

কদর্থিতস্যাপি হি ধৈর্য্যবৃত্তের্বুদ্ধের্বিনাশো নহি শঙ্কনীয়ো।
অধঃ কৃতস্যাপি তনূনপাতোনাধঃ শিখা যাতি কদাচিদেব॥

নীতিশতকম্। ১০৬

'উৎপীড়িত হইলেও ধৈর্য্যশীল ব্যক্তির বুদ্ধি নষ্ট হইবে এরূপ আশঙ্কা করিবার কোন কারণ নাই, অগ্নিকে যতই নীচে চাপিয়া ধর না কেন, তাহার শিখা কখনও নীচের দিকে যাইবে না—সর্ব্বদাই ঊর্দ্ধমুখ থাকিবে।'

মহাপুরুষ মহম্মদ ধৃতিবলের কি প্রকৃষ্ট পরিচয়ই দিয়াছিলেন। ধৃতিবলে মার্টিন লুথার অসীম প্রতাপশালী পোপের ঘোষণাপত্র জনগণসমক্ষে নিঃসঙ্কোচে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলেন। আমেরিকায় একদিন সহস্র সহস্র দাসত্বপ্রথাসমর্থক ব্যক্তিগণ এক বিরাট সভা করিয়া দাসত্বপ্রথার অনুকূল বক্তৃতা করিতে করিতে থিওডোর পার্কারের নাম করিয়া কেহ কেহ বলিলেন "আজি যদি এখানে থিওডোর পার্কারকে পাইতাম তাহা হইলে তাহাকে শত খণ্ড করিয়া ফেলিতাম।" সভার একদেশে পার্কার বসিয়াছিলেন। তিনি এই বাক্য শ্রবণমাত্র সেই শত্রুপক্ষীয় বিপুল জনসংঘ সমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া স্ফীতবক্ষে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "এই থিওডোর পার্কার, তোমাদিগের কাহারও সাধ্য নাই যে তাহার কেশাগ্র স্পর্শ করিতে পার।" এই বলিয়া সগৌরবে বীরদর্পে সভার মধ্য দিয়া চলিয়া গেলেন। সকলে অবাক্, স্তম্ভিত, নিস্তব্ধ! ধৃতিমান কেমন নির্ভীক, তাহার কি সুন্দর দৃষ্টান্ত! ধর্ম্মার্থ কি

দেশকল্যাণার্থ ত্যক্তজীবিত মহাত্মাগণ ধৃতিবলের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। ল্যরেন্সিয়াস্ নামে এক মহাত্মার ধর্ম্মবিশ্বাসের জন্য প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হয়। তাঁহাকে এক খট্টায় শয়ন করাইয়া তন্নিম্নে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া দগ্ধ করা হইতেছিল। সম্রাট তথায় উপস্থিত ছিলেন। পৃষ্ঠদেশ কিয়ৎপরিমাণে দগ্ধ হইলে তিনি স্মিতমুখে সম্রাটকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন ঃ—"মহারাজ এখন আমার শরীরের দগ্ধ ও অদগ্ধ উভয় প্রকারের মাংস ছুরিকাদ্বারা কর্ত্তন করিয়া কোন্‌টির কি প্রকার স্বাদ অনুভব করুন।" ইহা অপেক্ষা ধৃতিবলের আর কি উৎকৃষ্ট প্রমাণ হইতে পারে?

---

## উৎসাহ সমন্বিতঃ।

সাত্ত্বিককর্ত্তা উৎসাহী। লোকসংগ্রহচিকীর্ষায় অথবা বিষ্ণুপ্রীতিকাম হইয়া সর্ব্বভূতহিতকল্পে যে কার্য্য করা হয় তাহাতে আনন্দ আছে এবং আনন্দ থাকিলেই তৎসহচর উৎসাহ আছে। সুতরাং কর্ম্মযোগী আনন্দী ও উৎসাহী। উৎসাহী কাহারও মুখাপেক্ষা করেন না। তিনি আপনার দক্ষিণ বাহুতে সহস্র হস্তীর বল অনুভব করেন। তাঁহার সাহসেরও ইয়ত্তা নাই। তিনি বলেন—

"যদি তোর ডাক্ শুনে কেউ না আসে,
তবে একলা চল রে.

একলা চল, একলা চল, একলা চলরে।

*                *                *

যদি সবাই ফিরে যায়, ওরে ওরে ও অভাগা,
যদি গহনপথে যাবার কালে কেউ ফিরে না চায়,
তবে পথের কাটা
ও তুই রক্তমাখা চরণতলে একলা দল রে।"

তিনি নিত্য নবীন। উৎসাহ থাকিলে কর্ম্মের নবত্ব ফুরায় না, কর্ম্মীর প্রাণের নবত্বও ফুরায় না।

মনুষ্যমাত্রেরই স্বভাব এই—তেজ, আনন্দ ও নবত্ব দেখিলেই আকৃষ্ট হয়। সেই আকর্ষণে আনন্দী ও উৎসাহীর সংসর্গে যাঁহারা আসেন, তাঁহারাও আনন্দ ও উৎসাহপূর্ণ হন। তাঁহার "সঙ্গগুণে রং ধরিবেই।" যে স্থলে আনন্দ ও উৎসাহে ক্রিয়া চলিতে থাকে সে স্থলে নিরানন্দ ও জড়তা থাকিতে পারে না; হয়ত সংস্কারান্ধ লোক শ্রবণ বা দর্শনমাত্র নিকটে না আসায় কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইতে পারে কিন্তু উৎসাহীর সঙ্গফল ফলিতেই হইবে। উৎসাহিসঙ্গগুণে প্রতিবেশিগণ কিরূপ সদ্ভাবে উদ্দীপ্ত হইয়াছে এবং সেই উদ্দীপনায় কত মহাব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে ইতিহাসে তাহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

---

## সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্ব্বিকারঃ।

প্রাকৃত মানুষ যে সিদ্ধির জন্য উন্মত্ত হয়, সাত্ত্বিক কর্ত্তার মনে সেই ফলাকাঙ্ক্ষা স্থান পাইতে পারে না। তিনি জানেন

বাহিরের ফল না ফলিলেও অন্তরে ফল ফলিবেই। জ্ঞানে যেমন অন্তরে জ্যোতির্বৃদ্ধি, প্রেমে যেমন আনন্দ বৃদ্ধি, কর্ম্মে তেমনি শক্তি বৃদ্ধি। পুণ্য চেষ্টার পুণ্যফল অবশ্যম্ভাবী। বাহিরে সম্প্রতি কার্য্য সফল না হইলেও অন্তরে শক্তিপ্রয়োগের ফল হইবেই হইবে। শ্রীকৃষ্ণ যখন দুর্য্যোধনের সহিত সন্ধির প্রস্তাব করিতে যাইতেছেন, বিদুর বলিলেন—"দুর্য্যোধন শুনিবে না, বিফল প্রস্তাব করাতে লাভ কি? আপনাকে অগ্রাহ্য করিবে।" শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—

ধর্ম্মকার্য্যং যতন্ শক্ত্যানোচেৎ প্রাপ্নোতি মানবঃ।
প্রাপ্তো ভবতি তৎপুণ্যমত্র মে নাস্তি সংশয়ঃ॥

মহাভারত। উদ্যোগ। ৯২।৬

'শক্ত্যানুসারে ধর্ম্মকার্য্য করিতে যত্ন করিয়া ফল না পাইলেও তাহার যে পুণ্যফল সঞ্চিত হয় তাহাতে আমার সন্দেহ নাই।'

বাহ্যিক ফল সম্বন্ধেও ইহা ধ্রুব—"নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি"; পাশ্চাত্য চেলাসিয়াবাসি ঋষি বলিয়াছেন—"No true effort can be lost" 'প্রকৃত শক্তিপ্রয়োগ কখনও ব্যর্থ হয় না।' তাই বলিয়া আমার জীবনেই আমার সকল কার্য্যের ফল দেখিবার আশা করিতে পারি কি? কতদূরে যাইয়া কোন্ সময়ে কোন্ কার্য্যের ফল ফলিবে আমাদিগের হ্রস্ব দৃষ্টিতে তাহা বুঝিতে পারি কি? অতি প্রকাণ্ড সরোবরগর্ভে একটি লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলাম, আঘাতজনিত তরঙ্গায়িত চক্র দেখিতে থাকিলাম, কতদূর আন্দোলিত হইল, তরঙ্গের পর তরঙ্গ কোথায় মিশাইল, বুঝিতে পারি কি? মানবসমাজসাগরে কিংবা এই বিশ্ব জলধিতে

আমার একটি ক্ষুদ্র চেষ্টার কি ফল জন্মায় তাহা কি আমি ধারণা করিতে পারি? যে আশা লইয়া কার্য্য করিয়াছিলাম তাহার বিপরীত ফল ফলিল, এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক দেখিতে পাই। কিন্তু আজ যে চেষ্টা বিফল হইল, কাল তাহাই সফল হইল। আজিকার ভগ্নাস্থা কাল সিদ্ধার্থ হইল। পুণ্যোত্তম বিফল হইয়া সফলতার পথ দেখাইয়া দেয় ও অবশেষে সফলতা আনয়ন করে। ইটালীর স্বাধীনতাপ্রাপ্তির চেষ্টা কতবার অকৃতকার্য্য হইল কিন্তু ততবার শক্তি স্ফুরণে যে বল সঞ্চিত হইল, তাহারই প্রভাবে অবশেষে কৃতার্থ হইল। ইংলণ্ডে প্রজাশক্তির অভ্যুদয় কত পরাভবের মধ্য দিয়া সফলতায় পঁহুছিয়াছে!

——"Freedom's battle once begun,
Bequeath'd from bleeding sire to son,
Though baffled oft is ever won"

Byron.

"স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম একবার আরম্ভ হইলে রক্তাক্ত কলেবর পিতা কর্তৃক পুত্রে অর্পিত হইতে থাকে, সে সংগ্রামে পুনঃ পুনঃ পরাভবপ্রাপ্তি হইলেও অবশেষে জয় অবশ্যম্ভাবী"—সামাজিক কি রাষ্ট্রীয় সকল প্রকারের স্বাধীনতা—বন্ধনমুক্তি—সম্বন্ধেই ইহা সত্য। আধিভৌতিক বন্ধন ও আধ্যাত্মিক বন্ধন, উভয় বন্ধন হইতে মুক্তির উদ্যম ব্যর্থ হইতে হইতে একদিন ফলপ্রদ হইবেই। আয়র্লণ্ডকে 'হোমরুল' দিতে গ্লাডষ্টোন অবধি ব্যর্থচেষ্ট হইলেন। আজ বিধির বিধানে সেই চেষ্টা ফলোন্মুখ। যীশুখ্রীষ্টের পুণ্য চেষ্টা তাঁহার জীবনে কতটুকু ফলবতী হইয়াছিল?

আজ ত তাহার ফল ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী হইয়াছে। সিদ্ধির জন্য উদ্বিগ্ন হয় সে, যে 'ধনং দেহি, যশো দেহি, দ্বিষোজহি' বলিয়া ভগবানের নিকটে প্রার্থনা করে। যিনি এরূপ সকাম ভাব ত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তিনি বলেন,—"এই বিশ্ব যাঁহার, যাহা তাঁহার বিধিসঙ্গত কার্য্য বলিয়া জানি যথাশক্তি তাহা করিয়া যাইব, ফল তিনি জানেন। আমি কোন ভূম্যধিকারীর মোকদ্দমার তদ্বিরকারক হইলে, যথাসাধ্য তদ্বির করিব, আমার কর্ত্তব্য কার্য্যের ত্রুটি না হয় দেখিব, মোকদ্দমার জয় পরাজয়ের সহিত আমার কি সংশ্রব? আর যেখানে যাঁহার মোকদ্দমা, তিনিই বিচারক, সেখানকার ত কথাই নাই। তোমার মামলা তুমি ডিক্রী দাও কি ডিসমিস কর, তুমি জান। আমি এইমাত্র চাই তোমার কৃপায় যেন বুদ্ধির ভুলে কি আলস্যবশতঃ আমার কর্ত্তব্য সাধনে কোন অভাব না থাকে। যথাসাধ্য বিবেচনা করিয়াও যদি বুদ্ধিভ্রংশ হয়, তুমি তাহা সংশোধন করিবে, কেননা অন্তর্দর্শী তুমি, জগতের মঙ্গল বিধাতাও তুমি; কর্ম্মফলে অধিকার তোমার, আমি কেবল তোমার শ্রীচরণে মস্তক রাখিয়া কায়মনোবাক্যে বিশ্বমঙ্গলকল্পে খাটিতে থাকিব।" অর্জ্জুনকে এই মন্ত্রে অধিষ্ঠিত করিবার জন্যই ভগবান বলিলেন :—

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি ॥

ভগবদ্গীতা। ২।৪৭

'তোমার কর্ম্মেতে অধিকার আছে, কর্ম্মফলে যেন তোমার কখন অধিকার হয় না। কর্ম্মফল যেন তোমার প্রবৃত্তির হেতু না হয়

এবং 'কর্ম্মফল বন্ধনের হেতু বলিয়া কর্ম করিব না' এরূপ বুদ্ধিও যেন না হয়।'

যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে॥

ভগবদ্গীতা। ২।৪৮

'আসক্তি ত্যাগ করিয়া এবং ফলসিদ্ধি ও অসিদ্ধি সমান ভাবিয়া যোগস্থ অর্থাৎ পরমেশ্বরে একনিষ্ঠ হইয়া কর্ম্ম কর। এইরূপ সমত্বজ্ঞানকেই যোগ বলা হয়। যিনি সিদ্ধি ও অসিদ্ধি সমদৃষ্টিতে দেখেন, তিনিই কর্ম্মযোগী।'

ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশী নির্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ॥

ভগবদ্গীতা। ৩।৩০

সকল কর্ম্ম আমাতে অর্পণ করিয়া 'আধ্যাত্মচেতসা অন্তর্যাম্যধীনোঽহং কর্ম্ম করোমীতি দৃষ্ট্বা' আমি অন্তর্যামীর অধীন হইয়া কর্ম্ম করিতেছি, এই জ্ঞানে নিষ্কাম হইয়া ও আমার ইহাতে ফল, আমার লাভার্থ এই কর্ম্ম' এইরূপ ভাব ত্যাগ করিয়া বিকারহীন হইয়া যুদ্ধ কর।"

কেবল ধর্ম্মযুদ্ধ নহে, জগতের সকল কর্ম্মই এইভাবে করিতে হইবে।

যুধিষ্ঠির এইভাবে অনুপ্রাণিত কর্ম্মযোগী ছিলেন। তিনি দ্রৌপদীকে বলিয়াছিলেন :—

নাহং কর্ম্মফলান্বেষী রাজপুত্রি চরাম্যুত।
দদামি দেয়মিত্যেব যজে যষ্টব্যমিত্যুত॥

অস্তু বাত্র ফলং মা বা কর্ত্তব্যং পুরুষেণ যৎ
গৃহে বা বসতা কৃষ্ণে যথাশক্তি করোমি তৎ ॥
ধর্ম্মং চরামি সুশ্রোণি ন ধর্ম্মফলকারণাৎ।
আগমাননতিক্রম্য সতাং বৃত্তমবেক্ষ চ।
ধর্ম্ম এব মনঃ কৃষ্ণে স্বভাবাচ্চৈব মে ধৃতম্।
ধর্ম্মবাণিজ্যকো হীনো জঘন্যো ধর্ম্মবাদিনাম্॥

মহাভারত। বন। ৩১।২—৫

'হে রাজপুত্রি, আমি কর্ম্মফলান্বেষী হইয়া বিচরণ করি না। দিতে হয়, তাই দিই, যজ্ঞ করিতে হয়, তাই যজ্ঞ করি; ফল হউক বা না হউক, গৃহস্থ পুরুষের যাহা কর্ত্তব্য যথাশক্তি, হে কৃষ্ণে, আমি তাহাই করি। বেদবিহিত বিধি অতিক্রম না করিয়াও সাধুগণের আচারের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আমি যে ধর্ম্ম-কার্য্য করি তাহা ধর্ম্মফল পাইবার জন্য করি না। স্বভাবতঃই আমার মন ধর্ম্মে অবস্থিত। যাহারা ধর্ম্মাচরণ করিয়া তাহার বিনিময়ে ফল চাহে তাহারা ধর্ম্মকে পণ্যদ্রব্য করিয়াছে সুতরাং ধর্ম্মবাদিগণ তাহাদিগকে নিতান্ত হীন, জঘন্য মনে করেন।'

"To live by law,
Acting the law we live by without fear,
And because right is right to follow right
Were wisdom in the scorn of consequence"

*Tennyson.*

'যে বিধি অবলম্বন করিয়া জীবন ধারণ করিতেছি, নির্ভীকভাবে

সেই বিধি প্রতিষ্ঠা। এবং ফল অবজ্ঞা করিয়া ধর্ম্ম কর্ম্ম ধর্ম্ম বলিয়াই সাধনের নাম মনীষা।”

প্রকৃত মনিষী “সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্ব্বিকারঃ” হইয়াই যাবতীয় কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া থাকেন।

## সংসারনাট্যাভিনয়।

কর্ম্মযোগীর কয়েকটি প্রধান লক্ষণ পাইলাম। যিনি এতাদৃশ লক্ষণযুক্ত, তাঁহার কর্ম্ম নাট্যাভিনয় ভিন্ন কি হইতে পারে? তাহার ত স্বার্থপ্রণোদিত কোন ক্রিয়াই হইতে পারে না। কোন অভিনেতাকে যদি দেখিতে পাই, তিনি ধন কি মান অথবা যশের বিন্দুমাত্র আকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া মাত্র দর্শকের তৃপ্তি এবং লোক-শিক্ষার্থ প্রাণটি ঢালিয়া অভিনয় করিয়া যাইতেছেন, এই দৃশ্য দ্বারা কর্ম্মযোগীর কর্ম্মাভিনয়তত্ত্ব কথঞ্চিৎ প্রমাণে বুঝিতে পারিব। তিনিও স্বার্থশূন্য হইয়া বিষ্ণুপ্রীতি ও লোক সংগ্রহার্থ প্রাণ ঢালিয়া সংসারনাট্যাভিনয় করেন।

ঋষিপুঙ্গব বশিষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্রকে যেভাবে সংসারে বিচরণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন তিনি সেই ভাবে কর্ম্ম করিয়া যান।

পূর্ণাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য ধ্যেয়ত্যাগবিলাসিনীম্।
জীবন্মুক্ততয়া স্বস্থো লোকে বিহর রাঘব॥

যোগবাশিষ্ঠ। উপশম। ১৮।১৭

‘দেহেন্দ্রিয়াদি ও অন্নপানাদি আমার প্রাণস্বরূপ এবং পুত্রমিত্র

কলত্র ধনাদি আমার, এই জাতীয় মনের ভাব দূর করাকে ধ্যেয়-বাসনাত্যাগ কহে। হে রাঘব, ধ্যেয়বাসনাত্যাগে যাহার আনন্দ সেই পূর্ণদৃষ্টি অবলম্বন করিয়া জীবন্মুক্তিহেতু স্বস্থ থাকিয়া লোকে বিহার কর।'

অন্তঃ সংত্যক্ত সর্ব্বাশো বীতরাগো বিবাসনঃ।

বহিঃ সর্ব্বসমাচারো লোকে বিহর রাঘব ॥

ঐ, ঐ, ঐ, ১৮

'হে রাঘব, অন্তরে সকল আশা, আসক্তি ও বাসনা পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে সংসারের সমস্ত কার্য্য করিতে থাক।'

অন্তর্নৈরাশ্যমাদায় বহিরাশোন্মুখেহিতঃ।

বহিস্তপ্তো অন্তরাশীতো লোকে বিহর রাঘব ॥

ঐ, ঐ, ঐ, ২১

'অন্তরে আশাহীন থাকিয়া বাহিরে তুমি যেন আশায় উৎফুল্ল হইয়াই সমস্ত কর্ম্মচেষ্টা করিতেছ, এইরূপ ভাবে অন্তরে নিরুদ্বেগ, অতএব শীতল, বাহিরে উদ্বেগী, সুতরাং তপ্ত হইয়া, হে রামচন্দ্র লোকে বিচরণ কর।

কৃত্রিমোল্লাসহর্ষস্থঃ কৃত্রিমোদ্বেগগর্হনঃ।

কৃত্রিমারম্ভসংরম্ভো লোকে বিহর রাঘব ॥

ঐ, ঐ, ঐ, ২৪

'কার্য্যানুসারে কোন কার্য্য সম্বন্ধে কৃত্রিম উল্লাস ও হর্ষ এবং কোন কার্য্য সম্বন্ধে কৃত্রিম উদ্বেগ ও নিন্দা প্রকাশ করিয়া কর্ম্ম-ব্যাপারে কৃত্রিম আবেগ দেখাইয়া, হে রামচন্দ্র, ইহলোকে বিহার

বহিঃ কৃত্রিমসংরম্ভো হৃদি সংরম্ভবর্জ্জিতঃ।
কর্ত্তা বহিরকর্ত্তান্তঃলোকে বিহর রাঘব॥

ঐ, ঐ, ঐ, ২২

'হে রাঘব, অন্তরে আবেগবর্জ্জিত হইয়া অথচ বাহিরে কৃত্রিম আবেগ দেখাইয়া, ভিতরে অকর্ত্তা থাকিয়া বাহিরে কর্ত্তা হইয়া সংসারে বিচরণ কর।'

কর্ম্মযোগী বাহিরে কর্ত্তা বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও তিনি অকর্ত্তা। সুতরাং তাঁহার নিকটে সকল বৃত্তিই সমান। তিনি কোন ব্যক্তিকেই হেয় মনে করেন না। তাই উপদেশ হইতেছে—

আশাপাশশতোন্মুক্তঃ সমঃ সর্ব্বাসু বৃত্তিষু।
বহিঃপ্রকৃতিকার্য্যস্থো লোকে বিহর রাঘব॥

ঐ, ঐ, ঐ, ২৬।

'হে রামচন্দ্র, শত আশাপাশ হইতে উন্মুক্ত হইয়া সকল বৃত্তিকে সমান জ্ঞান করিয়া, বাহিরে তোমার প্রকৃতি অনুসারে কার্য্য করিতে করিতে লোকে বিচরণ কর।'

যে অভিনয়ের উপদেশক ও তাহার দ্রষ্টা স্বয়ং বিষ্ণু, উদ্দেশ্য তাঁহার লীলাপুষ্টি অথবা লোকসংগ্রহ অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ প্রতিষ্ঠা; তজ্জন্য অভিনেতার প্রাণে থাকে আন্তরিকতার পরাকাষ্ঠা।

এইরূপ আন্তরিকতাসত্ত্বেও অহংকারময়া, বাসনাত্যাগী, আকাশশোভন জীবন্মুক্ত অভিনেতার কর্ম্মসাধনার্থ চিন্তাকুল হইতে হয় না। একবার বৃদ্ধির আবির্ভাব আবার বৃদ্ধির তিরোভাব হয় বলিয়াই লোক চিন্তায় উদ্বিগ্ন হয়।

নাস্তমেতি ন চোদেতি যশ্চিদাকাশবন্মহান্।
সর্ব্বং সংপশ্যতি স্বস্থঃ স্বস্থো ভূমিতলং যথা ॥

ঐ, ঐ, ঐ, ৬৩।

'যিনি আকাশের ন্যায় মহান্, তাঁহার উদয় বা অস্ত নাই, তিনি সর্ব্বদা জ্যোতির্ম্ময়, যেরূপ সুস্থ অবিকলাঙ্গ ব্যক্তি ভূমিতল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিতে পান, তদ্রূপ তিনি স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সকলই সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে অবলোকন করেন।'

যুক্তাযুক্তদৃশাগ্রস্তমাশোপহতচেষ্টিতম্।
জানাতি লোকদৃষ্টান্তঃ করকোটরবিল্ববৎ ॥

ঐ, ঐ ঐ, ১০

'উচিত কি অনুচিত কি,' এই চিন্তাগ্রস্ত, আশা কর্ত্তৃক উপদ্রুত লোকব্যবহার তিনি করকোটরস্থ বিল্বফলের ন্যায় সমগ্র পরিষ্কার দর্শন করিয়া থাকেন।' সুতরাং এরূপ ব্যক্তির কোন কার্য্য সম্বন্ধে দেশ, কাল ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা পর্য্যালোচনা, সর্ব্বতোভাবে সমীক্ষা, সুবিচার, সুমন্ত্রণা, সাধনোপায়োদ্ভাবন এবং সুনিয়মে ও সুবিক্রমে কার্য্যসিদ্ধি করিতে মানসিক আয়াস পাইতে হয় না। সহজ নিরহঙ্কার ব্যক্তির এরূপ আয়াসের প্রয়োজন হয় না, ইতিপূর্ব্বেও বলা হইয়াছে।

# উপসংহার

কর্ম্মযোগীর লক্ষ্য কি, কর্ম্মকেন্দ্র কোথায়, লক্ষণ কি, কর্ম্মাভিনয় কিরূপ, কিয়ৎপরিমাণে আলোচিত হইল। কিন্তু এই আদর্শাধিষ্ঠিত কর্ম্মযোগী অতি বিরল। অধিকাংশ লোকই রাজস অথবা তামস কর্ত্তা। রাজস কর্ম্মের লক্ষণ :—

যত্তু কামেপ্সুনা কর্ম্ম সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ।
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজসমুদাহৃতম্ ॥

ভগবদ্গীতা। ১৮।২৪

'ফলাকাঙ্ক্ষাদ্বারা প্রণোদিত হইয়া অহংকার বহুলায়াসকর যে কর্ম্ম করা হয় তাহা রাজস কর্ম্ম।'

অহংকার থাকিলেই মানুষ সহজ হইতে পারেনা, তাহার কর্ম্মযোগ সহজ হয় না। 'মানের টাটি'র জন্য অনেক 'হিসাব' করিতে হয়, হিসাবে 'পাটওয়ারি বুদ্ধি'র উৎপত্তি, পাটওয়ারি বুদ্ধি সাধারণ কর্ম্মকেও বহুল আয়াসকর করিয়া তোলে। পর দ্রব্যে অভিলাষ, স্বদ্রব্য ত্যাগে কাতরতা, পরপীড়া প্রভৃতি অহংকার হইতেই জন্মে। অহংকারজনিত আসক্তি ও দম্ভই ইহাদিগের উদ্ভবহেতু।

রাগী কর্ম্মফলপ্রেপ্সুর্লুব্ধো হিংসাত্মকোহশুচিঃ।
হর্ষশোকান্বিতঃ কর্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥

ঐ, ঐ, ২৭

'যিনি আশক্ত, কর্ম্মফলকামী, পরস্বাভিলাষী, দানকুণ্ঠ, পর-

পীড়ক, বাহ্যান্তঃশৌচবর্জ্জিত, ইষ্টপ্রাপ্তিতে হর্ষান্বিত, অনিষ্টপ্রাপ্তি এবং ইষ্টবিয়োগে শোকান্বিত, তিনি রাজস কর্ত্তা।'

অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্।
মোহাদারভ্যতে কর্ম্ম যৎ তত্তামসমুচ্যতে ॥

ঐ, ঐ, ২৫

'পশ্চাদ্ভাবী ফল, শক্তিক্ষয়, অর্থক্ষয়, বিত্তক্ষয়, প্রাণিপীড়া এবং স্বসামর্থ্য বিবেচনা না করিয়া যে কর্ম্ম মোহপ্রযুক্ত আরম্ভ করা হয় তাহা তামস কর্ম্ম।'

অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈস্কৃতিকোহলসঃ।
বিষাদি দীর্ঘসূত্রী চ কর্ত্তা তামস উচ্যতে ॥

ঐ, ঐ, ২৮

"যিনি অনবহিত, বিবেকশূন্য, অনম্র, শঠ, পরবৃত্তিচ্ছেদনপর, অলস, বিষাদী ও দীর্ঘসূত্রী, তিনি তামস কর্ত্তা।"

রাজস ও তামস কর্ম্ম ও কর্ত্তার লক্ষণ পাইলাম।

পাশ্চাত্য দেশসমূহে অধিকাংশ লোক রাজস কর্ত্তা। তাঁহাদিগের পরাক্রম ও পার্থিব উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দাম্ভিকতারও বিশেষরূপে বৃদ্ধি হইয়াছে এবং তাঁহারা রাজসভাবসম্ভূত বিষময় ফলও ভোগ করিতেছেন। তাঁহাদিগের বিস্ময়জনক অতিকায় সদনুষ্ঠানগুলি হইতেও অনেক সময়ে রাজস গন্ধ বিনির্গত হয়। লক্ষ লক্ষ মুদ্রাদান "ফলমুদ্দিশ্য"—রাজা হইতে সম্মানলাভ, অন্ততঃ জনসাধারণ হইতে যশোপ্রাপ্তির আশায় প্রদত্ত হয়। সাত্ত্বিক ভাব লুপ্ত হইয়াছে বলিতে পারি না, তবে বৈষয়িক সুখ-ভোগে রজোগুণ অতিরিক্ত পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। কর্ম্ম-

চক্রের ঘূর্ণনে সাত্ত্বিকতার শান্তি, নীরবতা অতিশয় হ্রাস পাইয়াছে। তাই তাঁহাদিগেরই কোন কোন মহাপুরুষ তাঁহাদিগকে সাত্ত্বিক ভাবে অনুপ্রাণিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন; এবং সাত্ত্বিক ভাব ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। ভারতবর্ষীয়, চীন ও অপর দেশীয় প্রাচীন ঋষিগণের সাত্ত্বিক চিন্তা ও গাথার আদর পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বাড়িয়াছে। ইহারই ফলে রবীন্দ্রনাথের 'নোবেল' পুরস্কার প্রাপ্তি। তামস ভাব তাঁহাদিগের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম। তামস কর্ত্তার অনবহিত অলস, বিষাদী ও দীর্ঘসূত্রীর ভাব তাঁহাদিগের মধ্যে অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। রাজস ভাবই প্রবল। পরস্পর যে বিকট সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে তাহার মূল রাজসিকতা। মধ্যে মধ্যে যে সাত্ত্বিক তান কর্ণগোচর হইতেছে তাহা নেতৃগণের প্রাণ আকর্ষণ করিলে তাঁহারা কর্ম্মযোগের পন্থাতে অগ্রসর হইতে পারিবেন। সেদিকে উন্নতি না হইলে তামস পদবীতে অবরোহণ করিবেন। কর্ত্তার লীলাচক্রারূঢ় হইয়া কাহারও একস্থানে স্থির হইয়া থাকিবার সাধ্য নাই। হয় উন্নতি, নয় অবনতি। সম্ভবতঃ যে ভীষণ সংগ্রাম চলিতেছে, ইহা হইতে অবশেষে কল্যাণই সমুদ্ভূত হইবে। দীর্ঘ দৃষ্টিতে দেখিলে যে কল্যাণ হইবে, সে বিষয়ে ত তিলার্দ্ধও সন্দেহ নাই। অতি দীর্ঘদৃষ্টির প্রয়োজন নাই। আশা করি অল্পদিনের মধ্যেই ইঁহারা স্বকীয় মূর্খত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া সাত্ত্বিক অধিষ্ঠানে অধিষ্ঠিত হইবার ক্রম অবলম্বন করিতে সক্ষম হইবেন।

কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিলেই মনে হয় আমাদিগের অনেকেই

তামসকর্ত্তা। তামসকর্ত্তা না নিজের, না অপরের মঙ্গল-সাধন করেন। আপনার সম্বন্ধে অনবহিত, বিবেকশূন্য, অলস, বিবাদী ও দীর্ঘসূত্রী এবং অপরলোক সম্বন্ধে অনম্র, শঠ, পরবৃত্তিচ্ছেদনপর। আমাদিগের ভূতপূর্ব্ব দেশাধিপতিগণ এইরূপ স্বভাবাপন্ন না হইলে এদেশ এভাবে পতিত হইত না এবং আমরা এইরূপ না হইলে এ ভাবে পতিত থাকিতাম না। আমরা অনেকে স্বকীয় মঙ্গল বুঝি না এবং তজ্জন্য উদ্যোগীও নই, অথচ শঠতা করিয়া পরবৃত্তিলোপ ও পরস্বত্বাধিকার করিতে আগ্রহান্বিত; ইহা কি সত্য নহে? প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই যে গ্রামবাসিগণের মনো-মালিন্য, বিবাদ, বিসম্বাদ, 'দলাদলি' দেখিতে পাই, তাহা কি তামস ভাবজনিত নহে? ভাবী শুভাশুভ কি স্বসামর্থ্য সম্বন্ধে কিছুমাত্র জ্ঞান নাই; কাহাকেও পরাভূত করিবার জন্য শক্তি, বিত্ত, অর্থক্ষয় করিয়া কি অনেক লোক সম্পূর্ণ নিঃস্ব ও মৃতকল্প হইতেছে না? যাহাদিগকে অশিক্ষিত বলি, তাহাদিগের কথা দূরে থাক, "শিক্ষিত" দলের মধ্যেও নিজের নাসিকা কর্ত্তন করিয়া পরের যাত্রা ভঙ্গের দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল নহে। বিপুল পরিশ্রমে সঞ্চিত অর্থ হিংসাবহ্নিতে আহুতি দিয়া নিজের সামান্যভাবে জীবনযাপনেরও সংস্থান না রাখার অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। যাহা কিছু উপার্জ্জিত হইয়াছিল, তাহা প্রায় সমস্ত কোর্ট-ফিতে, উকিল, ব্যারিষ্টার, আমলা, সাক্ষী, চাপরাসী, কনষ্টেবল্ প্রভৃতির পূজায়ই ব্যয়িত হইল, সুতরাং আপনার ও পরিবারবর্গের জীবিকানির্ব্বাহের উপায় নিরাকৃত হইল; এইরূপ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় কতই

কিন্তু এদেশ তামসিকতাগ্রস্ত হইলেও সাত্ত্বিকতা সম্পূর্ণ ভুলিয়া যায় নাই। ঋষিগণ, ভক্তগণ এ দেশের অস্থি মজ্জায় সাত্ত্বিক ভাব এমন দৃঢ়রূপে প্রবেশ করাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে অদ্যাপি সামান্য কোন কৃষক তীর্থভ্রমণ করিয়া আসিলে, তাহাকে সেই ভ্রমণের কথা জিজ্ঞাসা করিলে কিছুতেই সে তাহা প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক হইবে না, পাছে তাহাতে তাহার মনে অহঙ্কার স্থান পায়। 'তোমার ক'টি পুত্র কন্যা?' জিজ্ঞাসা করিলে বলিবে 'আজ্ঞা! আমার কি? ভগবান আমার গৃহে এই ক'টি রেখেছেন।' এখনও অনেক লোক আছেন যাঁহারা সংবাদপত্রে নাম প্রকাশ না পায় তজ্জন্য সতর্ক, অতি সঙ্গোপনে দান করেন এবং আপনার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। ঋষিচরণরেণুপূত এ দেশ কিছুতেই বিনাশ পাইবে না বলিয়াই বোধ হয় ভগবানের কৃপায় এখনও সাত্ত্বিক ভাব প্রচ্ছন্নরূপে স্থানে স্থানে বর্ত্তমান রহিয়াছে, কিন্তু অতি অল্পস্থলেই রূপে স্ফূর্ত্তি পাইতেছে। রাজস ভাবও আমাদিগের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম। তামস ভাব ছাড়িয়া রাজসে উন্নীত হওয়ার দিন যেন আসিতেছে মনে হয়। অনবধান, নিদ্রা, জড়তা ক্রমেই দূর হইতেছে। 'উঠো, জাগো,'—এই আহ্বান পঁহুছিয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় পরস্পরের সাহায্য করিতে হস্ত প্রসারণ করিতেছে। দেশময় একটা সাড়া পড়িয়াছে। কর্ত্তা আমাদিগের সহায়। আমরা দুর্দ্দশার চরমাবস্থায় পতিত বলিয়া নিশ্চয়ই তাঁহার সিংহাসন টলিয়াছে। যাঁহার কাণ আছে তিনি নিরবচ্ছিন্ন "মা ভৈঃ মা ভৈঃ" ধ্বনি শুনিতেছেন। যাঁহার চোখ আছে তিনি উষার আলোক দেখিতেছেন। সে তাবর মহিমায় সমস্ত ভারতবর্ষ পুনরায়

উদ্ভাসিত হইবে, ইহা তাহারই অগ্রদূত। এই পূর্ব্বাভাস মনে করিতেই বৃদ্ধেরও প্রাণ স্পন্দিত হইতেছে, হৃদয় উৎফুল্ল হইতেছে, ধমনীতে ধমনীতে বেগে শোণিত প্রধাবিত হইতেছে। কিন্তু যুগপৎ প্রাণে ভয়ের উদয় হইতেছে, পাছে রজোগুণ ভারতের বিশিষ্টতা নষ্ট করিয়া ফেলে। কর্ত্তার শ্রীচরণে প্রার্থনা করি, কোন জাতির হিংসা দেখে রুদ্ধবুদ্ধি হইয়া আমরা যেন অন্তঃসারশূন্য বাহ্যিক উন্নতির মোহে মুগ্ধ না হই। আমরা যেন সেই ঋষিনির্দ্দিষ্ট সাত্ত্বিক লক্ষ্য স্থির রাখিয়া শুভেচ্ছা দ্বারা সমগ্র পৃথিবীটাকে আবৃত করিয়া জগন্ময় সচ্চিদানন্দপ্রতিষ্ঠাভিমুখ স্বকীয় উন্নতি সাধনে কৃতকার্য্য হইতে পারি। ব্যক্তিগত, জাতিগত, রাষ্ট্রগত যাবতীয় উদ্যম, অনুষ্ঠান ও প্রচেষ্টায় আমাদিগের যেন সর্ব্বদা মনে থাকে—

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্ম সমাধিনা॥

ভগবদ্গীতা।৪।২৪

স্বামী বিবেকানন্দের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক। ভারতে কর্ম্মযোগ আবার জয়যুক্ত হউক।

সম্পূর্ণ